শুভম
সেবা
প্রকাশনা
বইঘর নিবেদন
ওয়েস্টার্ন
ঘায়েল
গোলাম মাওলা নঈম
শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ঘায়েল

গোলাম মাওলা নঈম

স্টেজে চেপে ক্যামেরন থেকে টুলারোসায় যাবে জন ক্যালকিন। দুর্গম ইন্ডিয়ান এলাকা পাড়ি দেবে কোচ। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানো হলো না ওর, তার আগেই লুট হয়ে গেল স্টেজ।

নির্জন পিউতে স্টেশনে বন্দি হলো ওরা। ঘোড়া নেই, অস্ত্র নেই। সবচেয়ে কাছের বসতি বিশ মাইল দূরে। জনের সঙ্গী দু'জন অসহায় নারী, এক জুয়াড়ী আর এক র‍্যাঞ্চার। যে-কোন সময়ে হামলা করবে হিংস্র অ্যাপাচিরা, মাইলকে মাইল বসতি উজাড় করে ফেলছে ওরা; দিগ্বিদিক ছুটছে অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ···

ভীত সন্ত্রস্ত দলটাকে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিজে থেকে কাঁধে তুলে নিল জন, কিন্তু শুধু উজ্জীবিত করলেই হবে না, লড়তেও হবে। একে রয়েছে দুর্ধর্ষ হিংস্র অ্যাপাচিরা, গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে হাজির হয়েছে আউটলদের দলবল···

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

ঘায়েল

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8240-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮৯৪০৫৩ (M-M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

GHAYEL
A Western Novel
By Golam Mawla Naeem

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Exclusive
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
Visit Us at boighar.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ঘায়েল

ওয়েস্টার্ন

ঘায়েল

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুস হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদীঃ** পাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সারেম সোলায়মানঃ** সঙ্কট।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

SUVOM

খবরটা শুনেই স্টেজ অফিসের উদ্দেশে ছুটল জন ক্যালকিন। দশ দিন ধরে ক্যামেরনে আটকা পড়ে আছে ও-ঘুরে-ফিরে কাটিয়ে দিয়েছে আর অপেক্ষায় থেকেছে কখন মেলপেই অঞ্চল দিয়ে স্টেজ পাড়ি দেওয়ার খবর শুনতে পাবে; কিন্তু ইন্ডিয়ান হামলার ভয়ে সাহস করেনি কোম্পানি।

একঘেয়েমি তো ছিলই, উপরন্তু ক'দিন নিতান্ত বিতৃষ্ণার মধ্যে কেটেছে ওর। ভবঘুরে স্বভাবের কারণে সচল এবং সদা তৎপর মানুষ জন, অপেক্ষার সময়টা তাই বড় দীর্ঘ আর কষ্টকর মনে হয় ওর কাছে। নতুন একটা শহর দেখার আকর্ষণ ক'দিন থাকে? ক্যামেরনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দু'দিন না যেতেই বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে ওর।

সাতসকালের তাজা খবর: আর্মির তিনটা পেট্রল বাহিনী স্থানীয় পোস্টে ফিরে এসেছে। দক্ষিণ ও পুবে কয়েকশো মাইল স্কাউট করেছে তারা, কিন্তু অ্যাপাচি রিজার্ভেশন থেকে পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহী ব্রঙ্কো*দের কোন ট্রেইল বা চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তারপর, একটু আগে টুলারোসার আর্মি পোস্ট থেকে টেলিগ্রাম এসেছে-মেলপেই অঞ্চলের পশ্চিম অংশ সম্পূর্ণ নিরাপদ, খুনে ইন্ডিয়ানদের খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে মেসক্যালেরো পর্বতশ্রেণীর দিকে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে: আবার যাত্রা শুরু করতে পারে জন-যদি স্টেজে একটা আসন পায়। প্রথমে টুলারোসায় যাবে ও, সেখান থেকে স্টার্গিসে। প্রয়োজনীয় সাপ্লাই কিনে এরপর বুনো ঘোড়া ধরতে পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যাবে। বুনো মাসট্যাঙ ধরার বা পোষ মানানোর ব্যাপারে দারুণ দুর্বলতা রয়েছে ওর...

স্টেজ অফিসে ঢুকল জন। দেখল অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত কেরানি, তবে ওকে দেখতে পেয়ে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। এই ক'দিন বারবার খবর নিতে এসেছে ও-স্টেজ চলবে কি না; স্বভাবতই ওর মুখ চেনা হয়ে গেছে তার।

---

* ব্রঙ্কো (Bronco) : ইন্ডিয়ান যোদ্ধা

'টুলারোসার একটা টিকেট রেখেছি তোমার জন্য, মি. ক্যালকিন,' জন কাছে যেতে বলল সে। 'কথা দিয়েছি যখন, ভুলে যাই কী করে।'

'ধন্যবাদ। ভয় হচ্ছিল ভুলে যাও কি না।'

অন্য লোকটির দিকে ফিরল কেরানি। 'এই যে, পিট, ও হচ্ছে তোমার তৃতীয় যাত্রী। স্টেজ চলাচল শুরু করার জন্য কয়েকদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছিল ও। সম্ভবত ইনজুনদের ব্যাপারে একটুও মাথা ব্যথা নেই ওর।'

'অন্যদের চেয়ে আমার মাথা ব্যথা একটুও কম নয়,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'প্রথম স্টেজে চাপতে পারলে সবার আগে বিপদ থেকে দূরে সরে যেতে পারব, তাই না? এটাই ছিল আমার চিন্তার বিষয়। যাক্গে, যাত্রাটা কেমন হবে?'

'পিটকে জিজ্ঞেস করো। ও-ই চালাবে স্টেজ।'

পিটার স্লেডের বয়স প্রায় চল্লিশ। ছোটখাট, গাট্টাগোট্টা মানুষ; গোলগাল মুখ। জনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় আন্তরিক হাসি ফুটল মুখে। 'মন্দ বলা যাবে না,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল সে। 'সকাল সাতটায় রওনা দেব। দুপুরে মেসা স্টেশনে আর বিকেল নাগাদ পিউতে ওয়েল্সে পৌঁছে যাব। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মাঝরাতের আগেই টুলারোসায় পৌঁছব। রাতটা যদি ওয়েল্সে কাটাতে হয়, তা হলে পরদিন যাত্রা করব। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য যথেষ্ট রূম আছে ওখানে।'

'একবারে টুলারোসায় চলে গেলেই হয়,' বলল জন।

'আমারও তাই ইচ্ছে,' একমত হলো স্লেড। 'কিন্তু মহিলা যাত্রী আছে সঙ্গে। আপাতত একজন, তবে সংখ্যাটা বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, হয়তো ওদের কারণে রাতটা ওয়েল্সে কাটাতে হতে পারে। স্টেজ যাত্রায় মেয়েমানুষ কেমন হয়, জানোই তো। অল্পতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কেউ কেউ রীতিমত অসুস্থ বোধ করে। ধুলো, ঝাঁকুনি বা খাবার নিয়ে অসন্তোষ বা অভিযোগ কখনও থামে না ওদের।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল ড্রাইভার। 'মেয়েদের এমনিতে পছন্দ আমার, কিন্তু স্টেজ যাত্রায় একেবারে সহ্য করতে পারি না...'

মাথা নাড়ল স্টেজ এজেন্ট। 'একটু আগে যে-মহিলা টিকেট কিনেছে, ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না তোমার, পিট। স্কুল টীচার। শক্ত ধাঁচের মেয়ে। মনে হয় না স্টেজের ঝাঁকুনি বা ধুলো নিয়ে অভিযোগ করবে। হাসলে বোধহয় সুন্দরীও দেখাবে ওকে।'

'অন্য যাত্রী কারা?' জানতে চাইল জন।

'তুমি ছাড়া আরেকজন টিকেট কিনেছে। জিম বেনেট। ওর কথা হয়তো শুনে থাকবে। বিখ্যাত গরু ব্যবসায়ী। প্রভাবশালী লোক। বিশাল একটা

স্প্যানিশ র‍্যাঞ্চের মালিক। বিয়ের উপহার হিসাবে পেয়েছে র‍্যাঞ্চটা।'

টিকেটের দাম চুকিয়ে ড্রাইভারের দিকে ফিরল জন। 'তোমার পাশে বসা যাবে? স্টেজ চালানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার, মাঝে মধ্যে তোমাকে বিশ্রাম দিতে পারব।'

'উঁহুঁ, বসা যাবে না। কোম্পানির নিয়ম। তা ছাড়া, ওয়েল্‌স ফার্গোর এক্সপ্রেস শিপমেন্ট যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। এ-অবস্থায় যাত্রীদের সবাইকে কোচের ভিতরে থাকতে হবে।'

'চুপ করো, পিট!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল এজেন্ট।

বিস্মিত দেখাল স্লেডকে। 'আরে, ভুল কী বলেছি আমি? এই শিপমেন্টে তো সোনা যাচ্ছে না।'

'সোনা বা যাই হোক, ওয়েল্‌স ফার্গোর শিপমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত হচ্ছে না তোমার।'

শ্রাগ করল জন, একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে মুখ–হতাশা ঢেকে রাখল সযত্নে। কোচের ভিতরে রাইড করার চেয়ে ড্রাইভারের পাশে থাকা অনেক স্বস্তিকর এবং আরামদায়কও বটে, জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়ায় ধুলোর অত্যাচার কম সইতে হবে। কিন্তু কোম্পানির নিয়মের ব্যতিক্রম তো করা যাবে না। দরজার দিকে এগোল ও।

'ঠিক সকাল সাতটায় ছাড়বে স্টেজ,' পিছন থেকে বলল এজেন্ট। 'দেরি হয় না আমাদের।'

*

সাতটার আগেই স্টেশনে পৌঁছল জন। ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে অন্য যাত্রীরা, স্টেশনের পোর্চে অপেক্ষায় আছে সবাই; এদের দু'জন মহিলা। শিক্ষিকাকে চিনতে অসুবিধা হলো না। সদ্য যুবতী, ক্ষীণদেহী, সুশ্রী। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। হাসছে না ও, কিন্তু গম্ভীরও নয়; তবে কেরানি যা বলেছে, হাসলে হয়তো সত্যি সত্যি সুন্দরী মনে হবে ওকে। স্বচ্ছন্দ মেয়েটির চলাফেরা, চোখে উজ্জ্বল চাহনি। কোন কিছুই ওর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো না।

অন্য মহিলাও কমবয়েসী। দারুণ সুন্দরী। আকর্ষণীয় ফিগার। আঁটসাঁট ড্রেস ভরাট শরীরের আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে। হালকা বাদামি রঙের চুল, নিটোল মুখের আদল। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন সে, নাক বরাবর সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে বলে মনে হলো না।

অন্যদের দিকে মনোযোগ দিল জন। জিম বেনেট রয়েছে। গতরাতে হোটেলে পরিচয় হয়েছে লোকটার সঙ্গে, কিছুক্ষণ গল্পও করেছে। বিশালদেহী মানুষ, চওড়া গর্দান; বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ। মুখ গম্ভীর থাকে সবসময়, ফ্যাকাসে তামাটে চুল। খাটো ফ্রক-কোটের নীচে হোলস্টারে একটা পিস্তল রয়েছে। ইন্ডিয়ানদের হামলার ভয়ে অস্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছে, গতরাতে বলেছে জনকে। 'হয়তো একশো মাইলের মধ্যেও কোন অ্যাপাচির চেহারা দেখতে পাব না,' বলেছে বেনেট। 'কিন্তু এ-এলাকায় বহুবার এসেছি আমি। জানি ওদের সম্পর্কে। এক ফোঁটা বিশ্বাস নেই শয়তানগুলোকে। পুরানো দিনের মত যে-কোন সময়ে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে ওরা।'

স্টেজ যাত্রার জন্য তৈরি প্রায়। দুই হসল্যারকে নিয়ে কোচে মালপত্র তুলছে পিটার স্লেড। কাজ শেষে জনের দিকে এগিয়ে এল সে। 'আরেকজন মহিলা জুটে গেল,' প্রায় বিরক্ত স্বরে জানাল ড্রাইভার।

'আর যাই হোক, দারুণ সুন্দরী ও।'

'বটে। তবে ওর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ো না। পোস্টের এক অফিসারের বউ। টুলারোসায় যে কেন যাচ্ছে মেয়েটা, খোদা মালুম!'

'হয়তো ওখানে কোন বন্ধু আছে ওর।'

শ্রাগ করার সময় রাস্তা ধরে দৃষ্টি চালাল স্লেড। 'ওই যে, এক্সপ্রেস বক্সটা এসে গেছে। ওটা তোলা হয়ে গেলেই রওনা দেব।'

স্টেশনের দিকে এগিয়ে এল দু'জন লোক, ধরাধরি করে একটা বক্স নিয়ে আসছে। ঠিক পিছনে তৃতীয়জন, হাতে গ্রীনার শটগান। নিঃসন্দেহে সে-ই গার্ড। গার্ড নয়, বরং বক্সের প্রতি আগ্রহ বোধ করল জন ক্যালকিন। বেশ ভারী মনে হচ্ছে জিনিসটা। পিটার স্লেড মুখ ফস্কে শিপমেন্টের কথা বলে ফেলায় ভর্ৎসনা করেছিল এজেন্ট–মনে পড়ল ওর–অজুহাত হিসাবে দেওয়া স্লেডের জবাবটাও ছিল অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক এবং দ্রুত। আসলে সত্যি বলেনি সে। ওয়েল্স ফার্গো বোধহয় সোনা শিপমেন্ট করছে।

'বেশ ভারী ওটা,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল জন।

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল স্লেড, কিছু বলল না।

কোচের কাছে পৌঁছে গেল লোক দু'জন। বুটে তুলল বক্সটা, তারপর চারপাশে দৃষ্টি চালাল। উপরের সীটে উঠে গেল শটগান গার্ড। হাত তুলে ইশারা করল স্লেডের উদ্দেশে। অফিস থেকে বেরিয়ে এল এজেন্ট, কাঁধের উপর একটা মেইল-স্যাক ঝুলছে। কোচের কাছে এসে বুটের উপর সেটা ছুঁড়ে ফেলল সে, স্লেডের উদ্দেশে জানতে চাইল: 'তৈরি তো?'

নড করল ড্রাইভার।

'সবাই উঠে পড়ুন,' হাঁক ছাড়ল এজেন্ট। 'স্টেজ এখনই যাত্রা করবে।'

কোচের দিকে এগোল যাত্রীরা।

মেয়েরা উঠল প্রথমে। আজব এক চিড়িয়া অনুসরণ করল তাদের। ত্রিশের বেশি হবে বয়স, পরনে কাউবয়ের পোশাক। চতুর্থ যাত্রী হিসাবে কোচে চড়ল জিম বেনেট। ফ্রক-কোট পরা শীর্ণদেহী উঠল এরপর।

সবার শেষে জন।

শেষবারের মত হার্নেস পরীক্ষা করল পিটার স্লেড, তারপর নিজের সীটে উঠে বসল। খুঁটিয়ে দেখে নিল বুটে রাখা জিনিসপত্র। দুটো স্যাডল পড়ে আছে। টেনে-টুনে দড়ি পরখ করে নিশ্চিন্ত হলো সে।

'শহরের লোকজনকে বোধহয় বিদায় জানানো যায় এবার,' নিরানন্দ কণ্ঠে বলল শটগান গার্ড।

'এরচেয়ে জরুরি কাজ আছে আমার,' আসনে বসে লাগাম হাতে তুলে নিল ড্রাইভার। 'মহিলা যাত্রী থাকার যন্ত্রণা তুমি তো বুঝবে না। এই ট্রিপে দু'জন পেয়েছি।'

'আমি তো ভেবেছি মেয়েদের পছন্দ করো তুমি।'

'করি, তবে স্টেজকোচের যাত্রী হিসাবে নয়।'

ঘোড়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা হসল্যার সরে দাঁড়াতে লাগাম ঢিলে করল স্লেড। পা বাড়াল ঘোড়াগুলো, ছোট্ট ঝাঁকি খেয়ে এগোল কোচ। 'যা, ব্যাটারা! ছুটতে থাক্!' চড়া স্বরে হাঁক ছাড়ল ড্রাইভার।

রাস্তা ধরে এগোল কোচ। আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন বিদায় জানাচ্ছে, রীতিমত কোরাস উঠে গেল। চাকার বিদঘুটে ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে চামড়ার স্প্রিঙের খসখসে আওয়াজ। পিছনে ধুলোর ঢেউ তুলে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল কোচটা। উড়ন্ত ধুলো জানালা-পথে ঢুকে পড়ছে ভিতরে, যাত্রীদের পোশাকের উপর মিহি আস্তর পড়ে গেল; নাকে-মুখে জমা হলো, গলায় চলে গেল। কারও কারও চোখ কচকচ করতে শুরু করল। তবে উপরে, পিটার স্লেড বা শটগান গার্ডকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হলো না। ধুলো অত উপরে উঠছে না।

উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ড্রাইভারের মুখ। সামনে বাঁকের পর নদীর উপর সেতু। লাগাম টেনে কোচের গতি কমিয়ে আনল স্লেড, কিন্তু সেতু পেরিয়ে আসার পরপরই গতি বাড়িয়ে দিল। খোলা প্রেয়ারির বুক চিরে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে ছুটল কোচ।

'পরিষ্কার আকাশ, দিনটা মনে হয় ভালই যাবে, উইল,' গার্ডের উদ্দেশে বলল ড্রাইভার, স্বস্তি প্রকাশ পেল কণ্ঠে। 'খোলা রাস্তা। এরচেয়ে ভাল আর কী হতে পারে?'

সকৌতূহলে তাকে দেখল গার্ড। 'মনে হয় খুব উপভোগ করছ কাজটা?'

'সবসময়ই করি। তবে আমার বউ মোটেও পছন্দ করে না। স্টেজ না চালিয়ে যেন শহরে কোন কাজ নিই, এ-ব্যাপারে ওর পীড়াপীড়ির শেষ নেই। কিন্তু কেন শহরের হতচ্ছাড়া কাজ নেব আমি?'

'এজন্যই বিয়ে করিনি,' বলল উইল নামের গার্ড। 'আমি নিজেই নিজের বস্।'

নীরব হয়ে গেল ড্রাইভার। উইল উশার সম্পর্কে ভাবছে। অন্তত বিশবার রাইড করেছে দু'জন, গল্পও করেছে চলার সময়; কিন্তু ওই পর্যন্তই। উশার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা হয়নি। কারও ব্যাপারে না জেনেও দিব্যি গল্প করা যায়। ওদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হয়তো নির্ভর করার মত লোকই সে। রেকর্ডও বোধহয় ভাল, নইলে ওয়েল্‌স ফার্গো ভাড়া করত না ওকে। কিন্তু বিপদের সময় বা জরুরি মুহূর্তে কতটা কী করতে পারবে উশার? সত্যিকার পরিস্থিতিতে না পড়লে কারও সামর্থ্য সম্পর্কে জানা যায় না।

নতুন একটা চিন্তা ঢুকল স্লেডের মাথায়, এবং চিন্তার সঙ্গে উদ্বেগও। অজান্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল মন। শিপমেন্ট সম্পর্কে মুখ খোলা উচিত হয়নি ওর। ওয়েল্‌স ফার্গো যে গোপনে টুলারোসায় শিপমেন্ট করছে তা নয়, তবে স্টেজ লাইনের কোন কর্মচারীরই এ-ব্যাপারে মুখ খোলা সাজে না। গতরাতে মুহূর্তের অসতর্কতায় একটু বেশি বলে ফেলেছে। হয়তো তাতে এমন কিছু যাবে-আসবে না, কিন্তু তারপরও অস্বস্তি বোধ করছে সে।

পা দিয়ে এক্সপ্রেস বক্সের দিকে ইঙ্গিত করল স্লেড, উশারের উদ্দেশে জানতে চাইল: 'কী আছে এটায়, উইল?'

'আমি কীভাবে জানব? তবে আন্দাজ করতে পারি। হয়তো ত্রিশ হাজার ডলারের সোনা রয়েছে।'

'ত্রিশ হাজার? প্রয়োজনের সময় তোমার হাতের জিনিসটা দিয়ে ভেল্কি দেখাতে পারলেই হলো।'

'দরকার পড়বে না বোধহয়। আসলে, এই ট্রিপ নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না আমরা। অ্যাপাচিদের ভয়ে এমনিতে সরে গেছে লোকজন, আমার তো মনে হয় এই ট্রেইলে শুধু আমরাই চলছি।'

'পিউতে ওয়েল্‌সের এপাশে কথাটা খাটে,' একমত হলো স্লেড। 'কিন্তু

ওপাশের পাহাড়ে কিছু হোমস্টিডার রয়েছে। অ্যাপাচিদের ভয়ে সরে যাওয়ার বান্দা নয় ওরা।'

'ওদের নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই আমাদের।'

তা ঠিক, মনে মনে আওড়াল স্লেড। দৃষ্টি তুলে সামনের দিকে তাকাল সে। মেলপেই অঞ্চলের সবচেয়ে খারাপ অংশ পাড়ি দিচ্ছে ওরা। পুবের লোকজন একে বলে মরুভূমি। একেবারে ভুল বলে না তারা। এখান থেকে মেসা স্টেশন পর্যন্ত এক ফোঁটা পানি পাওয়া যাবে না। মাটি রুক্ষ, খটখটে, ফেটে চৌচির। দু'একটা ঝোপ বা গুল্ম জাতীয় গাছ যাও-বা জন্মেছে, ধুলোর আস্তর পড়ে জীর্ণ দশা ওগুলোর, প্রায় মৃত মনে হচ্ছে। রুক্ষ এবড়োখেবড়ো প্রান্তর। অসংখ্য ছোট ছোট রীজ, ঢেউ খেলানো ঊষর জমি। মাঝে মাঝে সরলরেখার মত মাইলের পর মাইল চলে গেছে ট্রেইল, কখনও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা বা রীজের মোড় ঘুরে বেরিয়ে এসেছে পাথুরে প্রান্তরে। চারদিকে ধু-ধু প্রান্তর; গুটিকয়েক মেস্কিট, সোপউইড আর নানা জাতের ক্যাকটাস রয়েছে। মেসক্যালেরো পর্বতশ্রেণীর চিরসবুজ এলাকা ছেড়ে কেন এখানে পড়ে আছে অ্যাপাচিরা? প্রশ্নটার উত্তর কখনও ভেবে পায়নি পিটার স্লেড।

'দারুণ গরম পড়বে,' বিড়বিড় করল উশার।

'পড়ুক।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল সে, তারপর নিজের মনে হেসে উঠল। সকাল থেকে মনটা কেন জানি ভাল ওর, সতেজ ফুরফুরে লাগছে। গত কয়েকটা দিন প্রায়ই অদ্ভুত ঝিমুনিতে আক্রান্ত হয়েছে, বারবার আচমকা সংবিৎ ফিরে পেত। কারণটা খুঁজে পায়নি। ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন ছিল ও, এবং দুর্বল এক মুহূর্তে ব্যাপারটা বলেও ফেলেছে স্ত্রীকে।

ভুল হয়ে গেছে। চাকুরি ছাড়ার সেই পুরানো কাসুন্দি নতুন করে তোলার অজুহাত পেয়ে গেছে লিলি। ওর ধারণা চাইলেই শহরে কোন কাজ খুঁজে পাবে স্লেড।

লিলি যতই আপত্তি করুক, কাজটা সে ছাড়বে না। শহুরে কাজে দম বন্ধ হয়ে আসে ওর। আজ সকালটা অন্যরকম মনে হচ্ছে–শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে না, তন্দ্রালু ভাবটাও নেই। ইন্ডিয়ান হামলার ভয়ও তাড়া করছে না ওকে। ওর যা দরকার–কোচের সবচেয়ে উঁচু আসনটা, পিঠে বাতাস আর সূর্যের খরতাপ, শৈল্পিক দক্ষতায় সামাল দেবে ঘোড়াগুলোকে; উন্মুক্ত প্রেয়ারির বাতাস···আহ্, কত উপভোগ্য আর আনন্দময়!

'যা, ব্যাটারা, ছুট্ ইচ্ছেমত!' সানন্দে হাঁক ছাড়ল পিটার স্লেড।

দুই

ইচ্ছেমত আসন পছন্দ করার সুযোগ হয়নি জন ক্যালকিনের। সবার শেষে উঠেছে বলে পিছনের সীটে দুই লোকের মাঝখানে বসতে হলো। ওর ডান দিকে বসেছে জিম বেনেট, আর বামে বসেছে ফ্রক কোটঅলা। উল্টোদিকে সেনাবাহিনী অফিসারের বউ, ফ্রক কোটের বিপরীতে বসেছে স্কুল মিস্ট্রেস। কাউবয়ের পোশাক পরা লোকটা, স্টেজে ওঠা তৃতীয় যাত্রী, বেনেটের মুখোমুখি বসেছে।

হেলান দিল জন, কোচের ঝাঁকুনির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে অন্য যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দিল। পিঠ টানটান করে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসেছে স্কুলটীচার; জানালা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও আগ্রহের সঙ্গে দেখছে সবকিছু—যাই চোখে পড়ুক। ব্যাপারটা দেখতে ভালই লাগল জনের, তবে মনে মনে না হেসে পারল না। বেশিক্ষণ লাগবে না, যাত্রার দুর্ভোগ বাড়া মাত্র সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে মেয়েটা, একসময় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

কোলে হাত গুটিয়ে বসে আছে অফিসারের বউ, মুষ্টিবদ্ধ হাতে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। প্রথম দেখায় সামান্য যে-ধারণা পেয়েছিল, এবার খুঁটিয়ে দেখার পর, পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল জন। দারুণ উদ্বিগ্ন মেয়েটি—কোন একটা ব্যাপারে হতাশ। প্রলাপ বকার মত অনবরত ঠোঁট নাড়ছে, যদিও শব্দ হচ্ছে না। চোখের চারপাশে লালচে আভা দেখে জন নিশ্চিত হয়ে গেল কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেছে মেয়েটা।

মেয়েটির পাশে বসা লোকটা ওরই বয়সী, কিংবা একটু বেশিও হতে পারে। রোদপোড়া মুখ, চেহারায় তীক্ষ্ণতা রয়েছে। মোটা, ঘন ভুরু। রেঞ্জের পোশাক লোকটার পরনে—বুট, বেগি ট্রাউজার, গলা-খোলা মোটা সুতির শার্ট এবং বহুল ব্যবহৃত কোট। বেনেট বা জনের মতই, হোলস্টারে পিস্তল বহন করছে সে।

বেনেট পুরোদস্তুর গরু ব্যবসায়ী, জনের ধারণা, আর ফ্রক কোট নির্ঘাত পেশাদার জুয়াড়ী। দামী শার্ট, কালো স্ট্রিং টাই, বাহারী ভেস্ট, ফ্রক কোট বা

বীভার হ্যাট–কোনটাই সাধারণ নয়। হাতের আঙুল ছুঁচাল, যত্নলালিত; মুখ যেন মুখোশ। জনের ধারণা লোকটার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, সহযাত্রীদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। ট্রেন বা স্টেজ যাত্রার সময় কাজটা বরাবরই করে ও, কে কেমন মানুষ–অনুমান করার চেষ্টা করে। সময় কাটানোর সফল উপায় বটে। মাঝে মধ্যে অবশ্য ভুল হয়ে যায়। কিন্তু বেশিরভাগ সময় ওর অনুমান সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। আবার এমনও হয়েছে যে অনুমান যাচাই করার সুযোগই হয়নি।

যাত্রার একঘেয়েমি কাটাতে অন্যের সঙ্গ প্রয়োজন হয় সবার, স্বভাবতই গল্প করতে শুরু করে। কেউ কেউ অবশ্য একেবারে আত্মকেন্দ্রিক, নিজেকে গুটিয়ে রাখে। যাত্রার শুরুতে যেমন আগন্তুক থাকে, তেমনি শেষেও স্রেফ অচেনা মানুষই থেকে যায়।

হঠাৎ নীরবতা ভাঙল মোটা ভুরুঅলা, অফিসারের স্ত্রীর দিকে আধ-পাক ঘুরল। 'চাইলে আমার কাঁধে মাথা রাখতে পারো, ম্যা'ম,' প্রস্তাব দিল সে। 'কিছু মনে করব না। গন্তব্যে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে।'

নিরুত্তর থাকল মেয়েটি। জনের সন্দেহ, মেয়েটি আদৌ একটা শব্দও শুনেছে কি না!

নাছোড়বান্দা লোক। 'সত্যি সত্যি বলেছি, ম্যা'ম, আমার কাঁধে মাথা রাখতে পারো বা চাইলে গায়ের সঙ্গে হেলানও দিতে পারো।'

উত্তর দিল না মেয়েটা।

গলা খাঁকারি দিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল জিম বেনেট। 'শুনলাম তোমাদের একজন স্কুলমার্ম। সত্যি নাকি, ম্যা'ম?'

পিঠ টানটান করে বসা মেয়েটা ফিরল বেনেটের দিকে। 'হ্যাঁ, আমি।'

'তোমার নাম?'

'মিস্ রুলিয়া হকিন্স। এবারের শীতে টুলারোসার স্কুলে পড়াব আমি।'

'ওখানেই থাকি আমি,' সোৎসাহে বলল বেনেট। 'দারুণ জায়গা! তবে একটা ব্যাপার আজও বুঝতে পারিনি। সবসময়ই মাস্টারের বদল হতে দেখছি। এর কোন মানে হয়? সম্ভবত অন্যদের মতই বছর খানেক ওখানে থাকবে তুমি, তারপর অন্য কোথাও চলে যাবে। কেন?'

স্মিত হাসল রুলিয়া হকিন্স, তবে হাসিটা চোখ স্পর্শ করল না। 'কঠিন প্রশ্ন করেছ, স্যার। তুমি কি গরুর ব্যবসা করো?'

'হ্যাঁ। আমার নাম জিম বেনেট।'

'বেশ, মি. বেনেট। আগামী জুন মাসে নিশ্চই বিক্রি করার মত কিছু গরু

হৃষ্টপুষ্ট হয়ে যাবে তোমার র‍্যাঞ্চে। তুমি কি ওগুলো বেচে দেবে নাকি ভাল দাম পাওয়ার জন্য রেখে দেবে?'

'ব্যাপারটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর, ম্যা'ম।'

'ধন্যবাদ। আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার–টুলারোসায় এক বছরের বেশি থাকি কি না সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর।'

মনে মনে একচোট হাসল জন। দেখল জুয়াড়ীর মুখও উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তবে উত্তরটা মোটেও পছন্দ হলো না জিম বেনেটের। 'ব্যাপারটা একই হলো কী করে?' নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইল সে। 'গরু ব্যবসা এক জিনিস, আর শিক্ষকতা আরেক জিনিস। ম্যা'ম, জীবনে কখনও স্কুলে যাইনি আমি। কিন্তু দেখো, শিক্ষা না পেয়েও আমার এই অবস্থা। একশো মাইলের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাথানটা আমার। আমার অধীনে পঞ্চাশজন ক্রু কাজ করে।'

'অভিনন্দন!' মৃদু স্বরে বলল রুলিয়া, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। মেয়েটির আড়ষ্ট, চেপে বসা চোয়াল নজর এড়াল না জনের। জেদী মেয়ে বটে! আনমনে ভাবল ও।

এত অল্পতে হাল ছাড়তে নারাজ র‍্যাঞ্চার। 'আমার র‍্যাঞ্চটা বেশ বড়ই। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সকাল-সন্ধ্যা হয়ে যায়। বহু লোকেরই জমি আছে, তবে জমি ব্যবহার করে ফল আদায় করা হচ্ছে আসল ব্যাপার।' রুলিয়ার অনীহা টের পেয়ে এবার হাল ছেড়ে দিল সে, মোটা ভুরুর উদ্দেশে বলল: 'তুমি কোন্ লাইনের লোক, মিস্টার? তোমাকে তো চিনি বলে মনে হচ্ছে না।'

মাথা নাড়ল সে। 'চেনার কথাও নয়, বেনেট। নামটা হচ্ছে ব্রুস শল্টো। ধরে নাও আমি একজন কাউহ্যান্ড।'

'তুমি আর ক্যালকিন,' বিতৃষ্ণ শোনাল বেনেটের কণ্ঠ। 'ত্রিশ পেরিয়েছ। ভেবে দেখেছ কোথায় তোমাদের অবস্থান? তোমাদের বয়সে ডজন খানেক লোক আমার অধীনে কাজ করত। আসলে ঠিকানা বা লক্ষ্য কোনটাই নেই তোমাদের।'

'লক্ষ্য আছে,' নিস্পৃহ স্বরে তর্ক করল শল্টো।

হিসাবী চাহনিতে কাউবয়কে মাপল বেনেট, তারপর শ্রাগ করল।

আসনে শরীর এলিয়ে দিল জন। হোলস্টারে পিস্তলের জন্য ঠিক সুবিধা হচ্ছে না, ঊরুর কাছে বেঢপ আকৃতি নিয়ে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। অবস্থান বদলাতে খানিক পাশ ফিরল ও, জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি

চালাল। একঘেয়ে পরিবেশ। ঊষর বিরান প্রান্তর। ঘোড়ার খুর আর চাকার ঘর্ষণে ধুলোর মেঘ উঠেছে, পাতলা পর্দার মত লাগাতার ঢেকে রেখেছে কোচটাকে। জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ছে ধুলো। চামড়ায় ধুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে যাত্রীরা।

অফিসারের স্ত্রীর আচমকা নড়াচড়া ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। ব্রুস শল্টোর হাঁটুর চাপ এড়াতে পাশে সরে বসল মেয়েটি। তীক্ষ্ণ চাহনিতে কাউবয়কে বিদ্ধ করল জন, কিন্তু লোকটার মধ্যে কোন বিকার দেখতে পেল না। এ-মুহূর্তে এবড়োখেবড়ো রাস্তা ধরে ছুটছে কোচ। ঝাঁকুনি এত বেশি যে শরীরের ভারসাম্য রাখতে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল যাত্রীরা। আসনের পিছনে একটা হাত তুলে দিল ব্রুস শল্টো। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল কোচ, তাল সামলাতে না পেরে তার গায়ের উপর পড়ল অফিসারের স্ত্রী। মেয়েটির কাঁধে হাত নামিয়ে আনল শল্টো।

'নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার দিকে নজর রাখব আমি, ম্যা'ম,' বলল সে।

সরে গেল মেয়েটি। 'দয়া করে ওই কাজটা আর কোরো না!'

'দেখো, ম্যা'ম,' প্রতিবাদে মুখর হলো কাউবয়। 'আমি স্রেফ সাহায্য করছি তোমাকে, আর কিছু তো নয়। যখনই কোচ ঝাঁকি খাবে...'

'মিস্,' মৃদু স্বরে মেয়েটির মনোযোগ আকর্ষণ করল জন। 'আমার বাম পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আসন পরিবর্তন করো, ম্যা'ম, তা হলে ঝাঁকির সময় জানালার কিনারা ধরে তাল সামলাতে পারবে। আমার তো মনে হয় ও কোন আপত্তি করবে না,' জুয়াড়ীর দিকে ফিরে বলল জন।

'সানন্দে,' দ্রুত জানিয়ে দিল জুয়াড়ী, তারপর মেয়েটিকে উৎসাহ দিতে ছোট্ট করে বো করল।

স্বস্তির সঙ্গে নড করল যুবতী। 'আমার নাম মিসেস রোজা ও'নীল,' *মিসেস* শব্দটার উপর জোর দিল সে। 'তোমাদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ।'

এখানেই চুকে গেল ব্যাপারটা। রোজা ও'নীল আর জুয়াড়ী আসন বদল করল পরস্পরের মধ্যে।

ব্রুস শল্টোকে দেখছে জন। ঘন ভুরু নেমে এসেছে দুই চোখের উপর, চোখে জ্বলন্ত চাহনি। দীর্ঘ আঙুলগুলো পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে, এতটা জোরে যে গাঁটগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে; তবে হোলস্টারের কাছাকাছি চলে গেলেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল সে।

'আমি তোমাকে শুধু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম,' বিড়বিড় করল সে।

বিবৃতির চেয়ে বরং ক্ষোভই প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। ফের শল্টোর

দিকে চলে গেল জনের মনোযোগ। লোকটার চোখে-মুখে চাপা রাগ ঠিকই ধরা পড়ল ওর অভিজ্ঞ চোখে, এবং বাড়তি আরও একটা ব্যাপার টের পেল। ক্রুস শল্টোর জায়গায় থাকলে অন্য যে-কেউ একই উপলব্ধি করত। তবে একমাত্র নেহাত বোকাই যাত্রী ভরা কোচে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু মোটেও বেকুব নয় শল্টো। হয়তো সত্যিই উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না তার, সাহায্য করতে চেয়েছিল রোজা ও নীলকে। আর ও, বোধহয় সময়ের আগেই লোকটা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।

হবে হয়তো, আনমনে ভাবল জন। টের পেল গরম রক্তপ্রবাহ বইছে ওর মুখে। *কিন্তু,* আত্মপক্ষ সমর্থন করল ও, *মেয়েটার আচরণে স্পষ্ট বিরক্তি আর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছিল…*

'ঘটনাটা মনে থাকবে আমার,' চাপা স্বরে বলল ক্রুস শল্টো।

চোখ পিটপিট করে বাস্তবে ফিরে এল জন, মুহূর্তে বিব্রত অবস্থা কাটিয়ে উঠল। তৃতীয়বারের মত কাউবয়ের কালো চোখজোড়া খুঁটিয়ে দেখল, বুঝতে পারল কোন অজুহাত বা ক্ষমাপ্রার্থনায় কিছু যাবে-আসবে না এখন। না চাইলেও একজন শত্রু তৈরি করেছে। বিপজ্জনক এবং কঠিন শত্রু।

'তোমার যা ইচ্ছে,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল ও, তারপর জানালার দিকে ফিরল। ধরে নিল ব্যাপারটা আপাতত চুকে গেছে। তবে ভুলটা ভাঙতে একটুও দেরি হলো না, কানের পাশে জিম বেনেটের কণ্ঠ শুনতে পেল।

'পাশে পাবে আমাকে,' ফিসফিস করল র‍্যাঞ্চার। 'মেসা স্টেশনে যখন পৌঁছব, তুমি আর আমি…'

'বাদ দাও,' বাধা দিল জন। 'ব্যাপারটা চুকে গেছে, বেনেট।'

মুখে যাই বলুক, আসলে ও নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান। যাত্রার আনন্দ ততক্ষণে মাটি হয়ে গেছে। সারা সকাল বোধহয় তেমন কোন কথাই হবে না যাত্রীদের মধ্যে। প্রায় সবাই অসুস্থ, ক্লান্ত বোধ করছে। পরিবেশে ঝামেলার সূক্ষ্ম আবহ থেকে গেল সারাক্ষণ, ধোঁয়ার মত ঘিরে থাকল ওদের; সহজে মিলিয়ে যায় না যেটা।

*

নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই মেসা স্টেশনে পৌঁছল স্টেজ। তখনও দুপুর হয়নি। একে একে নেমে এল যাত্রীরা, চেঁচিয়ে তাদের পরামর্শ দিল পিটার স্লেড।

'আধ-ঘণ্টার বিরতি। এক মিনিটও বেশি নয়। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও সবাই। প্রতি প্লেটের জন্য এক ডলার।'

হার্নেস থেকে ক্লান্ত মিউলগুলোকে ছাড়াচ্ছে দুই মেক্সিকান হসল্যার। কাজ শেষে রিলে টীমকে নিয়ে এল তারা, ঘোড়া বদল করল। এদের কাজ তদারক বা হার্নেস পরখ করা স্লেডের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, তবে তাই করল সে। বেশিরভাগ হসল্যার অলস বলে কারও উপর আস্থা নেই ওর। হার্নেসে গোলমাল বা অন্য কোন অসুবিধার জন্য বিকালের যাত্রা মাটি হোক, চায় না সে।

'তুমি আগে খেয়ে নাও, উইল,' শটগান গার্ডকে বলল সে। 'এক্সপ্রেস বক্সের দিকে নজর রাখব আমি।'

'দশ মিনিটের বেশি লাগবে না,' বলল উশার। লাফিয়ে মাটিতে নামল সে, চোখ কুঁচকে তাকাল স্টেশন-হাউসের দিকে, তারপর যাত্রীদের অনুসরণ করল।

ঘোড়া বদলের কাজ খুঁটিয়ে দেখল স্লেড। হার্নেস পরীক্ষা করল, কয়েক জায়গা ঠিকঠাক করল, প্রতিটি ঘোড়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জরিপ করল। এটা ওর বহুদিনের অভ্যাস। এতে হয়তো ঘোড়ার কাছ থেকে বাড়তি সেবা পাওয়া যায় না, তবে ওর ধারণা পশুগুলোর সঙ্গে কথাবার্তা বললে এরা স্বস্তি বোধ করে।

আসার পথে, মাঝ-সকালে একবার তন্দ্রালু ভাবটা এসেছিল। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, এ-থেকে নিজেকে ভড়কে যেতেও দেয়নি স্লেড। ঘটনাটা মনে পড়তে, কারণ হিসাবে চুপসে যাওয়া পেটকে দায়ী করল সে। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরপরই খেপে গিয়েছিল লিলি, চায়নি ট্রিপে আসুক সে। তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হলো। খেপে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে সে, নাস্তাও মুখে দেয়নি।

ঘটনাটা স্মরণ করল স্লেড, লিলিকে বলা কথাগুলো মনে পড়তে অনুতপ্ত হলো। এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি। লিলির সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে ওর, তিক্ততার স্থান কেবল এই একটা বিষয়ে, সেটাও ইদানীং হচ্ছে। চেনা-জানা অন্য দম্পতিদের চেয়ে পরস্পরের প্রতি ওদের আন্তরিকতা বা ভালবাসা বেশি, নিঃসঙ্কোচে দাবি করতে পারবে সে।

ধ্যেৎ, কাজ না করলে কি চলে পুরুষ মানুষের? এই সহজ ব্যাপারটা বোঝা উচিত লিলির।

তিক্ত স্মৃতি ভুলতে এক মেক্সিকানের সঙ্গে স্প্যানিশে কথা বলতে শুরু করল সে, জানতে চাইল মেসা স্টেশনের ধারে-কাছে কোন অ্যাপাচিকে দেখা গেছে কি না। উত্তরে মাথা নাড়ল লোকটা, অন্তত তার চোখে পড়েনি…

এবার ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল স্লেড।

মিনিট কয়েক পর ফিরে এল উইল উশার। স্টেশন-হাউসের দিকে এগোল পিটার স্লেড।

*

যাত্রীরা কোচ থেকে নামার পর জনকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল জিম বেনেট। 'শল্টোর সঙ্গে এখানেই বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত,' দৃঢ় স্বরে বলল সে। 'সবাই মিলে ওকে চেপে ধরলেই তো হয়?'

'বলেছি তো, ব্যাপারটা বাদ দাও।'

'এমন সিরিয়াস একটা বিষয় বাদ দিতে পারো না তুমি! এখানে হয়তো কিছু করার সাহস পাবে না শল্টো, কিন্তু সুযোগ পাওয়া মাত্র তোমার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরবে।'

'মনে হয় না।'

অন্যদের পিছন পিছন স্টেশন-হাউসের উদ্দেশে হাঁটছে ওরা। আচমকা থেমে গেল বেনেট, জনকেও থামতে বাধ্য করল।

'হয়েছে কী তোমার, ম্যান? ওকে ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'না।'

'তা হলে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলছ না কেন?'

'চুকিয়ে ফেলার মত ব্যাপার হলে তো! শল্টোর সঙ্গে কোন বিরোধ নেই আমার।'

হাত তুলে গলা কাটার ভঙ্গি করল বেনেট। 'সেক্ষেত্রে নেহাত বেকুব বলব তোমাকে। শল্টোর মত লোকের ধাত জানা আছে আমার। সামনাসামনি দাঁড়ানোর সাহস নেই, অথচ র‍্যাটলারের মত হিংস্র এবং বিপজ্জনক–সুযোগ পেলেই দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কথাটা জানিয়ে দেব ওকে। এও জানাব তোমার সঙ্গে আছি আমি, তা হলে হয়তো চৈতন্য হবে ব্যাটার।'

জনের উত্তর শোনার অপেক্ষায় থাকল না সে, হনহন করে হাঁটা ধরল বাড়ির উদ্দেশে। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে অন্যরা। চিন্তিত মনে র‍্যাঞ্চারের পিছু পিছু এগোল জন। গত কয়েক ঘণ্টা অস্বস্তিতে কেটেছে ওর, সারাক্ষণই ভাবছিল মেসা স্টেশনে বিরতির সময় কী ঘটতে পারে। ব্রুস শল্টো যদি সত্যিই ঝামেলা করতে চায়, এটাই মোক্ষম জায়গা। জিম বেনেটের সমর্থন দরকার হলেও, জন আশা করছে নিজের মনমত শল্টোকে থাকতে দেবে র‍্যাঞ্চার। সারা সকাল বিস্তর চিন্তা-ভাবনার সুযোগ পেয়েছে কাউবয়, হয়তো মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে তার…বেনেট যদি এখন তাকে উস্কে দেয়…

স্টেশন-হাউসে পা রাখল জন। প্রথমে পুরো কামরায় নজর চালাল। সাধারণত যা হয়–একটা কামরায় দীর্ঘ প্ল্যাঙ্ক-টেবিল বিছানো, দু'পাশে বেঞ্চ; একেবারে শেষের দিকে বার, কোণে ছোট্ট টেবিল ও তিনটা চেয়ার। ছিমছাম জৌলুসহীন কামরা। বাতাসে খাবারের গন্ধ আর উড়ন্ত মাছির ভনভন শব্দ। শটগান গার্ড, জুয়াড়ী এবং মেয়েরা টেবিলে বসেছে, এদিকে বারে চলে গেছে ব্রুস শল্টো। সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে জিম বেনেট।

মাঝ-পথে থেমে গেল র‍্যাঞ্চার, পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'শল্টো! কথা আছে তোমার সঙ্গে!'

চরকির মত ঘুরল লোকটা, হোলস্টারের কাছাকাছি চলে গেছে হাত। শেয়ালের ধূর্ততা তার চোখে, আড়ষ্ট হয়ে গেছে চোয়াল, মুখের রেখাগুলো কুৎসিত দেখাচ্ছে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে, হাতটা স্থির হয়ে গেল কোমরের পাশে। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বিড়বিড় করল কী যেন, কেউ শুনতে পেল না।

'হুইস্কির আশা বাদ দাও,' বলল জিম বেনেট। 'অনেকদূর যেতে হবে আমাদের। সঙ্গে দু'জন ভদ্রমহিলা আছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এরা। হুইস্কি দিয়ে পেট ভরলে হয়তো আরেকটা ভুল করে বসবে তুমি।'

'মাত্র দুই শট গিলেছি,' অস্বাভাবিক ক্ষীণ স্বরে বলল শল্টো।

'তাই যথেষ্ট। আমি এরইমধ্যে ভাবছি তোমাকে ছেঁটে ফেলা যায় কি না।'

'উঁহুঁ, সেটা করতে পারবে না তুমি,' প্রায় বুজে এসেছে শল্টোর কণ্ঠ। 'কারণ ভাড়া মিটিয়ে কোচে উঠেছি আমি।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'এরপর যদি কোন ঝামেলা করো, কোচ থেকে তোমাকে ছুঁড়ে ফেলব আমরা। সেটা যদি সবচেয়ে খারাপ জায়গায়ও হয়। এটা কিন্তু কথার কথা নয়।'

'ঝামেলা করার ইচ্ছে নেই আমার, মিস্টার।'

'না থাকলেই ভাল। তোমার উপর নজর রাখব আমি। যাও, টেবিলে গিয়ে বসে পড়ো। সময় শেষ হওয়ার আগেই খেয়ে নাও।'

দরজার চৌকাঠের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জন। ঘটনাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। স্খলিত পায়ে শল্টোকে টেবিলের দিকে এগোতে দেখার দৃশ্য বিহ্বল করে তুলল ওকে। মন খুঁতখুঁত করছে। উঁহুঁ, মিলছে না। বেনেটের ডাকে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শল্টো, পিস্তলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল হাত–নিপুণ ক্ষিপ্রতায়–অনায়াসে দ্রুতে হারিয়ে দিতে পারত

র‍্যাঞ্চারকে; কারণ গানবেল্টের উপরে, কোটের বোতাম আটকানো ছিল বেনেটের, চাইলেও দ্রুত ড্র করতে পারত না। এক ঘণ্টার অনুশীলনে যে-কোন বাচ্চাই তাকে হারিয়ে দিতে পারত। সেক্ষেত্রে, ব্রুস শল্টোর মত কঠিন চিড়িয়া কেন এমন ভেজা বিড়াল হয়ে যাবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামরার ভিতরে পা রাখল জন।

মেয়েদের পাশে টেবিলে বসল বেনেট। পিতৃসুলভ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে, মেয়েদের রক্ষা করার গুরুভার যেন তার একার; সারা মুখে নির্জলা স্বস্তি। জনের দিকে ফিরল যখন, চাপা উল্লাস প্রকাশ পেল চাহনিতে, না বলা কথাটা ছুঁড়ে দিল: *কেমন দেখলা?*

'দুশ্চিন্তার কিছু নেই আর,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'চলো, পেট পূজা সেরে নিই সবাই।'

*

বলতে গেলে কিছুই স্পর্শ করেনি রোজা ও'নীল, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে খাবারের দিকে। চোখ বুজে অদ্ভুত একটা খেলা শুরু করল ও। আগেও খেলাটা খেলেছে। বহুবার। প্রায় যাদুর মত বদলে গেল সবকিছু–স্টেশন-হাউসের নোংরা কামরা বদলে গিয়ে ওয়াশিংটনের বিলাসবহুল হোটেলের ডাইনিংরূম হয়ে গেল; শীর্ণ মেক্সিকান মহিলার বদলে পরিবেশনের দায়িত্বে থাকল কেতাদুরস্ত পোশাক পরা সুদর্শন ও চটপটে ওয়েটার, নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় অধীর, পাওয়া মাত্র তামিল করবে; অমসৃণ নোংরা প্ল্যাঙ্ক টেবিলটা হয়ে গেল অনেকগুলো ছোট ছোট টেবিল, প্রতিটিই সুদৃশ্য সাদা লিনেনে মোড়া। ঝকঝকে তৈজসপত্র, আলো ঝিলিক মারছে গ্লাসে, চকচক করছে বাসনকোসন; টেবিলের ঠিক মাঝখানে সেন্টারপিসে সতেজ ফুলের সমাহার! চারপাশের লোকজনও বদলে গেছে–পুরুষরা পরে আছে ঝলমলে ইউনিফর্ম বা নিভাঁজ পোশাক, ঝলমলে গাউন পরা মেয়েদের দেখাচ্ছে পরীর মত। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে নিচু লয়ের মিষ্টি সঙ্গীত, লোকজনের হাসির শব্দ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রোজা।

চোখ মেলে তাকাল ও। স্বপ্নটা ভোজবাজির মত উবে গেল! সস্তা একটা থালায় মামুলি খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। টিনের কাপে কফি। চারদিকে মাছি ভনভন করছে। হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল ও।

'কিছুই খাচ্ছ না তুমি,' পাশে বসা রুলিয়া গর্ডন সহানুভূতির সুরে বলল ওকে।

'খিদে পায়নি আমার,' বলল রোজা।

'কিন্তু কিছু একটা মুখে দেওয়া উচিত। দেখতে যত খারাপই হোক, খেতে খারাপ নয় খাবারটা। আমি নিজে খেয়েছি। অন্তত কফি খেতে পারো।'

কফির মগ তুলে নিল রোজা। একে তেতো, তায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। না খেলেই যেন ভাল ছিল। পাশ ফিরে মেয়েটির দিকে তাকাল ও। নামটা শুনেছিল, কিন্তু এখন আর মনে পড়ছে না। 'কোচে থাকার সময় তেমন মনোযোগ ছিল না আমার,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'স্কুলে পড়াও তুমি, তাই বলেছ না?'

'হ্যাঁ। আমি রুলিয়া গর্ডন। রুলি বলে ডেকো আমাকে।'

'আমি রোজা ও'নীল।'

'বাড়ি যাচ্ছ?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল রোজা। 'হ্যাঁ···বাড়িতে···ওয়াশিংটনে। আমার স্বামী সেনাবাহিনীতে আছে।'

'স্টেশন হিসাবে ওয়াশিংটনে থাকতে নিশ্চই দারুণ লাগে তোমার?'

'জ্যাক অবশ্য এখন আর নেই ওখানে। তবে শিগ্‌গিরই, হয়তো যে-কোন দিন ওয়াশিংটনে বদলি হয়ে যাবে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রোজা, বহু কষ্টে কান্না চেপে রেখেছে। *হয়তো যে-কোন দিন ওয়াশিংটনে বদলি হয়ে যাবে ও*, মনে মনে পুনরাবৃত্তি করল। কথাটা বিশ্বাস করার ভান করলেও জানে যে এসময়ে বদলি নেবে না জ্যাক। অসম্ভব জেদী সে···

অথচ দাম্পত্য জীবনের শুরুটা অপূর্ব কেটেছে ওদের। জ্যাক আর ওর সম্পর্ক—দু'জন নর-নারীর পক্ষে যতটা আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব, তাই হয়েছে। পুরো পাঁচটা বছর এমনই ছিল। গেল বছর সত্যিকার সমস্যার শুরু হলো। পশ্চিমে আসার পর। ক্যামেরনের প্রত্যন্ত পোস্টটাকে রীতিমত ঘৃণা করে রোজা, ইন্ডিয়ানদের খোঁজে জ্যাকের বেরিয়ে যাওয়ার সময়টা দুঃসহ কাটে ওর, অথচ প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে সৈন্যরা। গ্রীষ্মে এখানকার বাতাস গরম, বাতাসে ধুলো ও প্রচণ্ড উত্তাপ। আর শীতে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ে। পরস্পরের আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ নেই ওদের, কিন্তু প্রত্যন্ত এই পোস্টে···

'কোন কারণে বোধহয় মন খারাপ তোমার,' বলল রুলিয়া। 'সাহায্য লাগলে বলতে দ্বিধা কোরো না।'

'ধন্যবাদ। তোমার কিছু করার নেই। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে

আমার।'

'সব সিদ্ধান্ত যদি সহজ হত, তা হলে কখনোই জ্ঞানে বা বয়সে পরিপক্ব হত না মানুষ।'

ক্ষীণ নড করল রোজা, রুলিয়ার কথায় কিছুটা হলেও উৎসাহ বোধ করছে। সকালে, কোচে চড়তে ক্যামেরনে আসার পথে একবার ফিরে যেতে চেয়েছিল। তারপর, মনে মনে আশা করেছে হয়তো টিকেট পাবে না; কিন্তু ছিল একটা, সেটাই কিনেছে। আর এখন, মেসা স্টেশন থেকে ফিরতি পথে যদি কোন স্টেজ থাকত, ক্যামেরনে ফিরে যাওয়ার লোভ সামলাতে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত ওর। কিন্তু এমন কোন স্টেজ নেই।

এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে।

চোখ পিটপিট করে কান্না রোধ করার প্রয়াস পেল ও। অন্যদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গেছে, বলতে গেলে কারও দিকে মনোযোগ নেই ওর। ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ বুজল রোজা, জ্যাকের সঙ্গে ঝগড়ার সময় বলা কথাগুলো স্মরণ করল। এই তো, কাল রাতের ঘটনা। পুরো এক সপ্তাহ পেট্রল বাহিনীর প্রধান হিসাবে বাইরে ছিল সে, ফিরে এল ক্লান্ত পর্যুদস্ত হয়ে, পোশাক নোংরা ও মলিন হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেই ওয়াশিংটনে বদলির খবর পেয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সে, বিস্ময়ের জায়গা নিল প্রচণ্ড রাগ আর ক্ষোভ। নিজের অজান্তে প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল। অনুমান করতে পেরেছে যে বদলির ব্যবস্থা আসলে করেছে রোজার বাবা, সিনেটর প্যাট্রিক উইলফোর্ড। সক্ষোভে ঘোষণা করে: বদলি তো গ্রহণ করবেই না, বরং চাকুরি থেকে ইস্তফা দেবে। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলেছে জ্যাক, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটনে ডেস্ক আঁকড়ে থাকা একজন সৈনিক হওয়ার ইচ্ছে নেই তার...

'আর পাঁচ মিনিট, লেডিজ,' দরজার কাছ থেকে ঘোষণা করল পিটার শ্লেড। 'তারপরই যাত্রা করব আমরা।'

'দেরি হবে না আমাদের,' বলল রুলিয়া।

ভিতরের কামরায় ঢুকল মেয়েরা। ব্রুস শল্টোকে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অজান্তে ভুরু কোঁচকাল রোজা। সকালে বোধহয় একটু বেশিই ভড়কে গিয়েছিল ও, অতটা সন্ত্রস্ত না হলেও চলত। ঘটনার কারণে যাত্রার আনন্দ মাটি হয়ে গিয়েছিল সবার। আসলে...সবকিছুই রুক্ষ পশ্চিমের বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ঘটনা, কিন্তু নিরেট বাস্তব।

সঙ্কল্পে পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ওর ঠোঁটজোড়া। মনোবল ধরে রাখতে হবে, পরিকল্পনা বদল করা যাবে না, কোন অবস্থাতেই নয়।

ওয়াশিংটনে বদলির সুযোগ গ্রহণ করার সময় শেষ হয়ে যায়নি, ঠিকই রাজি হবে জ্যাক, এবং ওর পিছু নিয়ে ওয়াশিংটনেও চলে যাবে। কারণ ওকে ভালবাসে সে। ওকে দরকার তার। অমন নির্জন জঘন্য একটা জায়গায় ওকে ছাড়া থাকবে জ্যাক, চিন্তাটাই অসম্ভব মনে হচ্ছে রোজার কাছে, অর্ধনগ্ন আধ-বেলা খেয়ে অভ্যস্ত ইন্ডিয়ানদের তাড়া করে বেড়াবে সে, যাদের দেখে যোদ্ধা নয় বরং অপুষ্ট বাচ্চা মনে হয়!

ধীর পায়ে স্টেজকোচের দিকে এগোল ও। টুলারোসা ওর আপাত গন্তব্য। ওখান থেকে আরেক স্টেজ ধরে দক্ষিণে রেলরোডের কাছে পৌঁছে যাবে। ট্রেনে করে এরপর ওয়াশিংটনে যাবে। বাবা নিশ্চই ওকে দেখে দারুণ খুশি হবে। তাকে দেখেও ভাল লাগবে রোজার। কিন্তু যে-কোন কিছুর চেয়ে যেটা বেশি আনন্দময় হবে–আবারও ওয়াশিংটনের বিলাসী, আয়েশী জীবনে অভ্যস্ত হওয়া–ভদ্র মানুষের সভ্য সমাজের একজন হবে ও।

অজান্তে মুঠি হয়ে গেল ওর দু'হাত, ফ্যাকাসে হয়ে গেল গাঁটগুলো। নিজেকে সাহস দিতে আনমনে হাসল রোজা ও'নীল।

তিন

করালের সবচেয়ে নীচের রেইলে এক পা আটকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যালকিন, উপরের রেইলে কনুইয়ের ভর রেখে স্টেশন-হাউসের দিকে তাকাল। খাওয়াটা মন্দ হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার যাত্রা করবে স্টেজ।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল জুয়াড়ী। কালো একটা চুরুট অফার করল।

'অভ্যস্ত নই,' বলল জন। 'সিগারেটই পছন্দ করি। নাম কী তোমার?'

'মার্টি কর্ড।'

সকৌতূহলে তাকে দেখল জন। 'মানুষ জুয়াড়ী হয় কেন, বলো তো?'

নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে শ্রাগ করল কর্ড। 'কঠিন প্রশ্ন। আমার ধারণা, বেশিরভাগ মানুষ আনন্দ বা উত্তেজনার টানে জুয়াড়ী হয়। অন্যের সঙ্গে বুদ্ধির দৌড়ে জয়ী হওয়া সত্যি উপভোগ্য ব্যাপার। নেশার মত হয়ে দাঁড়ায় এটা।'

'কতটা দক্ষ তুমি?'

'আমার চেয়ে ঢের চালু লোক আছে।'

'ফেয়ার খেলো?'

সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাস্‌ল কর্ড। 'মারাত্মক প্রশ্ন! দু'তরফাই খেলি আমি—ফেয়ার এবং আন-ফেয়ার। সাধারণ খেলায় যে-কোন জুয়াড়ীই ন্যায্য ভাবে খেলে জিততে পারে, কারণ সে পেশাদার; কিন্তু ভাগ্য যখন মন্দ হয় বা তার চেয়ে সেয়ানা লোকের মুখোমুখি হয় কিংবা যদি অন্য কেউ চুরি করতে থাকে, তখন অসৎভাবে না খেলে উপায় থাকে না। পেশাদার অথচ সবসময় সৎ, এমন জুয়াড়ী টিকে থাকতে পারে না। শুনেছ বোধহয়, ক্যামেরনের শেরিফের তাগাদায় স্টেজকোচে উঠেছি আমি?'

'শুনিনি। কারণটা কী?'

'ঝামেলার শুরু আসলে সান্তা ফে থেকে। জোচ্চোরদের একটা দল ছিল ওখানে। দারুণ ধূর্ত সবাই। আমিও চালাকি করলাম। অন্য একজনের সঙ্গে পার্টনারশীপে গেলাম। এক রাতে ওদের কাছ থেকে প্রায় দশ হাজার ডলার জিতে নিলাম। তবে সরাসরি আমি জিতিনি। কৌশলে পার্টনারকে জিতিয়ে দিয়েছি, যাতে ওরা কোন সন্দেহ না করে। কথা ছিল টাকাটা পরে ভাগাভাগি হবে। কিন্তু টাকা হারিয়ে খেপে গেল ওরা, প্রথমেই আমার পার্টনারকে খুন করে ফেলল। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্যামেরনের স্টেজে উঠে পড়লাম।

'ক্যামেরনে এসে নতুনভাবে শুরু করতে হলো। হাতে টাকা ছিল না, তাই সৎভাবে খেলার উপায়ও থাকল না। শেরিফ সন্দেহ করে বসল, তবে মানুষটা সে মন্দ নয়। নির্দেশ দিল শহর ছেড়ে চলে যেতে। তো, চলে এলাম আমি। নীরস গল্প, তাই না?'

'টুলারোসায় কী করবে?'

'যা করি সবসময়। তবে পকেটে টাকা আছে এবার। এমন জায়গায় রেখেছিলাম যে খুঁজে পায়নি শেরিফ।'

সিগারেট রোল করে ধরাল জন। 'কী মনে হয় তোমার, আমার সঙ্গে সুবিধা করতে পারবে?'

'খুব সতর্ক তুমি। হয়তো হারাতে পারব তোমাকে, তবে বেশি নয়। ভরাডুবি হওয়ার আগেই খেলা ছেড়ে দেবে তুমি।'

'আর বেনেট?'

'হুজুগে মানুষ ও। অনায়াসে ওকে ফতুর করতে পারব।'

'ক্রুস শল্টো?'

'ওর সঙ্গে খেলতে গেলে সতর্ক থাকতে হবে। হারলেই সন্দেহ করবে

সে, চুরির অভিযোগ করবে। জিতলে উল্লসিত হবে। সম্ভবত খেলোয়াড় হিসাবে বেপরোয়া ও, প্রতি পটে খেলতে চাইবে। ওর কাছ থেকে টাকা খসানো সহজ হবে, কিন্তু ব্যাপারটা শেষমেষ হয়তো স্বাস্থ্যকর হবে না।'

তীক্ষ্ণ চোখে জুয়াড়ীকে দেখল জন। 'মেয়েদের ব্যাপারে তোমার অনুমান কেমন?'

হেসে উঠল কর্ড। 'যে-কেউ পারবে। কখনও কখনও ভুল হয়, তবে অনুমান তো করাই যায়। কারও মুখের ভাবান্তর দেখলে, কথাবার্তা শুনলে বা আচরণ খেয়াল করলে লোকটার চরিত্র বা ধাত সম্পর্কে আগাম বলে দেওয়া সম্ভব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা সত্যি হয়। আমাদের সঙ্গের দুই লেডির কথাই ধরো। মিসেস ও'নীল কোন একটা ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, দ্বিধান্বিত এবং শঙ্কিত। নিজের সঙ্গে লড়াই করছে ও। স্কুলটীচার নিজেকে খোলসের মধ্যে ভরে রেখেছে। ওর ধাত বুঝতে হলে আগে খোলসটা ভাঙতে হবে তোমার।'

'আমরা সবাই খোলসের ভিতরে বাস করি।'

'কঠিন দুনিয়ায় এটাই স্বাভাবিক। ঠেকায় পড়ে খোলস গ্রহণ করে সবাই, তবে মাঝে মধ্যে খোলস ছেড়ে বেরিয়েও আসে। যাক্‌গে, যাত্রার সময় হয়ে গেছে।'

নড করল জন, সিগারেট শেষ করে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিল।

*

মেসা স্টেশন পিছনে ফেলে এগিয়ে চলছে স্টেজ, কিন্তু রুক্ষ প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি। প্রচণ্ড গরম পড়ছে। এক ফোঁটা বাতাস বইছে না। সেই সঙ্গে চলছে ধুলোর অত্যাচার। গলা খরখরে হয়ে গেছে যাত্রীদের, ধুলোয় চোখ জ্বালা করছে।

আসন বিন্যাসে পরিবর্তন হয়েছে কিছুটা, আংশিক কাকতালীয়ভাবে, আংশিক মৌন সম্মতিতে। দুই মহিলার সঙ্গে পিছনের আসনে বসেছে জন। শল্টো, কর্ড এবং বেনেট বসেছে সামনের সীটে। দুই মহিলা নিজেদের মধ্যে আলাপ করল কিছুক্ষণ, মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে যোগ দিল র‍্যাপ্গার। একসময় নীরব হয়ে গেল প্রত্যেকে। আলাপে অনীহা এসে গেছে।

বিকালে, ঝুঁকে জনের হাঁটু স্পর্শ করল জিম বেনেট। 'জানালা দিয়ে দেখো তো। সামনে। পাহাড় দেখা যাচ্ছে?'

'দিগন্তে গাঢ় নিচু একটা রীজ তো?'

'হ্যাঁ। পিউতে হিল্‌স। যত কাছে যাব, আকার তত বড় হবে। তবে অত উঁচুও নয়। মেলপেই অঞ্চলের পশ্চিম কিনারে পিউতে হিল্‌সের অবস্থান।

পানি পাওয়া যাবে ওখানে। কিছু কিছু উপত্যকায় বসতি করেছে লোকজন। হোমস্টিড্রার। পিউতে ওয়েল্স পেরিয়ে পাহাড়ের মোড় ঘুরে টুলারোসার দিকে যাব আমরা। ছয় ঘণ্টা লাগবে পৌছতে।'

'পিউতে ওয়েল্স স্টেশনটা কোথায়?'

'পাহাড়ের লাগোয়া ট্রেইল ধরে কয়েক মাইল যাওয়ার পর পৌছব। মেলপেই অঞ্চলে নিচু একটা বেসিনে ওটার অবস্থান। শুধু ওই কারণে অমন নাম। প্রাকৃতিক কূপ আছে ওখানে। বেশ গভীর। পানিটা ঠাণ্ডা, এমন সুপেয় পানি খুব কমই দেখা যায়। বিশ্রামও নেওয়া যাবে ওখানে।'

'ইন্ডিয়ানরা থাকে না ওদিকে?' জানতে চাইল রুলিয়া।

'আগে থাকত। কয়েক বছর আগে রিজার্ভেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের। বুড়ো এক ট্র্যাপার থাকত ওখানে। এক ইন্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিল। লোকটার নাম পিয়েরে আরমান্ড। চিনতাম ওকে। দারুণ সাহসী। কূপ আর বউকে ছাড়া কাউকে পছন্দ করত না। চিরিকাহুয়া অ্যাপাচি জাতের মেয়ে। দেখতে কুৎসিত। তবে আরমান্ডের চেহারাও সুবিধার ছিল না। বউ মারা যাওয়ার পর ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বেশ ঝামেলায় পড়েছিল সে, প্রায় খুনই হয়ে যাচ্ছিল, মাটি কামড়ে পড়ে থাকল বসতিতে। বাড়িটাকে দুর্গের মত তৈরি করে ফেলে সে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওখানেই থাকত।'

এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ধরে এগোচ্ছে কোচ, সমানে লাফাচ্ছে। লাগাতার ঝাঁকুনি বাড়তি দুর্ভোগ নিয়ে এল যাত্রীদের জন্য। আচমকা মোড় নেওয়ায় জনের উপর ঢলে পড়ল রোজা ও'নীল। হাত বাড়িয়ে তাকে সাহায্য করল জন, সিধে হয়ে বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনা করল যুবতী। ব্রুস শল্টোর জন্য হয়তো হাসার মত উপলক্ষ ছিল ঘটনাটা, কিন্তু কোন দিকে মনোযোগ নেই তার; সারা বিকাল জানালা-পথে তাকিয়ে আছে। কী দেখছে বা মনে মনে কী ভাবছে, কেবল সে-ই জানে।

'ওয়েল্সে পৌছতে আরও দুই ঘণ্টা,' অনুমান করল বেনেট। 'সাপারের জন্য থামবে স্টেজ, ওখান থেকে টুলারোসা যেতে ছয় ঘণ্টা লাগবে।'

শেষ দুই ঘণ্টা যেন শেষ হওয়ার নয়। উত্তাপ এতটুকু কমেনি, রাস্তাও এবড়োখেবড়ো। কিন্তু শেষপর্যন্ত অগভীর বেসিনে পৌছল স্টেজ, বাঁক নিতে দূরে প্রশান্তি বিলানো গাছের ছায়ায় কূপগুলো চোখে পড়ল। আরও সামনে, নিঃসঙ্গ, নির্জন স্টেজলাইন স্টেশন হিসাবে গুটিকয়েক দালান দাঁড়িয়ে আছে। কোচ কাছাকাছি যেতে, মূল দালান থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নেড়েই ভিতরে সেঁধিয়ে গেল।

'আরও সিকি মাইল,' বিড়বিড় করল জন। 'তারপর সত্যি সত্যি স্টেশনে পৌছব।' শরীর টান-টান করে আড়মোড়া ভাঙল, আনমনে ভাবছে স্টেজ ছেড়ে নীচে নেমে হাঁটতে কতটা ভাল লাগবে। হাত-পা খানিক নেড়ে মাংসপেশিকে শিথিল করার আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল। আড়ষ্টতা সরে গেল পেশি থেকে, পেটে জমা হলো সব। জনের মনে হলো যেন ভারী একটা পাথর চেপে বসেছে সেখানে।

ঠিক উল্টোদিকে, নিজের আসনে শরীর আধ-পাক ঘুরিয়ে নিয়েছে ব্রুস শল্টো, হাতে জোড়া পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। একটা জনের বুক বরাবর স্থির, অন্যটায় বেনেট ও কর্ডকে কাভার করেছে। কাউবয়ের আচরণ বা অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চাহনিতে চাপা ধূর্ততা ফিরে এসেছে, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, চোখ সরু হয়ে গেছে, চাপা বিদ্বেষে জ্বলছে।

'চুপচাপ বসে থাকো,' নির্দেশ দিল শল্টো। 'হাতগুলো আমার চোখের সামনে রাখো, আর এক চুল নড়বে না কেউ!'

মুখ হাঁ হয়ে আছে বেনেটের, ঝুলে গেছে চোয়াল, চরম অবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে দুই চোখে। ধীরে ধীরে মুখটা বন্ধ করল সে, বলল: 'আস্ত বেকুব তুমি! পিস্তল দুটো সরিয়ে রাখো।'

তাচ্ছিল্যের হাসি ছুঁড়ে দিল শল্টো। 'যা বলছি করো, নইলে তোমার পেট ফুটো করে ফেলব। দু'এক মিনিটের মধ্যে স্টেশনে পৌছে যাব আমরা। সবাই যার যার আসনে বসে থাকবে, প্রত্যেকে, টুঁ শব্দ করবে না। ওখানে হয়তো সামান্য গোলাগুলি হবে, কিন্তু তোমাদের তাতে কিছু যায়-আসে না, সুতরাং কেউ মাথা ঘামাতে যেয়ো না। পরিষ্কার?'

ঊরুতে হোলস্টার ভরা পিস্তলের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে জন, কিন্তু ড্র করার চেষ্টায় গেল না। চোখের কোণ দিয়ে অন্য যাত্রীদের দেখল। এখনও ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি জিম বেনেট, চোখে অবিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা ভীতিও দেখা যাচ্ছে। মুহূর্ত খানেকের জন্য যাও বা বিকার দেখা গিয়েছিল, পুনরায় পেশাদার পোকার খেলোয়াড়দের মত ভাবলেশহীন হয়ে গেছে কর্ডের মুখ। জড়োসড়ো হয়ে বসেছে রোজা ও'নীল, আয়ত চোখ বিস্ফারিত, আসনের কুশন এত জোরে চেপে ধরেছে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সবক'টা আঙুল। ভুরু কুঁচকে ব্রুস শল্টোর দিকে তাকিয়ে আছে রুলিয়া গর্ডন, যেন অবাধ্য কোন ছাত্রকে দেখছে। ভয়ের সামান্য নমুনাও দেখা গেল না মেয়েটির মুখে, বরং যেন শল্টোর উপর বিরক্ত, ক্ষুব্ধ।

কোচ এগিয়ে চলেছে। নিকট ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, অনুমান করার

প্রয়াস পেল জন। কোচ স্টেশনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি আশা করছে ব্রুস শল্টো, কারণটা হতে পারে–স্টেজ ওয়েল্সে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে লুটপাটের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা আছে। *হ্যাঁ, এমন কিছুই হবে*, প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেল জন। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, ঠায় বসে থেকে সবকিছু ঘটতে দেখতে হবে ওকে!

*

চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল পিটার স্লেড।

সূর্য ডুবতে আরও অন্তত দুই ঘণ্টা বাকি, আর পুরোপুরি অন্ধকার হতে প্রায় তিন ঘণ্টা। ভালই এগিয়েছে ওরা। রাতের মধ্যে টুলারোসায় পৌঁছে যাবে, তবে পৌঁছা উচিত কি না বুঝতে পারছে না সে। মাইল কয়েক পিছনে একবার সেই আচ্ছন্নতার শিকার হয়েছিল, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বুকে লাগাতার ভীষণ ব্যথা অনুভব করেছে, বুকের আড়াআড়ি যেন কষে বাঁধ দিয়েছে কেউ; বাম বাহু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল ব্যথাটা। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ব্যথাটা, আচ্ছন্নতাও কেটে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

কিন্তু দুশ্চিন্তার ব্যাপার–সাময়িক অসুস্থতার পরিণতিতে নিজেকে দুর্বল, পর্যুদস্ত, ক্লান্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন আবিষ্কার করল স্লেড। টুলারোসা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে কি না, সন্দেহ চেপে বসল মনে; হয়তো আবারও অসুখটা চেপে ধরবে ওকে। তখন যদি পাহাড়ী এলাকায় থাকে ওরা, কিংবা তীক্ষ্ণ কোন মোড় ঘুরতে থাকে...

'স্টেশনে তোমার উদ্দেশে হাত নাড়ছে কেউ,' বলল শটগান গার্ড উইল উশার।

সেদিকে নজর চালাল স্লেড। লোকটাকে চিনতে পারল না, তবে এতে কিছু বোঝাও যায় না। স্টেশন এজেন্ট টেড ওয়ালেসের ভাড়া করা নতুন কোন ক্রু হতে পারে।

'রাতে কি বিশ্রাম নিতে পারব?' জানতে চাইল উশার।

'মনে হয়,' বিড়বিড় করল ড্রাইভার।

'বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হত,' স্বস্তির সুরে বলল উশার, যেন বিশ্রাম নেওয়ার চিন্তাটা উপভোগ্য মনে হচ্ছে তার কাছে। 'স্টেশনটা মোটামুটি নিরাপদ। ছয়জন মানুষের বিরুদ্ধে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। বছর খানেক আগে একবার ঝামেলা হয়েছিল, মনে আছে তোমার?'

প্রসঙ্গটা স্লেডকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করল।

'রাতটা তা হলে এখানেই কাটাব আমরা। টেরিটরির সেরা কফি তৈরি

করে মার্থা ওয়ালেস। সকালে নাস্তাটাও মন্দ লাগবে না।'

গড়িয়ে গড়িয়ে আঙিনায় প্রবেশ করল কোচ। উঠে দাঁড়াল পিটার স্লেড, হাতের লাগাম টান-টান হয়ে গেছে, কিছুটা পিছনে ঝুঁকে পড়ল সে। 'থাম্, থাম্ এবার! জায়গামত পৌঁছে গেছি। এবার বিশ্রাম নেওয়ার...'

রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন ভেসে এল। অদ্ভুত একটা শব্দ করল উইল উশার, যেন ফুঁপিয়ে উঠেছে।

'পিট! সাবধান! ওরা...'

টলে উঠল স্লেডের দেহ, যেন পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। জোর করে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল সে, বুটের উপর হামলে পড়ল দেহটা।

ঝট করে স্টেশন-হাউসের দিকে তাকাল পিটার স্লেড। কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে বাইরে, এদের কাউকে চেনে না সে। সবার হাতে রাইফেল। দু'জন লাগাতার গুলি করছে ওদের উদ্দেশে। ওর কানের পাশ দিয়ে শিস তুলে চলে গেল তপ্ত সীসা। হাত থেকে লাগাম ছেড়ে দিল ড্রাইভার, ঝটিতি ডান হাত থেকে দস্তানা খুলে, হাত বাড়াল হোলস্টারে। তখনই দ্বিতীয় গুলি আঘাত করল তাকে। বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করল স্লেড, আগের চেয়ে অনেক তীব্র আর আকস্মিক এই ব্যথাটা। মুহূর্তে আচ্ছন্নতা গ্রাস করল তাকে, পিস্তলের সাইট অস্পষ্ট হয়ে গেল। পাশ ফিরল সে, দেহের ভারসাম্য হারিয়েছে, তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল। ঝপ করে নেমে এল কালিগোলা অন্ধকার। স্বস্তিকর অন্ধকার, কারণ তীব্র ব্যথা নিমেষে উধাও হয়ে গেছে; সমস্ত সচেতনতার ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে।

চার

কোচের জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল জন ক্যালকিন, চারজন লোককে স্টেশন-হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। একটু পর দেখা গেল অস্ত্র ব্যবহার করতেও দ্বিধা করছে না কেউ, কোচের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসা ড্রাইভার আর শটগান গার্ড ধরাশায়ী হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কেউ যদি পাল্টা গুলি করেও থাকে, শুনতে পায়নি জন।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। এর অর্থ একটাই: ড্রাইভার এবং গার্ড ধরাশায়ী হয়েছে অথবা আত্মসমর্পণ করেছে।

ব্রুস শল্টোর দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল জন। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে লোকটাকে। এক চুল নড়েনি হাতের পিস্তল, কিন্তু ঘামের বিন্দু জমা হয়েছে কপালের পাশে, গড়িয়ে মুখের কোণে নেমে এল। গোলাগুলি থেমে যেতে, জনকে উদ্দেশ করে সে বলল: 'হচ্ছে কী ওখানে?' সামনের আসনে বসায় আঙিনার নাটক সে দেখতে পায়নি।

'তুমি যেমন আশা করেছ,' নির্বিকার স্বরে উত্তর দিল জন।

'শল্টো!' বাইরে থেকে ডাকল কেউ। 'ব্রুস শল্টো?'

'এখানে চলে এসো, বেমিস!' স্বস্তির সুরে সাড়া দিল শল্টো।

কোচের দিকে এগিয়ে এল চারজন, সবার হাতে রাইফেল। সতর্ক ভঙ্গি। হতচকিত অবস্থার মধ্যেও, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো জোড়া লাগাল জন। এরা আসলে আউটল, সম্ভবত এক্সপ্রেস বক্সের সোনাগুলোই এদের লক্ষ্য। চারজন আগেই এখানে এসে স্টেশন দখল করে নিয়েছে, স্টেশন এজেন্ট এবং হসল্যারকে বন্দি করেছে বা মেরে ফেলেছে। ব্রুস শল্টো এদেরই একজন। ক্যামেরন থেকে সাধারণ যাত্রী বেশে স্টেজে চড়েছে সে, যাতে অন্য যাত্রীরা ওদের পরিকল্পনা বানচাল করতে না পারে। সুচারুভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে শল্টো। মিনিট কয়েকের মধ্যে সোনা নিয়ে কেটে পড়তে পারবে ওরা।

স্টেজকোচের দরজার কাছাকাছি একত্রিত হলো চার আউটল।

'ভিতরে কারা, ব্রুস?'

'সবকটাকে বের করছি,' জবাব দিল শল্টো। 'আগে পুরুষরা বেরোবে। ওদের নিরস্ত্র করে এক লাইনে দাঁড় করাও।' জনের দিকে ফিরল সে। 'আগে তুমি।'

হাত বাড়িয়ে দরজা খুলল জন। কোচ থেকে নেমে মাটিতে পা রাখল ও, মাথার উপর দু'হাত তুলে রেখেছে। আউটলদের একজন ওর পিস্তল দুটো কেড়ে নিল, সারা দেহে তল্লাশি চালাল লুকানো অস্ত্রের খোঁজে, তারপর কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল: 'সামনে চলে যাও! হাত তুলে রেখো, চান্দু!'

সরে দাঁড়াল জন, হাত উঁচু এখনও, ঘাড় ফিরিয়ে ড্রাইভারের সীটের দিকে তাকাল। বুটে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে শটগান গার্ড, দেহের অর্ধেক ঝুঁকে পড়েছে বাইরে। হাত-পা ছড়ানো, দেখে মনে হচ্ছে মৃত। প্রথমে দেখতে না পেলেও, একটু পর কোচের ওপাশে পিটার স্লেডকে দেখতে পেল

জন। পাশ ফিরে পড়ে আছে সে, বুকের কাছে শার্টটা রক্তে সয়লাব। হয় গুরুতর আহত হয়েছে, কিংবা মৃত।

স্টেজ থেকে নেমে এল জিম বেনেট।

'পার পাবে না কেউ,' বিষোদ্গার করল সে। 'কোন মতেই না! কোন সম্ভাবনাই নেই তোমাদের।'

'ব্যাটাকে একটু ধোলাই দেব, ব্রুস?' জানতে চাইল এক আউটল।

'না। ওই কাজটা আমার জন্য থাক, বেমিস।'

বেমিস লোকটা দীর্ঘ, শীর্ণদেহী। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে। অন্যদের চেয়ে বয়স্ক, পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স। মুখে অসংখ্য বলিরেখা, টান-টান ত্বক, তীক্ষ্ণ নীল চোখ, ধূসর চুল। হাত বাড়িয়ে বেনেটের হোলস্টার খালি করল সে, তালাশ করল র‍্যাঞ্চারের দেহ, তারপর তাকে ঠেলে দিল জনের দিকে।

'সন্ধ্যার আগেই মরবে তোমরা!' খেপা সুরে ঘোষণা দিল র‍্যাঞ্চার।

'চাপাবাজি বন্ধ না করলে এখনই মরবে তুমি,' মৃদু স্বরে বলল ব্রুস শল্টো। 'এই ব্যাটার দিকে একটা চোখ রেখো, টার্কি।'

টার্কি নামের লোকটা বিশালদেহী। চওড়া কাঁধ। মুখে হাসি লেগে থাকে সারাক্ষণ, চোখে বুনো দৃষ্টি। বেনেটের দিকে এগিয়ে গেল সে, রাইফেলটা নাড়ল উস্কানির ভঙ্গিতে, বলল: 'মিস্টার, মাথাটা ছাতু বানাতে চাও নাকি?'

মাছির অত্যাচারে অতিষ্ঠ ঘোড়ার মত ছটফট করছে বেনেট, বড়বড় নিঃশ্বাস ফেলছে, ঘামছে অনবরত। মনে মনে আউটলদের চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করছে, তবে স্বস্তির বিষয়–মুখ ফুটে কিছু বলল না।

জুয়াড়ীও নেমে এসেছে স্টেজ থেকে। তল্লাশি থেকে সেও বাদ পড়ল না, ব্যাপারটা নির্বিকার মুখে সহ্য করল কর্ড, তারপর নির্দেশ অনুসারে জনদের দিকে সরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। রুলিয়া গর্ডন আর রোজা ও'নীল নেমে এল স্টেজ থেকে, একে অপরের সঙ্গে লেপ্টে আছে প্রায়।

পরপরই কোচে উঠে পড়ল ব্রুস শল্টো।

'মেয়েদের তল্লাশি করব নাকি?' জানতে চাইল বেমিস।

'পিস্তলের খোঁজে হলে দরকার নেই,' সহাস্যে জবাব দিল শল্টো, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল। 'স্টেশনে কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'এমন কিছু না,' জানাল বেমিস। 'গোলাগুলি ছাড়া কি দখল করা যায়?'

'ক'জন?'

'তিনজন। এক মহিলাও আছে। বেঁধে রেখেছি।'

'মেয়েটা কেমন?'

আলসেমি ভরে হাসল বেমিস। 'আমার কাছে তো এই দু'জনকেই বেশি চোস্ত মনে হচ্ছে।' বয়সও কম।

'ওসব পরে হবে,' গম্ভীর স্বরে বলল শল্টো। 'কখন এসেছ তোমরা?'

'ঘণ্টা চারেক আগে।'

'অন্য কেউ এখানে ছিল না তো?'

'না।'

'ঘোড়া রেখেছ কোথায়?'

'বার্নে। ছোটার জন্য তৈরি। তোমার জন্যও একটা আছে।'

আঙুল চালিয়ে হ্যাট পিছনে ঠেলে দিল ব্রুস শল্টো। একেবারে স্বাভাবিক মুখ, সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে উদ্বেগহীন ও নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে লোকটাকে। 'বব, কোচের উপর উঠে পড়ো। রাস্তায় নজর রেখো। তবে এক নম্বর কাজঃ বক্সটা নামিয়ে ফেলো।'

বব নামের লোকটাকে তরুণই বলা চলে। বিশ পেরিয়েছে বোধহয়। ছটফটে ও মারমুখো স্বভাবের যুবক, অল্পতে তেতে ওঠে। হালকা খয়েরী রঙের চুল, মুখে বুটিদার দাগ, নীল চোখে অস্থির চাহনি। বুটে উঠে পড়ল সে, ঝুঁকে গার্ডের পা চেপে ধরে ঠেলা দিল। কিনারা হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল লাশটা, প্রথমে চাকার উপর পড়ল, তারপর মাটিতে–উপুড় হয়ে। লোকটার শার্টে, বুকের কাছাকাছি রক্তে লাল হয়ে আছে।

আর্তনাদ করে উঠল রোজা ও'নীল। দু'হাতে মুখ চেপে ধরেছে। ওর বাহু ধরে রাখল রুলিয়া, নইলে হয়তো পড়েই যেত রোজা।

'খুনীর দল!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল রুলিয়া। দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ও, রোজার জন্য ভরসার প্রতিমূর্তি। স্থির, নিষ্কম্প চোখের চাহনি। বিন্দুমাত্র ভয় নেই সেখানে।

সামান্য আগ্রহ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল শল্টোর মুখে। 'তেজ, হ্যাঁ? ভাবতেই পারিনি কোন মেয়ের কাছ থেকে প্রতিবাদ শুনতে পাব। তোমাদের কী প্রতিক্রিয়া?'

কিছু বলল না জন। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে মার্টি কর্ড। জিম বেনেটের গলার গভীরে ঘড়ঘড় জাতীয় একটা শব্দ হলো। ব্যস, এই হচ্ছে পুরুষদের প্রতিক্রিয়া।

'আরে, কালা হয়ে গেলে নাকি সবাই? পুরুষ মানুষ না তোমরা? একটা কিছু বলো!' উস্কানির সুরে বলল শল্টো।

মাটির দিকে নেমে গেছে জনের দৃষ্টি। ঘটনার আকস্মিকতা বা বিহ্বলতা কেটে গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে এখন। যদি সবাই, শুধু ও-ই নয়, সবাই যদি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারে, তা হলে হয়তো আজকের অভিজ্ঞতা পরে অন্য কাউকে বলার সুযোগ হবে ওদের। বিপজ্জনক এবং বেপরোয়া মানুষ এরা। স্টেশনের সমস্ত ক্রু, স্টেজের ড্রাইভার আর গার্ডকে নির্দ্বিধায় খুন করেছে। না করলেও চলত, কিন্তু করেছে; তার মানে দলটা হিংস্র; নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছু আশা করা যাবে না এদের কাছ থেকে। প্রয়োজনে আরও খুন করতে দ্বিধা করবে না। ব্যাপারটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ, সারাক্ষণ মনে রাখতে হবে। পিস্তলের মুখে থাকা অবস্থায় পিস্তলঅলার নির্দেশ তামিল করাই বুদ্ধিমানের কাজ, সেটা যে-নির্দেশই হোক। বেঁচে থাকাই জরুরি। বেঁচে থাকলে পরে সুযোগ আসতেও পারে।

'বক্সটা পেয়ে গেছি!' চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করল বব নামের আউটল, ঠেলে একটা বক্স বুটের কিনারে নিয়ে এল সে। সামান্য ঠেলা দিতে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওটা।

'মিনিট কয়েক সময় দাও আমাকে,' নির্দেশ শল্টোর কণ্ঠে। 'খানিকটা লেনদেন বাকি রয়ে গেছে আমার–ক্যালকিন আর বেনেটের সঙ্গে।'

শল্টোর উদ্দেশ্য জানতে অনুমানের প্রয়োজন হয় না। অন্তত জনের দরকার হলো না। আচমকা কোত্থেকে চামড়ার উপর ঘামের ফোয়ারা ছুটল, ছোট ছোট বিন্দুর আকারে জমা হতে লাগল। খেলা শেষ! শিগগিরই মরতে হবে। এড়ানোর কোন উপায় নেই। অচেনা এক স্টেজ স্টেশনের আঙিনায় মৃত্যু হবে ওর, অসহায়ভাবে। চোখের কোণ দিয়ে বেনেটের দিকে তাকাল ও, রক্তশূন্য হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চারের মুখ। ওর মুখও এমন দেখাচ্ছে কি না, আনমনে ভাবল জন। বেনেটকে ছাড়িয়ে দুই মহিলাকে দেখতে পেল, তবে পলকের জন্য, দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল ও। ক্রুস শল্টোর দিকে ফিরল।

'প্রথমে বেনেট, তারপর ক্যালকিন,' ঘোষণা দিল শল্টো। 'বেমিস, টার্কি আর বিলি, ওই টিনহর্ন আর মেয়ে দুটোকে নিয়ে বাড়িতে চলে যাও তোমরা। আচ্ছামত বাঁধো ওদের।'

'উঁহুঁ,' কর্কশ শোনাল রুলিয়ার কণ্ঠ। 'কাউকে বাঁধবে না তোমরা। আমি সেটা হতে দেব না!'

'দেবে, একশোবার দেবে!' চিৎকার করল শল্টো।

'অযথাই ওদের খুন করবে তুমি,' বলল রুলিয়া। 'যদি সোনাই চাও তোমরা...'

রুলিয়ার দিকে এগোল শল্টো। 'শোনো। মেসা স্টেশনে ছিলে তুমি। দেখেছ কীভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছি আমি। চরম অপমান সহ্য করেছি। উঁহুঁ, আমার সঙ্গে চালবাজি করে পার পাবে না কেউ। আজতক পায়নি।'

'কী এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা?' নাছোড়বান্দার মত জানতে চাইল রুলিয়া। 'ভুলে গেলেই পারো। যা চেয়েছিলে, পেয়েছ। এবার চলে যাও।'

'অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। যাও, বাড়িতে গিয়ে ঢোকো।'

'উঁহুঁ, চোখের সামনে এতগুলো খুন হতে দেব না আমি। তুমি যদি...'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটির কাঁধ চেপে ধরল শল্টো, হেসে উঠল খরখরে স্বরে। নেমে এল তার হাত, গলার কাছে ড্রেস খামচে ধরে ধাক্কা দিল রুলিয়াকে। মুহূর্তে ভারসাম্য হারাল মেয়েটি, পড়ে গেল; কোমর পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে ড্রেসটা। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করল রোজা ও'নীল, ঘুরে দৌড়াতে গেল, কিন্তু ওকে ধরে রাখল টার্কি নামের আউটল।

উঠে দাঁড়াল রুলিয়া। অ্যাপ্রনের মত ঝুলে আছে ছেঁড়া ড্রেসের অংশ। আঁটসাঁট অন্তর্বাস বেরিয়ে পড়েছে। দ্রুত হাতে ড্রেসের কিনারা তুলে বুক ঢাকল মেয়েটি, শল্টোর মুখোমুখি হলো, রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ।

'তোমার তেজ না হয় পরেই কমাব,' টেনে টেনে বলল ক্রুস শল্টো। 'কিন্তু আগের কাজ আগে। দেখতেই যদি চাও, দেখো, আপত্তি নেই আমার। মেসা স্টেশনেই ঘটতে পারত ব্যাপারটা।'

ঘুরে জন আর বেনেটের দিকে ফিরল সে। টান-টান হয়ে গেছে দেহ, হোলস্টার ছুঁইছুঁই করছে ডান হাত, যে-কোন সময়ে ছোবল মারবে। 'স্রেফ দুটো বুলেট দরকার আমার, গার্লি,' কিছুটা উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'একটা বেনেটের জন্য, আরেকটা ক্যালকিনের জন্য। এই যে, দেখো, ঠিক এরকম!'

ঝটিতি নেমে গেল তার হাত, ওটা যখন কোমরের কাছে উঠে এল, ততক্ষণে মাথা নিচু করে সামনে ডাইভ দিয়েছে জন। শল্টোর পিস্তলের প্রথম গর্জন কানে এল ওর, বেনেটের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। তারপরই মাথায় তীব্র আঘাত টের পেল, মুহূর্তে আঁধার ঘনিয়ে এল ওর পৃথিবীতে। মাটিতে আছড়ে পড়েছে দেহ, অনুভব করার সুযোগও হলো না ওর।

গুলির শব্দে কানে তালা লেগে গেছে রুলিয়ার। শ্রবণেন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে যেন। দেখল পিছনে ঝাঁকি খেল বেনেটের দেহ, সটান আছড়ে পড়ল মাটিতে। জন ক্যালকিনকে শল্টোর দিকে লাফ দিতে দেখেছে ও, কিন্তু পৌঁছতে পারেনি সে, তার আগেই ভূপতিত হয়েছে। জনের মাথায়, কানের

বেশ কিছুটা উপরে, রক্তাক্ত জখমটা চোখে পড়ল ওর।

দুই দুর্ভাগা ধরাশায়ী হওয়ার পরও কান ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল ওর, মনে হলো কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তবে তারপরও শল্টোর দম্ভোক্তি কানে এল। নিজের তারিফ করছে তস্কর-নেতা, কত দ্রুত ড্র করতে পারে! বুট দিয়ে ঠেলে জনকে চিৎ করল সে, শেষে বেনেটের দিকে এগিয়ে গেল। তীব্র খিস্তি আওড়াল, গায়ের জোরে লাথি হাঁকাল বেনেটের দেহে।

মূর্ছা গেছে রোজা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে টার্কির বাহুবন্ধনে পড়ে আছে।

ছেঁড়া ড্রেসটা এক হাতে ধরে রাখল রুলিয়া, অন্য হাত তুলে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল। নিজের মধ্যে অনমনীয় দৃঢ়তা আবিষ্কার করল ও, অথচ উৎসটা জানা নেই। পা দুটো সমানে কাঁপছে, নিয়ন্ত্রণহীন; তবে তারপরও দাঁড়িয়ে আছে কীভাবে যেন। মাথা গুলিয়ে গেছে, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না। নিজেকে বোঝাল পুরো ব্যাপারটা আসলে ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন, জেগে ওঠা উচিত ওর; কিন্তু ভুলটা ভাঙতে দেরি হলো না। খরতাপে দগ্ধ স্টেজ স্টেশনের আলোকিত আঙিনায় দৃষ্টিভ্রম হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

ব্রুস শল্টোকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল রুলিয়া। এবার কী ঘটবে, অনুমান করতে অসুবিধা হলো না ওর। সরে যাওয়ার তাড়া অনুভব করল ও, প্রায় মরিয়া বোধ করছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করল পা দুটো; এক চুল নড়ল না, যেন মূল গজিয়েছে! কিংবা ওর নিয়ন্ত্রণের অতীত হয়ে গেছে।

কাছাকাছি এসে থামল শল্টো। সোনার চালানের ব্যাপারে অনুচরদের নির্দেশ দিল, সব ঘোড়া নিয়ে আসতে বলল, মার্টি কর্ড আর রোজাকে বেঁধে রাখার ফরমাশ দিল। তারপর রুলিয়ার দিকে ফিরল সে, বলল: 'তো, মাস্টার, এখন কী বলার আছে তোমার?'

জিভ নড়ল না রুলিয়ার। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্রুস শল্টো যেন বিরাট এক দৈত্য হয়ে গেছে। হিংস্র পশু মনে হচ্ছে তাকে, যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব।

'ব্রুস!' উত্তেজিত স্বরে ডাকল এক আউটল। 'ব্যাটাদের কেউই মরেনি দেখছি!'

'মারতে চাইনি বলেই মরেনি,' জানাল শল্টো। 'ভুগুক হারামজাদারা, ধুঁকে ধুঁকে মরুক! যাও, ঝটপট ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো। সব ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে যাব আমরা। এবার মিনিট কয়েকের জন্য আমাকে একা থাকতে দাও।'

খপ করে রুলিয়ার একটা বাহু চেপে ধরল সে, তারপর স্টেশন-হাউসের দিকে ফিরল। 'মাস্টার,' উল্লাস প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'স্কুলের ক্লাস করব

আমরা এখন। শুধু তুমি আর আমি!'

রুলিয়ার বাহু চেপে ধরে আঙিনা পেরোল সে। দু'জনের সামনে টার্কি খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কর্ড আর রোজাকে। রোজার ভার কর্ডের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সে। আগে আগে বাড়িতে ঢুকল তিনজন। পা হড়কে গেল রুলিয়ার, পড়ে যাওয়ার দশা হলো। ওর মনে হলো এখন যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ত বা জ্ঞান হারানোর ভান করতে পারত, হয়তো অবিসম্ভাবী ব্যাপারটা এড়ানো যেত; তবে সত্যি যে তাই হবে, নিশ্চিত নয় ও।

দরজার কাছে চলে এল ওরা, ভিতরে ঢুকল। বাইরের উজ্জ্বল আলোর তুলনায় ভিতরটা অন্ধকার। প্রথমে প্রায় কিছুই দেখতে পেল না রুলিয়া। ঠেলে ওকে ভিতরে নিয়ে এল ব্রুস শল্টো, অন্য একটা দরজা দিয়ে আরেক কামরায় চলে এল। ছোট কামরা। ওঅশস্ট্যান্ড, টেবিল এবং বিছানা আছে এখানে। বোধশূন্য দৃষ্টিতে বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকল রুলিয়া, তারপর আচমকা ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, কিন্তু পালানোর উপায় নেই। দরজা আর ওর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শল্টো, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে।

শেষপর্যন্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছে ও, গলা ফাটিয়ে চেঁচাল: 'না, না, প্লীজ...'

হেসে উঠল শল্টো। কামনায় জ্বলছে তার চোখজোড়া, উত্তেজনার জ্বরে পুড়ছে মুখের ত্বক। হাত তুলে কাছে ডাকল সে, যেন অপ্রতিভ লাজুক কোন বাচ্চাকে ডাকছে। 'এসো, মাস্টার। ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। দেরি করে লাভ কী!'

অসচেতনভাবে মাথা নাড়ল রুলিয়া। পিছাচ্ছে, কিন্তু শল্টোও ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। কয়েক পা পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল ওর। যমদূতের মত মুখোমুখি হলো শল্টো। হাত বাড়াল সে। ছেঁড়া ড্রেসের প্রান্ত ধরে রাখা রুলিয়ার হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল পরমুহূর্তে অন্তর্বাসের কিনারা মুঠোয় চেপে ধরল, জোরাল এক টানে ছিঁড়ে আসবে ওটা। মরিয়া চেষ্টায় দু'হাতে শল্টোর কব্জি চেপে ধরল রুলিয়া। একইসঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলেছে, শল্টোর হাতের কাছে চলে গেছে মুখ। চট করে, তস্কর কিছু বুঝে ওঠার আগেই কামড় বসাল রুলিয়া–যতটা জোরে সম্ভব। কামড় শেষ করে ক্ষান্ত হয়নি ও, দাঁতের চাপ চালিয়ে গেল।

তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ব্রুস শল্টো। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়াস পেল সে, কিন্তু সফল হলো না। মুক্ত হাতে রুলিয়ার উপর পাল্টা আক্রমণ চালাল–মেয়েটার চাঁদির উপর সরোষে নামিয়ে আনল মুঠি

পরপর কয়েকবার হাত চালাল শল্টো। সামলে নেওয়ার সুযোগই পেল না রুলিয়া, আসলে ঠিকমত নিঃশ্বাস নেওয়ারও উপায় নেই ওর। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে আসছে ক্রমশ। অনুভব করল প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকিয়েছে শয়তানটা, মনে হলো মুখের ওই অংশটা ছিঁড়ে গেছে! হাজারো তারা ভেসে উঠল চোখের সামনে, দুনিয়া অন্ধকার হয়ে পড়ার আগে রুলিয়া টের পেল পড়ে যাচ্ছে ও…

পাঁচ

স্টেশনে স্লিপিংরুমের একটা বিছানায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মার্থা ওয়ালেস। নগ্ন, ক্ষত-বিক্ষত ওর দেহ। সারা শরীরে ঝড় বয়ে গেছে। কান পেতে শব্দ শোনার প্রয়াস পেল ও, যে-কোন শব্দ। অনেকক্ষণ আগেই ওর প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে চলে গেছে চার আউটল। একটু আগে বাইরে গোলাগুলির শব্দ আর অচেনা কয়েকজনের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে; কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না এখন। সম্ভবত চলে গেছে আউটলরা। হয়তো স্টেজ পৌঁছে গেছে, ড্রাইভার বা যাত্রীরা সাহায্য করবে ওকে…

পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না ও, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা। এটাই স্বাভাবিক। যে বীভৎস অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, এরপর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা অতি মানবীয় ব্যাপার বটে। তারপরও, সাধারণ একটা ধারণা জন্ম নিল মনে–সঠিকও সেটা–সম্ভবত নির্ভর করার মত আর কিছু নেই বলে মনে-প্রাণে সেটা আঁকড়ে ধরল মার্থা।

শিগ্‌গিরই চলে আসবে লোকজন–ভদ্র, সদয় ও বিবেকবান মানুষ এরা–এদের কাউকে ওর বর্তমান অবস্থা দেখতে দেওয়া ঠিক হবে না। হাত-পার বাঁধন খোলার চেষ্টা করল ও, প্রথমে তাড়াহুড়োয়, কিন্তু পরে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং লক্ষ্য নিয়ে। মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গেল, যদিও আনমনা হয়ে গেছে, মনের একটা অংশ ভাবছে নিকট অতীতে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আদৌ ওর পক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব হবে কি না।

ছুরি। রান্নাঘরে কয়েকটা ছুরি আছে। ছুরি পেলে কাজ শুরু করে দিতে

পারবে। গত কয়েক সপ্তাহ এ-নিয়ে তাগাদা দিচ্ছিল টেডকে; তারপর, দুপুরের ঘণ্টা দুয়েক আগে ওর সঙ্গে একমত হয় সে, ধার করতে ছুরিগুলো নিয়ে যায় বার্নে। মনে যত অনীহাই থাকুক, কাজে কখনও গাফিলতি করে না সে। ছুরিগুলো নিয়ে যখন ফিরে এল টেড, ঝকঝকে এবং রেজরের মতই তীক্ষ্ণ ও ধারাল দেখাচ্ছিল। রান্নাঘরে যখন ওর হাতে ছুরিগুলো তুলে দিচ্ছিল টেড, তখনই বাইরের আঙিনায় আগমন ঘটে চারজন লোকের। জানালা দিয়ে তাদের আসতে দেখল টেড। 'দূর! অচেনা লোক, মার্থা,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

মার্থা নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। জানালার কাছে চলে এল ও। দেখল চারজনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টেড ওয়ালেস। থেমে মিনিট খানেক কথা বলল, চেঁচিয়ে ডাকল দুই হসল্যারকে। বার্নের দরজায় দেখা গেল দু'জনকে, বেরিয়ে এসে ধীর পায়ে এগোল স্টেশন এজেন্টের দিকে। তারপর, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটে গেল ব্যাপারটা। সামান্য সঙ্কেতও পেল না কেউ, চোখের নিমেষে গোলাগুলি শুরু করল চার আগন্তুক।

আকাশে দু'হাত মেলে টেডকে পিছিয়ে আসতে দেখতে পেল ও, পরে বুঝেছে ব্যাপারটা ঘটেছে গুলির ধাক্কায়। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ল সে, গড়িয়ে পাশ ফিরল দেহটা, একেবারে স্থির হয়ে পড়ে থাকল। দুই হসল্যারও ততক্ষণে ধরাশায়ী হয়েছে, তবে তাদের কারও দিকেই মনোযোগ ছিল না মার্থার।

জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে; যা দেখেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না। থরথর করে কাঁপছে সারা দেহ। হয়তো চিৎকারও করেছে, সঠিক বলতে পারবে না। তারপর, আড়ষ্ট পেশিগুলোকে কেউ মুক্তি দিল যেন, ছুটে দরজার দিকে এগোল ও, আঙিনায় বেরিয়ে এসে টেডের দিকে ছুটল। স্বামীর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল, নাম ধরে ডাকল ব্যাকুল স্বরে, বারবার। কিন্তু কোন উত্তর এল না। আসবে না, টেডের চোখের স্থির শূন্য চাহনি দেখে বুঝে গেল মার্থা। মিনিট কয়েক আগেও বেঁচে ছিল সে। ওর স্বামী। ভালবাসত ওকে, আদর করত; শত মন কষাকষির পরও আন্তরিকতায় খাদ ছিল না তার। অথচ কয়েকটা মুহূর্তের ব্যবধানে মাটির দলায় পরিণত হয়েছে মানুষটা!

ঝট করে সিধে হলো মার্থা, ঘুরে চার আগন্তুকের দিকে ফিরল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে তারা। একজন সব ঘোড়ার লাগাম একত্র করে বার্নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে পশুগুলোকে। সকৌতূহলে ওকে দেখল চার তস্কর, বুঝতে

চাইছে আর কেউ আছে কি না। শুধু মার্থাই রয়েছে সামনে। একা।

প্রথম যে-লোকটা গুলি করেছিল, তার দিকে ফিরল মার্থা। বয়স্ক, মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। দীর্ঘদেহী সে, স্বাস্থ্যবান, কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটে; দেখতে কুৎসিত, নোংরা। ত্বক যেন গরুর চামড়া। চারজনই গুলি করেছে, কিন্তু শুরুটা করেছে এই লোক...টেডকে খুন করেছে। 'সাবধান, বেমিস!' সঙ্গীদের একজন সতর্ক করল লোকটাকে, শুনতে পেল মার্থা।

বেমিস নামের শয়তান বুড়োর দিকে ছুটল মার্থা।

অন্যরা বাধা দেওয়ার বা আটকানোর আগেই, কিংবা বেমিস কিছু করার আগেই পৌঁছে গেল মার্থা। নির্জলা প্রতিহিংসা আর জিঘাংসা নিয়ে বয়স্ক মুখটায় খামচি মারল ও। হাতের নখ দিয়ে ক্ষত তৈরি করে দিল, তারপরই একজন চেপে ধরল ওকে। লোকটা কমবয়সী, শক্তিশালী এবং দারুণ নিষ্ঠুর। টেনে-হিঁচড়ে মার্থাকে নিয়ে এল স্টেশন-হাউসে।

তার পরের চারটা ঘণ্টা মার্থার জীবনের সবচেয়ে তিক্ত ও কষ্টের সময়...

চোখ পিটপিট করল ও, মাথা নেড়ে বর্তমানে ফিরে এল। গোড়ালির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করেছে অনেকক্ষণ, সফল হয়নি। হাল ছেড়ে দিয়েছে একটু আগে। জলদি করা উচিত। অন্য কিছু ভাবার দরকার কী? যেভাবে হোক মুক্তি পেতে হবে!

মার্থা ওয়ালেসের বয়স আটত্রিশ। লাল চুল ওর, সুশ্রী মুখ, দেহের গঠন এই বয়সেও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। অন্য লোকজন আগ্রহ নিয়ে দেখত মার্থাকে, কারও কারও চাহনিতে লোভও ফুটে উঠত, দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে যেত টেডের, এ-নিয়ে অভিযোগ করতে কসুর করত না মানুষটা। মার্থা বরং উপভোগই করত ব্যাপারটা, স্বামীর ঈর্ষার মানে যে আন্তরিক ভালবাসা–এটুকু না বোঝার মত বোকা নয় ও। যখনই এমন কিছু ঘটেছে, প্রতিবারই টেড ওয়ালেস উপভোগ করেছে তার স্ত্রী একজন কাঙ্ক্ষিতা নারী। তবে ব্যাপারটা কখনও বেশিদূর গড়ায়নি, কারণ মার্থা কখনোই কাউকে প্ররোচিত করত না। দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিল ও, এবং সন্তুষ্ট। ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবেনি দু'জনের কেউ।

তারপর আজ বিকালে, ওয়ালেসদের পুরো পৃথিবী হঠাৎ বদলে গেল। টেড ছাড়া ওর ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই, থাকার কথাও নয়; আর যে-বীভৎস অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে ওকে, ভাবতে গেলেও ঘৃণায় রিরি করছে ওর দেহ। নিজেকে রিক্ত, নোংরা, নিঃস্ব মনে হচ্ছে। হাজারবার গোসল করলেও দেহটা শুদ্ধ হবে না। এরচেয়ে মরে গেলেই ভাল হত। ওকে যেন মেরে

ফেলে, অবচেতন মনে বারবারই প্রার্থনা করেছে মার্থা, ওর অনুনয় শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসেছে আউটলরা···এবং বাঁচিয়ে রেখেছে ওকে।

হয়েছে! বাঁধন খুলতে পেরেছে!

হাতের কব্জি আর গোড়ালি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। শরীরের প্রতিটি পেশিতে যন্ত্রণা বোধ করছে। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ও, মেঝেয় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কাপড় তুলে নিয়ে গায়ে চাপাল কোনরকমে। বিছানার কিনারে বসে মাথার চুল ঠিক করে নিল। আলুথালু হয়ে আছে লালচে চুল। হাত চালিয়ে আঁচড়াল ও, মোটামুটি বিন্যস্ত করার পর বেণি বাঁধল। ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা কয়েকটা হেয়ারপিন খুঁজে পেয়েছে বিছানায়। মিনিট কয়েকের মধ্যে মোটামুটি বিন্যস্ত করল চুলগুলো, পরিপাটি নয়, তবে কাজ চালানোর মত চলনসই। বলা চলে ক্ষীণ হাসল, অনুভব করল অস্বাভাবিক ব্যাপার সেটা—এমন অদ্ভুত সময়েও হাসতে পারল ও!

টেড সবসময় বলত: নারী মাত্রই পরিপাটি চুল থাকা উচিত, সে যেখান থেকেই এসে থাকুক। ঠিকই বলত সে। নিজের চোখে স্বামীকে খুন হতে দেখেছে ও। ধর্ষিতা হয়েছে, ওকে বেদম পিটিয়েছে লোকগুলো। কিন্তু তারপরও চুল পরিপাটি রেখেছে। ইচ্ছে হলো কাঁদে, অথচ কান্না এল না।

ড্রেসটা ছেঁড়া, তবে পরা যাবে। উঠে দাঁড়িয়ে করিডরে পা রাখল ও। মূল কামরার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু পাশের কামরার দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মেঝেয় পড়ে আছে কমবয়েসী একটা মেয়ে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে যুবতী। মুখের একপাশ ফুলে গেছে, খসে পড়েছে খোপা বাঁধা চুল। মার্থার মত যুবতীরও ড্রেস ছেঁড়া।

'তোমাকে কী করেছে ওরা?' জানতে চাইল মার্থা।

মুখ তুলে তাকাল রুলিয়া। 'লোকটার হাত কামড়ে দিয়েছিলাম। তারপর···কী হলো, মনে পড়ছে না।'

'তা হলে তোমার ভাগ্যটা ভাল।'

'তোমাকে কি···'

'চারজন,' ধীরে ধীরে, নিরাবেগ স্বরে বলল মার্থা। 'আমার স্বামীকে খুন করেছে ওরা। হসল্যারদেরও রেহাই দেয়নি। শুধু আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'ক্যামেরনের কোচে এসেছি আমরা,' জানাল রুলিয়া, এখনও হাঁটুর উপর ভর করে বসে আছে ও, হেলান দিয়েছে বিছানার সঙ্গে। 'চারজন লোক স্টেজ আসার অপেক্ষায় ছিল। আউটল ওরা, ওদের নেতা ছিল কোচে। গার্ড

আর ড্রাইভারকে খুন করেছে। অন্তত দু'জন যাত্রীকে মেরে ফেলেছে। বেশিও হতে পারে। হয়তো শুধু আমরা দু'জনই বেঁচে আছি।'

'আমাকে মেরে ফেললেই বোধহয় ভাল হত।-বলতে চাইছি...'

'তুমি সাহায্য করলে বোধহয় দাঁড়াতে পারব,' দ্রুত বলল রুলিয়া, তিক্ত প্রসঙ্গটা তুলতে দিল না মার্থাকে।

দরজা থেকে সরল না মার্থা। 'ওদের কাছে অনুনয় করেছি মেরে ফেলার জন্য। ঈশ্বরের কাছেও প্রার্থনা করেছি। মেরে ফেললেই ভাল হত।'

'মিনিট খানেকের জন্য যদি সাহায্য করো আমাকে, মনে হয় ঠিক হয়ে যাব আমি।'

'আমি কিন্তু কখনোই ঠিক হব না,' ফাঁকা কণ্ঠে বলল মার্থা। কামরায় পা রাখল ও, রুলিয়াকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

*

চলে গেছে আউটলররা। সব ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে গেছে। করালটা শূন্য। স্টেজকোচের মিউলগুলোও নেই। বার্নে হয়তো বাড়তি ঘোড়া থাকতে পারে, তবে সে-সম্ভাবনা কম।

মাটিতে উঠে বসল জন ক্যালকিন, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সারা আঙিনায় দৃষ্টি চালাল। আলতো হাতে চাঁদির জখমটা অনুভব করল। এখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তবে সামান্য। আধ-ইঞ্চি এদিক-ওদিক হলেই দফা রফা হয়ে যেত! ব্রুস শল্টো গুলি করার আগ মুহূর্তে লাফ দিয়েছে বলেই রক্ষা, দাঁড়িয়ে থাকলে ঠিকই মগজে ঢুকত বুলেটটা। লাফ দিলেও শল্টোর কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি, তবে এখন আর তাতে কিছু যায়-আসে না। বুকে বা মাথায় একটা বুলেট ঢোকার চেয়ে চাঁদিতে সীসার আঁচড় শ্রেয়তর। হাজার গুণ শ্রেয়। কপাল ভাল ছিল ওর।

কাছাকাছি, মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জিম বেনেট। প্রথমে মনে হলো মারা গেছে র‍্যাঞ্চার, কিন্তু বেনেট নড়ে উঠতে ভুলটা ভেঙে গেল। গুঙিয়ে উঠল সে। আগে র‍্যাঞ্চারকে সাহায্য করা উচিত, ভাবল জন, তারপর অন্যদের খোঁজ নিতে হবে–মার্টি কর্ড আর দুই যুবতীর। আঙিনায় দেখেনি কাউকে, হয়তো বাড়িতে আছে ওরা।

র‍্যাঞ্চারের দিকে ক্রল করে এগোনোর সময় স্টেশন-হাউসের দরজায় নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে। অপেক্ষা করল জন। মার্টি কর্ড বেরিয়ে এসে দ্রুত এগোল ওদের দিকে।

'আমি ঠিকই আছি,' জানাল জন। 'দেখো তো বেনেটকে সাহায্য করতে

পারো কি না। মেয়েরা কোথায়?'

'ভিতরে,' জানাল জুয়াড়ী। 'আরও এক মহিলা আছে। স্টেশন এজেন্টের বউ।'

বেনেটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল কর্ড। তখনই আঙিনায় পা রাখল রুলিয়া। কপালের উপর হাত তুলে সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করল ও, জনের দিকে তাকাল, তারপর চকিত পায়ে এগিয়ে এল।

'মি. ক্যালকিন, আমি তো ভেবেছি...'

'কী হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল জন।

ডান গালের কালসিটে দাগ আর ফোলার উপর হাত বুলাল রুলিয়া। 'এটা? মি. শল্টোর উপহার।'

'শল্টোকে কামড়ে দিয়েছিল ও,' জানাল মার্টি কর্ড, মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখজোড়া। 'মূল কামরায় আমাকে বেঁধে রাখায় অবশ্য ঘটনাটা দেখতে পাইনি। করিডর ধরে অন্য এক কামরায় রুলিয়াকে নিয়ে গিয়েছিল শল্টো। মিনিট খানিক পর ব্যাটার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। আহ্! চিৎকারটা যদি শুনতে! তারপরই মূল কামরায় ঢুকল ও, সমানে খিস্তি করছিল। রুলিয়া, ক্যালকিনকে বলব নাকি তোমাকে কী বলে গাল দিচ্ছিল শল্টো?'

'ওহ্, আমার তো মনে হয়...'

'নরকের বিড়াল উপাধি দিয়েছে শল্টো,' বলল কর্ড।

না হেসে পারল না জন। 'রুলিয়া, ওটাই তো তোমার নাম?'

'হ্যাঁ, মি. ক্যালকিন। কিন্তু...'

'মিস্টারটা বাদ দিয়ে ফেলো। জন বলে ডাকতে পারো।' জুয়াড়ীর দিকে ফিরল ও। 'বেনেটের কী অবস্থা?'

'অচেতন এখনও। কাঁধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে বুলেটটা। ওকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া দরকার। সাহায্য করতে পারবে?'

'আমি সাহায্য করতে পারি,' বলল রুলিয়া।

'উঁহুঁ, তুমি বরং রান্নাঘরে গিয়ে চুলোয় পানি বসিয়ে দাও,' বলল জন। 'দেখো তো ব্যান্ডেজ পাওয়া যায় কি না। কর্ড, ড্রাইভারের কাছে যাও তো। ওর নাম পিটার স্লেড।'

দ্রুত পায়ে যার যার কাজে চলে গেল দু'জন।

ধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল জন, পায়ের উপর দেহের ভর চাপাল। তারপর আকাশের দিকে তাকাল। পশ্চিম আকাশে নেমে গেছে সূর্য। আধ-ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের আড়ালে পড়ে যাবে। ঘণ্টাখানেক পর অন্ধকার নেমে

আসবে। দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্রাম নিল ও।

ফিরে এল কর্ড।

'এখনও বেঁচে আছে সে, জন, তবে জখমটা খারাপ। মনে হয় না শেষপর্যন্ত টিকবে।'

'যাই হোক, ওকে ভিতরে নিয়ে যাব আমরা। আগে বেনেটকে। তারপর দেখব ওদের জন্য কী করতে পারি। তুমি এই ফাঁকে প্রতিটা দালানে তালাশ করবে। দেখো ঘোড়া পাওয়া যায় কি না। টুলারোসা অনেক দূরের পথ।'

স্টেশন-হাউসে, করিডরের লাগোয়া দুটো কামরায় আহত দু'জনকে নিয়ে এল ওরা। বলতে গেলে নিঃশ্বাস নিচ্ছেই না পিটার স্লেড। বেনেটের অবস্থা তত খারাপ নয়, তবে আবারও জ্ঞান হারিয়েছে সে।

রুলিয়াকে খুঁজে বের করল জন। 'ব্যান্ডেজ পেয়েছ?'

সাদা কাপড়ের একটা রোল ওর হাতে ধরিয়ে দিল মেয়েটা। 'মার্থা ওয়ালেসের কাছ থেকে পেলাম। স্টেশন এজেন্টের বিধবা বউ। গরম পানি এখনই লাগবে তোমার?'

'যদি হয়ে থাকে।'

'নিয়ে আসছি আমি। ওরা কি টিকবে, জন?'

'বেনেট টিকবে। কিন্তু পিটার স্লেড বোধহয় মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু মি. বেনেটকে তো পড়ে যেতে...'

'সাধ্যমত করব আমরা।'

বেনেটের কামরায় ঢুকল জন। ঝুঁকে বসল বিছানার পাশে, র‍্যাপ্লারের শার্ট-আন্ডারশার্ট সরিয়ে জখমটা দেখল। ডান কাঁধে বিঁধেছে গুলি, লাল দগদগে একটা গর্ত, ক্ষরণ হচ্ছে এখনও। কাঁধের ওপাশে হাত বুলাল জন। উঁহুঁ, উল্টোদিকে কোন ক্ষত নেই। তার মানে বুলেট ভিতরেই আছে। সুতির এক টুকরো প্যাক জখমের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল ও।

এক বেসিন পানি নিয়ে এসেছে রুলিয়া। বিছানার কাছাকাছি চেয়ারে রাখল পানি।

'ক্ষতের চারপাশের জায়গা ধুয়ে ফেলো,' নির্দেশ দিল জন। 'তারপর নতুন প্যাক বসিয়ে দিয়ো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি।'

বার্নে কর্ডকে খুঁজে পেল ও। দরজার পাশে পড়ে থাকা তিনটা লাশের দিকে ইশারা করল জুয়াড়ী। 'একজন টেড ওয়ালেস, এজেন্ট। অন্য দু'জন হসল্যার। নির্বিচারে ওদের গুলি করা হয়েছে, একেকজনের শরীর অন্তত তিন-চারবার ছেঁদা করা হয়েছে, যেন টার্গেট প্র্যাকটিস করেছে।'

'ঘোড়া নেই?'

'এখনও পাইনি।'

'মার্টি, কখনও কারও শরীর থেকে বুলেট বের করেছ?'

'নাহ্।'

'আমিও করিনি,' গম্ভীর স্বরে বলল ও। 'তবে চেষ্টা করতে হবে এখন। বেনেটের কাঁধে একটা বুলেট আছে। ওটা বের না করলেই নয়। যদি ভাগ্য ভালও হয়, কাল বিকালের আগে কোন ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসতে পারব না, তাতে বোধহয় অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'কাজটা কীভাবে করবে, আছে ওরকম যন্ত্রপাতি?'

'নাহ্। তবে রেঞ্জে একজনকে কাজটা করতে দেখেছি আমি। দুই প্রস্থের মোটা তার ব্যবহার করেছিল সে, ধারাল এবং হুকের মত একটা তারের সঙ্গে আরেকটা জোড়া দিয়েছিল।'

অস্বস্তির সঙ্গে হাসল জুয়াড়ী। 'ওই কাজে যথেষ্ট সাহস আর ধৈর্য লাগে। কোনটাই নেই আমার।'

'আমারও নেই,' কর্কশ স্বরে বলল জন। 'কিন্তু আর কী করার আছে? বুলেট বের না করলে মরবে লোকটা।'

'বেনেট কি অজ্ঞান এখনও?'

'হ্যাঁ। তাতে বরং ভালই হবে। ওয়েল্সের ওদিকে পুরানো দুর্গে গেছ কখনও?'

'ভাবছি প্রথম সুযোগেই যাব ওখানে।'

মৃত তিনজনকে দেখল জন, অজান্তে শিউরে উঠল।

কিছু সরু তার খুঁজে পেতে চাহিদামত সাঁড়াশিটা তৈরি করল ও, হয়তো এতেই জিম বেনেটের জীবন রক্ষা হবে। বাড়িতে, রান্নাঘরে এসে ফুটন্ত পানিতে পরিষ্কার করল ছোট্ট সাঁড়াশিটা।

রোজা ও'নীল রয়েছে ওখানে। লাল-চুলো এক মহিলা আছে তার সঙ্গে, মহিলার মুখে ক্লান্তি আর আঘাতের চিহ্ন। জনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ দেখা গেল না বিধবার মধ্যে। টেবিলে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, চাহনিতে বা চেহারায় কোন প্রাণ নেই।

'সাপার তৈরিতে ওকে সাহায্য করছি আমি,' জানাল রোজা। 'একটা কিছু তো করতে হবে।'

বয়স্ক দেখাচ্ছে রোজাকে, সম্ভবত দুর্ঘটনার কারণে কিছুটা হলেও বিষণ্ন এবং গম্ভীর। স্টেজকোচে থাকার সময় মাথায় একটা হ্যাট ছিল, কিন্তু সেটা

নেই এখন। চুল অবিন্যস্ত; যে-কোন সময়ে খোপা থেকে গড়িয়ে পড়বে।

'আমার স্বামীকে খুঁজে পেয়েছ?' হঠাৎ জানতে চাইল মার্থা ওয়ালেস।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' নড করল জন, তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'ওকে নিয়ে আসবে এখানে? আমাদের কামরায় রেখো। আমি নিজে ওকে সাজিয়ে দেব। খুব ভালমানুষ ছিল সে।'

'যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে আসব ওকে,' প্রতিশ্রুতি দিল জন।

পরিষ্কার কাপড়ে তারের সাঁড়াশি দুটো নিয়ে বেনেটের কামরায় ঢুকল ও, কাজটার গুরুত্ব অনুভব করে নিজেকে সাহস যোগাল মনে মনে। আশা করছে র‍্যাঞ্চারকে অচেতন দেখতে পাবে, কিন্তু কামরায় পা রাখার আগেই ওর নাম ধরে বেনেটকে ডাকতে শুনতে পেল জন।

'খুঁজছিলে আমাকে?'

'হ্যাঁ। রুলিয়ার কাছে শুনলাম সব ঘোড়া নিয়ে গেছে আউটলরা। ঠিক নাকি?'

'সম্ভবত।'

'তোমার চাঁদির ক্ষতটা বোধহয় তেমন মারাত্মক নয়, জন?'

'কপাল ভাল ছিল আমার।'

লাল হয়ে গেছে বেনেটের চোখ, যেন জ্বরে আক্রান্ত, কিন্তু বিস্ময়কর হলেও দৃঢ় শোনাল কণ্ঠটা। 'যেভাবে হোক ধরতে হবে শয়তানগুলোকে। ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে ওদের। সবাই যদি এখানে অপেক্ষা করি, মনে হয় না আগামীকালের আগে আসবে কেউ। তাই, আমি চাই এখনই টুলারোসার উদ্দেশে রওনা দেবে তুমি। মাইল বিশেক দূরে এক হোমস্টিডারের বসতি আছে, ওখানে পৌঁছতে পারলে ঘোড়া পাবে। যত দ্রুত সম্ভব শেরিফের সঙ্গে দেখা কোরো। একজন ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসবে।'

জিম বেনেটের নির্দেশে হয়তো একটা মিউলও খেপে উঠত, তবে তর্ক করল না জন। 'ওই হোমস্টিডারকে খুঁজে পাব কীভাবে?'

'স্টেজ-রুট ধরে টানা এগোবে। একসময় দক্ষিণে চলে যাওয়া রাস্তা দেখতে পাবে। মোড়ে একটা পোস্টও রয়েছে। উঁহুঁ, মিস্ করার কোন সম্ভাবনাই নেই।'

'বেশ, চেষ্টা করব,' সায় জানাল জন। 'কাঁধে বুলেট আছে তোমার, জানো তো?'

'ডাক্তার অনায়াসে বের করে ফেলবে ওটা।'

'যদি সবচেয়ে কম সময়ে টুলারোসায় আমি পৌঁছাতেও পারি, মনে হয়

না কাল দুপুরের আগে এখানে ফিরতে পারব। দেরিও হতে পারে।'

'অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কী।'

'উঁহুঁ, অপেক্ষা না করাই উচিত। খুঁচিয়ে ওটা বের করার চেষ্টা করতে পারি আমি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ। অসুবিধা কী?'

'তোমার খোঁচাখুঁচি অন্য কারও জন্য রেখে দাও, জন। দেরি না করে রওনা দাও। অযথা সময় নষ্ট করছ। তুমি যদি...' গলা চড়ে গেল র‍্যাঞ্চারের, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে; কিন্তু কথাগুলো শেষ করতে পারল না, বিছানায় ঢলে পড়ল মাথাটা। কেঁপে উঠল চোখের পাতা, তারপর বন্ধ হয়ে গেল।

'ও বোধহয় আবারও জ্ঞান হারিয়েছে!' শঙ্কিত স্বরে বলল রুলিয়া।

এগিয়ে গেল জন। 'ভালই হয়েছে তাতে। রুলিয়া, মাংস খুঁড়ে সীসাটা বের করতে হবে। সাহায্য করবে আমাকে?'

'কিন্তু...এমন একটা কাজ কি তোমার করা উচিত, জন?'

বিরক্তি বোধ করল ও। 'ধ্যেৎ! ইচ্ছে আমারও নেই, নেহাত বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। আমার হাতের দিকে দেখো, কাঁপছে ওগুলো। জানি না আদৌ বুলেটটা বের করতে পারব কি না, কিন্তু এটা জানি যে বের করতে পারলে বেনেটের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে-কোন ডাক্তারই বোধহয় এই কথা বলবে।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল রুলিয়া, দৃষ্টি নিচু। 'জখম বা রক্ত দেখতে অভ্যস্ত নই আমি। কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা বেঠিক, ঠিক বুঝতে পারছি না। কীভাবে কী করতে হবে, তাও জানি না।'

'কাজটা আসলে তত কঠিন নয়,' সাহস যোগাল জন। 'বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে। তারপর যা করার কথা, সেরে ফেলবে। নতুন একটা প্যাক তৈরি করো তো, বুলেট বের করার সময় লাগবে। বেশ পুরু হতে হবে ওটা, আমি কাজ করার সময় রক্ত মুছে নেবে ওটা দিয়ে।'

'আমি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়ব...'

'উঁহুঁ, এখনই অসুস্থ হয়ো না,' সহাস্যে বলল জন। 'কাজ শেষে না হয় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ব আমরা।'

বেনেটের উপর ঝুঁকে পড়ল জন, খেয়াল করল হাত দুটো এখন আর কাঁপছে না। দ্রুত কাজ শুরু করল ও, কিন্তু বুলেটটাকে সাঁড়াশি দিয়ে ধরতে সমস্যা হচ্ছে। সমানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। *অতিরিক্ত*, ভাবল ও, *ওকে বোধহয়*

মেরেই ফেলব আমি। তারপর, আচমকা, যা আশা করেনি তাই ঘটল–চট করে বেরিয়ে এল বুলেটটা।

'কখনও নার্স হতে পারব না আমি,' ফিসফিস করল রুলিয়া।

কপালে জমে থাকা ঘাম জামার আস্তিনে মুছল জন, বলল: 'পারবে না কেন? সত্যিকার নার্সের মতই কাজ করেছ তুমি।'

পিঠে হাত রেখে বেনেটের শরীরের উপরের অংশ তুলল ও, জখমে পুলটিশের মত চেপে বসা প্যাকের উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। র‍্যাঞ্চার এখনও অজ্ঞান। করিডরে বেরিয়ে এল ওরা।

'এবার বাইরের কাজ সারতে হবে,' বলল জন। 'বিশ্রাম পাওনা হয়েছে তোমার। তবে আপাতত পাচ্ছ না। বেনেটের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্যাকটা টাইট রাখতে হবে যাতে রক্তক্ষরণ না হয়। তোমাকে সাহায্য করার জন্য মেয়েদের একজনকে পাঠিয়ে দেব। আরেকটা কথা...জ্ঞান ফিরে এলে বুলেট বের করার কথা বোলো না ওকে। শুনলেই খেপে যাবে।'

'টুলারোসায় যাওয়ার চেষ্টা করবে নাকি?'

'করতে তো হবেই।'

'সেক্ষেত্রে তোমার ক্ষতটা ব্যান্ডেজ করে দেব আমি।'

মৃদু হাসল জন। 'আমি তো ভেবেছি নার্স হওয়ার ইচ্ছে নেই তোমার।'

'নেই, কিন্তু ব্যান্ডেজ দরকার তোমার, আর কাজটা কাউকে না কাউকে তো করতেই হবে। রান্নাঘরে চলো, পরিষ্কার পানি আছে ওখানে।'

ব্যান্ডেজ করতে মিনিট কয়েক লাগল। শেষ হওয়ার পরপরই ভিতরে ঢুকল মার্টি কর্ড। 'একটা ঘোড়াও নেই কোথাও,' জানাল সে।

'তার মানে পায়ে হেঁটে যেতে হবে এবং অযথা সময় নষ্ট করছি আমি,' ফাঁকা স্বরে বলল জন। 'যাওয়ার আগে পিটার স্লেডকে দেখব আরেকবার।'

জনের সঙ্গে স্লেডের কামরায় এল রুলিয়া। বিছানায় নিথর পড়ে রয়েছে ড্রাইভার, মুখ কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ক্ষতটা পরীক্ষা করল জন। জায়গামত লেগেছে, রক্তক্ষরণ হচ্ছে সমানে। কব্জিতে ধমনীর স্পন্দন অনুভব করল ও–দুর্বল এবং দ্রুত লয়ের; শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, ছন্দহীন।

পিটার স্লেডের জন্য কিছুই করার নেই ওদের।

'মাঝে মধ্যে দেখে যেয়ো ওকে,' রুলিয়াকে বলল জন। 'মুখটা মুছে দিয়ো। মনে হয় না জ্ঞান ফিরবে ওর।'

রান্নাঘরে ঢুকল জন, মিসেস ওয়ালেসকে দেখে মহিলার অনুরোধের কথা মনে পড়ল। জুয়াড়ীকে খুঁজে বের করল ও। বার্নে চলে এল দু'জন, টেড

ওয়ালেসের লাশ নিয়ে এল এজেন্টের কোয়ার্টারে। ঘরটা রান্নাঘরের উত্তরে।

'দেখি মুখে দেওয়ার মত কিছু পাওয়া যায় কি না,' কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল জন। 'তারপর হোমস্টীডের উদ্দেশে রওনা দেব। ওদের কাছে যদি ঘোড়া পাই, তা হলে টুলারোসায় যেতে দেরি হবে না। সেক্ষেত্রে হয়তো দুপুরের মধ্যে ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসতে পারব। শেরিফের সঙ্গেও দেখা করব। ক্রুস শল্টোর পিছনে আইনকে লাগিয়ে দেওয়া দরকার।'

'যথেষ্ট এগিয়ে গেছে ওরা,' মন্তব্য করল জুয়াড়ী। 'যাচ্ছ যখন, সঙ্গে এই পিস্তলটা নাও। স্টেজকোচের বুটে মেইল স্যাকের নীচে খুঁজে পেয়েছি। স্লেডের পিস্তল। গুলি খাওয়ার পর বোধহয় ওর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

অস্ত্রটা পরখ করল জন। পয়েন্ট ফোর-ফোর কোল্ট, একই মডেলের পিস্তল ব্যবহার করে ও। গানবেল্টের বাড়তি বুলেটগুলো কাজে লাগবে। তবে জিনিসটা সঙ্গে নেওয়া উচিত কি না বুঝতে পারছে না। 'তোমার যদি পিস্তল দরকার হয়, মার্ট, তখন কী করবে?'

'দরকার হবে বলে মনে হয় না। দেখি আরেকটা খুঁজে পাই কি না। বাড়তি কোন অস্ত্র লুকানো থাকতেও পারে এখানে, মিসেস ওয়ালেস হয়তো জানে।'

'আমার অনুপস্থিতিতে সব দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে চাপল।'

'অপেক্ষা ছাড়া আসলে হাতে কোন কাজই নেই আমাদের।'

'তাই যেন হয়। বেনেটের দিকে খেয়াল রেখো। অতিরিক্ত দুর্বলতার কারণে এখন হয়তো ঝামেলা করবে না. কিন্তু সবার উপর খবরদারি করার অভ্যাস ওর। সুস্থ থাকলে সবাইকে একেক দিকে পাঠিয়ে দিত সে। যাক্‌গে, ওকে তেমন গুরুত্ব না দিলেও চলবে।'

দরজার দিকে ফিরল জন, পাহাড়ের দিকে তাকাল। ক্ষীণ একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আসলে কীসের শব্দ—গুলির আওয়াজ, না বজ্রপাতের শব্দ? পাহাড়ের উপর ঘন হচ্ছে মেঘের দল, তবে এতটা জমেনি যে বজ্রপাত হবে…

'শুনেছ?'

'গুলির শব্দ বোধহয়।'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে দাঙ্গা বেধে গেছে কোথাও।'

'পাহাড়ে সৈন্যরা না এলে এমন হওয়ার কথা নয়…' চিন্তিত স্বরে বলল জুয়াড়ী।

'কিংবা ইন্ডিয়ান।'

'অ্যাপাচিদের রিজার্ভেশনে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'হয়তো সবাইকে খেদাতে পারেনি,' ধীর কণ্ঠে সম্ভাবনা বাতলাল জন। 'কী ভাবছি, জানো? পাহাড়ে কিছু অ্যাপাচি থাকলেই ভাল হত। তা হলে ওদের কোলে গিয়ে পড়ত শল্টোরা। এমন একটা সর্বনাশ হলে একটুও দুঃখ পেতাম না।'

'সেক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা তোমারও রয়েছে, টুলারোসায় পৌঁছতে পারবে?'

'পারব না।'

দাঁড়িয়ে থাকল জন, কান খাড়া। দূরে গোলাগুলির টানা গর্জন শুনতে পেয়েছে। মাত্র একবারই। পুনরাবৃত্তি হয়নি শব্দটার, কিংবা ছাড়া-ছাড়াভাবেও আর গুলি করেনি কেউ। সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও, হয়তো আদৌ এমন কিছু শুনতে পায়নি। উদ্বেগ, ক্লান্তি বা দুশ্চিন্তার কারণে তটস্থ স্নায়ুগুলো বোধহয় ভুল করেছে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যে-কেউ এমন ভুল করতে পারে।

'তুমি থাকলেই খুশি হতাম,' বলল কর্ড। 'বেনেটের বুলেটটা যখন বেরই করেছ, ডাক্তার ডাকতে এত অধীর হওয়ার কী দরকার?'

'বিপদ কিন্তু কাটেনি ওর। সংক্রমণ হলে কী করতে হবে, জানি না। তা ছাড়া, এখানে বসে থাকতেও ইচ্ছে করছে না আমার।'

ফের আকাশে দৃষ্টি চালাল ও। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে, তবে পর্যাপ্ত আলো রয়ে গেছে চরাচরে। উজ্জ্বল দেখাচ্ছে পাহাড়ী খাঁজগুলো। পরে, আকাশে আধ-খানা চাঁদ উঠবে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে বোধহয় ততটা খারাপ লাগবে না।

খাওয়ার জন্য দ্রুত রান্নাঘরের দিকে এগোল ও।

ছয়

পিটার স্লেডের মুখ আর দু'হাত মুছে মুমূর্ষু ড্রাইভারের উপর ঝুঁকে পড়ল রুলিয়া গর্ডন, সন্দেহ হলো সে বোধহয় নিঃশ্বাস নিচ্ছে না। কিন্তু নিচ্ছে সে। এতই ক্ষীণ যে দেখা যাচ্ছে না। নড়ছে ড্রাইভারের ঠোঁটজোড়া। ক্ষণিকের

জন্য খুলে গেল চোখ, পরমুহূর্তে বুজে গেল আবার।

ভাগ্যিস, মি. বেনেট এখনও অজ্ঞান, দ্রুত রান্নাঘরের দিকে এগোনোর সময় ভাবল ও। বলতে গেলে তেমন কোন কাজই নেই ওর। কারও সঙ্গে কথা বলা দরকার। বিকালের স্নায়ুক্ষয়ী ঘটনাপ্রবাহে প্রায় তটস্থ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্নায়ুগুলো।

রান্নাঘরে শুধু জনকে পেল ও। টেবিলে বসে খাচ্ছে সে, দ্রুত মুখে পুরছে খাবার, ওকে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

'কিছুটা কফি গেলো, চাঙা লাগবে। রোজা বলছে সাপারের দেরি হবে না। আমি একটু আগে-ভাগে খাচ্ছি, জলদি রওনা হতে হবে তো।'

'তুমি না গেলেই ভাল হত বোধহয়। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর মি. বেনেটকে সামলাতে যথেষ্ট সমস্যা হবে।'

'তুমি একাই যথেষ্ট।'

টেবিলে বসল রুলিয়া। কাপে কফি ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল জন, তারপর একটা হাত রাখল মেয়েটির কাঁধে। নিজের অজান্তে, জড়সড় হয়ে গেল রুলিয়া, পারলে যেন দূরে সরে যায়!

'ভয় পাচ্ছ নাকি? আমরা এখন পার্টনার, তাই না?'

'একটু নার্ভাস লাগছে,' অপ্রতিভ স্বরে বলল রুলিয়া। চোখ তুলে তাকাল ও, তবে জনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

'থাকতে পারলে আমিও খুশি হতাম। তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার। সব পুরুষ কিন্তু শল্টোর মত নয়।'

'জানি।'

'কথাটা মনে রেখো,' মৃদু স্বরে বলল জন, তারপর যোগ করল: 'জানি, তোমার উপর নির্ভর করা যায়। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত সবকিছু সামলে রেখো। তো, চলি, দেখা হবে।'

দ্রুত বেরিয়ে গেল ও।

নিজেকে নিঃসঙ্গ, একাকী লাগল রুলিয়ার। কফিতে চুমুক দিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র উপভোগ করছে না। পুরোটা শেষ করে বেরিয়ে এল বাইরে। আঙিনায় দেখতে পেল রোজাকে, মার্টি কর্ডের সঙ্গে কথা বলছে।

'কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে বললাম ওকে,' ব্যাখ্যা করল কর্ড। 'তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে হয়তো কিছুটা ভাল লাগবে।'

রোজাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল রুলিয়ার দিকে, ক্ষীণ হাসিও ফুটল না মুখে।

'ঠিকই টুলারোসায় পৌঁছবে জন,' আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলল রুলিয়া। 'কালকের মধ্যে ওখানে আমরাও পৌঁছে যাব।'

শিউরে উঠল রোজা। 'এমন নোংরা, বুনো এলাকা আর দেখিনি! জঘন্য! আর কখনও এখানে আসার ইচ্ছে নেই আমার। পুবে ফিরে গিয়ে এবার...' মৃদু স্বরে ফোঁপাতে শুরু করল ও। এগিয়ে এসে ওকে জাপটে ধরল রুলিয়া, সহানুভূতি এবং ভরসার স্পর্শ ছড়িয়ে দিল।

'চিন্তা কোরো না, রোজা,' এমনভাবে বলল রুলিয়া, যেন বাচ্চা মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'সবকিছু ভালয় ভালয় শেষ হবে। কালকের দিনটা আমাদের জন্য হবে আনন্দের, স্বস্তির।'

'লণ্ঠনের জন্য কেরোসিন লাগবে,' দ্রুত বলল কর্ড, পালিয়ে যেতে পারলে যেন স্বস্তি পাবে।

রোজাকে নিয়ে ভিতরে এল রুলিয়া, তারপর জিম বেনেটকে দেখতে এগোল নির্দিষ্ট কামরার দিকে। দোরগোড়ায় পা রাখার আগেই টের পেল জ্ঞান ফিরে পেয়েছে র‍্যাঞ্চার, কাঁধের ব্যথায় কাতর। সমানে গালাগাল করছে, কাকে কেবল সে-ই জানে বোধহয়। রুলিয়াকে দেখে চুপ হয়ে গেল।

'আমার সামনে চুপ থাকার দরকার নেই,' বলল ও। 'পেনসিল্‌ভেনিয়ার কয়লার খনিতে কাজ করত আমার বাবা। এ-ধরনের সব শব্দই জানা ছিল ওর।'

'ব্যথা...' বিকৃত মুখে বলল র‍্যাঞ্চার। 'সহ্য করতে পারছি না বলেই...' ম্লান হয়ে গেল স্বর, চোখ বুজে ফেলল সে।

জানালার কাছে চলে গেল রুলিয়া, ভুরু কুঁচকে গেছে। বাবার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় একইসঙ্গে তিক্ত অনেক স্মৃতিও মনে পড়ল। নিজের উপর বিরক্ত হলো ও। বাবাকে ঘৃণা করে রুলিয়া। স্মৃতির পর্দায় জন্মদাতার মাত্র একটাই ছবি জমা আছে, নিদারুণ বাস্তবতা আর স্বপ্নভঙ্গের লাগাতার পুনরাবৃত্তিতে ছবিটা তৈরি হয়েছে; মানুষটার সহৃদয়তার যত স্মৃতি ছিল, সেগুলো মুছে গেছে ধীরে ধীরে। প্রতি রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরত ওর বাবা, নোংরা খিটখিটে মেজাজের একজন মাঝবয়সী মানুষ। ব্যর্থ, পরাজিত এবং প্রায় নিঃস্ব। লোমশ বিশাল দেহ তার, মুখটা লাল, বিকৃত মানসিকতার শিকার। রুলিয়ার মা-র গায়ে হাত তোলায় ক্লান্তি ছিল না, সমস্ত ব্যর্থতার একমাত্র কারণ যেন সে-ই।

ক্লারাবেল গর্ডন ছিল রোগা সুশ্রী মহিলা। দাম্পত্য জীবনে অসুখী, মানসিকভাবে পঙ্গু। কিন্তু জিভটা ধারাল ছিল তার, তবে এর প্রয়োজনও

ছিল। মাঝে মধ্যে দেখা যেত দ্বিগুণ সাইজের স্বামীর উপর দিব্যি কর্তৃত্ব করছে সে। কিন্তু প্রতি রাতে যখন মাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরত স্বামী, তাকে ঠেকানোর জন্য শুধু জিভ বা কথাই যথেষ্ট ছিল না। মাতাল অবস্থায় পশুর চেয়েও অধম হয়ে যেত রুলিয়ার বাবা। দিনের পর দিন খনিতে কাজ করে মুগুরের মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল হাত দুটো।

শিউরে উঠল রুলিয়া। ওর বাল্যকালের স্মৃতি মোটেই সুখকর নয়। নোংরা বাড়িতে থাকত ওরা। দারিদ্র্য ছিল ঘরের চতুর্থ সদস্য। দিনের পর দিন কেটে যেত শুধু আলু খেয়ে, মাঝে মধ্যে তাও জুটত না। কিন্তু একটা জিনিসের অভাব বা ব্যতিক্রম ছিল না—স্বামী-স্ত্রীর কলহ আর একতরফা মারপিট। অথচ একসময় পরস্পরকে ভালবাসত মাইক ও ক্ল্যারাবেল গর্ডন। কথাটা শুনেছে রুলিয়া, জীবনে এমন কোন নমুনা নিজ চোখে দেখেনি বলে বিশ্বাসও করে না। পরিণত বয়সে যৌনতা সম্পর্কে যখন জানল ও, এখানেও ওর অভিজ্ঞতা হলো তিক্ত—নোংরা, পাশবিক এবং একপেশে।

মা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়স ছিল বারো। মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডাক্তার বলেছিল নিউমোনিয়া, তবে রুলিয়ার স্থির বিশ্বাস বেদম পিটুনির কারণে প্রথমে শয্যাশায়ী হয়েছিল মা। ওর বাবাই খুন করেছে তাকে। ধারণাটা কখনও বদলাবে না। ওর বাবা একজন খুনী। কোন একদিন হয়তো বাবাকে খুনই করে ফেলত ও...কিন্তু খনিই তার প্রাণ কেড়ে নিল। পরের তিনটা বছর এতিমখানায় কাটে ওর।

'রুলিয়া, সাপার রেডি,' দরজায় এসে দাঁড়াল মার্টি কর্ড।

'আসছি,' বিড়বিড় করে বলল ও।

তবে বললেও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল ও, আঙিনা ছাড়িয়ে গেছে দৃষ্টি। অন্ধকার নামছে চরাচরে। পশ্চিমে কোথাও, স্টেজ রাস্তা ধরে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে জন ক্যালকিন। গন্তব্য টুলারোসা আর মাঝখানে বিস্তর পথ। জন যেন নিরাপদে পৌঁছতে পারে, মনে মনে প্রার্থনা করল ও।

*

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুক চিরে পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা। দু'পাশে মরু অঞ্চলের গাছপালা—মেস্কিট, ওকটিয়া, অরগান পাইপ ক্যাকটাস; মাঝে মধ্যে অবশ্য দৈত্যাকার সেগুয়েরো, গ্রিজউড এবং সেজ চোখে পড়ছে। হলদেটে পাথুরে মাটি, প্রচণ্ড উত্তাপে ফাটল ধরেছে জায়গায় জায়গায়। বেশ দ্রুত পা চালাচ্ছে জন ক্যালকিন। ঢেউ খেলানো পাহাড়সারির প্রথমটা পেরিয়ে বামে বাঁক নিল, ঢালু পথে নামার সময় হাঁটার গতি কমাল। দিনের আলো কমে এসেছে, মেঘ

করেছে আকাশে, তবে তাপমাত্রা কমেনি এতটুকু। ঘামে জবজব করছে সারা দেহ, আড়ষ্ট হয়ে গেছে পায়ের পেশি। কাল সকালে হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ।

প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় ক্ষণিকের জন্য থেমে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল ও। গোধূলি লগ্নের ফিকে আলোয় সামনের মাইলখানেক পথ জরিপ করল—ঢালু পথ ধরে নামার সময় দু'বার মোড় নিতে হবে, তারপর অগভীর উপত্যকা, আরও একটা ছোটখাট পাহাড় পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে।

এগোল ও। রাস্তায় ক্ষীণ নড়াচড়া দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। দু'জন মানুষ, অস্বাভাবিক দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাড়া আছে বোধহয়।

একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। থেমে তার উপর ঝুঁকে পড়ল অন্যজন, পড়ে থাকা লোকটাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। টলমল পায়ে এগোল দু'জন। যেভাবে এগোচ্ছে, টলছে বলাই ভাল।

উপত্যকার দূর প্রান্ত নিরীখ করল জন। পাহাড়ের ওপাশের রাস্তাটা খুঁজে বের করার প্রয়াস পেল। যতটা দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় নেই কেউ।

ভুল!

উপত্যকার উপর, ফ্যাকাসে দিগন্তের বিপরীতে হঠাৎ এক রাইডারকে দেখা গেল। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়েছে সে। আরেকজন যোগ দিল তার সঙ্গে। সেকেন্ড পেরোনোর আগেই আরও দু'জনকে দেখা গেল। কিন্তু রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। আধ-মিনিটের জন্য থামল সবাই, তারপর এগোল আবার, ঢাল ধরে নামছে। পায়ে হাঁটা দু'জনকে ধাওয়া করছে চার রাইডার। কিছুক্ষণের মধ্যে ধরে ফেলবে এদের, দূরত্ব একেবারে কম।

পায়ে হাঁটা দু'জনকে দেখা গেল আবার। দাঁড়িয়ে গেছে তারা, পিছন ফিরে তাকাল, শেষে মোড় ঘুরে মেস্কিট ঝোপের আড়ালে নিচু খাদের মত জায়গায় লুকিয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে এগোল চার রাইডার। মেস্কিট ঝোপের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। গর্জে উঠল একটা অস্ত্র, গানপাউডারের ধোঁয়া স্পষ্ট দেখতে পেল জন, রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন কানে এল সেকেন্ড দুয়েক পর। বাতাসে হাত ছড়িয়ে দিল এক রাইডার, স্যাডলচ্যুত হলো নিমেষে। জন ভেবেছিল একসঙ্গে গুলি শুরু করবে বাকি তিন রাইডার, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। মেস্কিট ঝোপ থেকে আরও দু'বার গুলি করা হলো, কিন্তু পাল্টা গুলি করল না রাইডারদের কেউ।

অ্যাপাচি, ভাবল জন। এটাই ওদের রীতি। পায়ে হাঁটা দু'জন নিশ্চই

সাদা মানুষ।

সাহায্য দরকার লোকগুলোর।

পাহাড়ী ঢাল ধরে ছুটতে শুরু করল ও।

নামতে নামতে পুরো উপত্যকার মানচিত্র মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছে জন। কিছুক্ষণ টানা ছোটার পর গতি কমিয়ে আনল। শেষে, উপত্যকার কিনারে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, পিস্তল বের করে সামনে সতর্ক দৃষ্টি চালাল। ট্রেইলের দু'পাশে ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। ধারে-কাছে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। কিছুটা বাম দিকে।

রাইডারদের সম্ভাব্য অবস্থান বিবেচনা করে ডানে সরে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে থামতে বাধ্য হলো। সামনে, অস্পষ্ট একটা কাঠামো–মাটি থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে নিদারুণ সতর্কতায়। লোকটার উপর নজর রাখল জন। হাঁটুর উপর ভর রেখে বসল সে, ধনুকে তীর লাগাচ্ছে। গাঢ় পোশাক পরা ছোটখাট মানুষ, মাথায় একটা ব্যান্ড। ধনুকের ছিলা টান-টান হয়ে উঠতে পিস্তলের ট্রিগার টানল জন।

কেঁপে উঠল রেডস্কিনের দেহ, ঢলে পড়ল মাটির উপর। আরও ডান দিকে, ক্ষীণ নড়াচড়া চোখে পড়ল জনের। চট করে উঠে দাঁড়াল ইন্ডিয়ান। ইতোমধ্যে শরীর নিচু করে ফেলেছে জন, মাথার উপর দিয়ে বিচিত্র গুঞ্জন তুলে ছুটে চলে গেল তীরটা। দ্বিতীয় ব্রঙ্কোকে লক্ষ্য করে গুলি করল ও, তারপর গড়ান খেয়ে সরে এল কয়েক গজ। অপেক্ষায় থাকল।

পিছনে হুড়োহুড়ির শব্দে রীতিমত চমকে উঠল জন। শরীরে গড়ান তুলে পিছন ফিরল, ধারাল ছুরির মত স্পিয়ারটা বিদ্ধ হলো পাশে–ঠিক যেখানে ছিল একটু আগে! ভয় পাওয়ারও সময় নেই এখন, স্রেফ বিস্মিত ও, ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল। স্পিয়ার ছুঁড়েও ক্ষান্ত হয়নি, পিছন পিছন ছুটে আসছে খেপা ষাঁড়ের মত। হাতে ধারাল ছুরি। জনের উদ্দেশে লাফ দিয়েছে লোকটা, মুহূর্ত খানেক পরই ওর উপর পড়বে, সহজ ও নিশ্চিত বিজয়ের সম্ভাবনায় উল্লসিত!

ঝাঁকি খেল ওর দেহ, হাঁটুজোড়া উঠে গেল আকাশে। একইসঙ্গে ট্রিগার টানল। জন নিশ্চিত মিস্ করেনি, কিন্তু উদ্যত ছুরি এবং ক্ষিপ্ত ইন্ডিয়ান নিক্ষিপ্ত তীরের মত ঠিকই ছুটে আসছে। হাত বাড়াল ও, বাতাসে থাকতে চেপে ধরল ইন্ডিয়ানের ছুরি ধরা কব্জি, তারপর শরীরে মোচড় তুলে সরে গেল একপাশে। ভোঁতা থপথপে শব্দে ওর উপর আছড়ে পড়ল ইন্ডিয়ানের দেহ। আসলে লাশটা পড়েছে। ঠেলে লাশটা সরিয়ে দিল জন, গড়ান খেয়ে

হাঁটু গেড়ে বসল। সামনে যমদূতের মত উদয় হয়েছে দ্বিতীয় ইন্ডিয়ান, ধনুক থেকে ছুটে এল বিষ-মাখা তীর। একই সময়ে গর্জে উঠেছে জনের পিস্তল। তীরের চেয়ে বুলেটের গতি বেশি। স্বভাবতই, পিছনে ঝাঁকি খেল অ্যাপাচির দেহ। তীরের গতিপথ সামান্য বদলে গেছে, ছুটে গেল অনির্দিষ্ট গন্তব্যে।

উঠে দাঁড়াল জন, দ্রুত শ্বাস ফেলছে।

'আরে! কোত্থেকে এলে তুমি?' জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল জন। মেস্কিট ঝোপ ছেড়ে এগিয়ে আসছে দীর্ঘদেহী এক যুবক, বাদামি রঙের চুল। উদ্বিগ্ন মুখ–ফ্যাকাসে আলোয় দেখল জন–পরনের কাপড় কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। হাতে একটা পিস্তল, নলটা নিচু।

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বলল জন।

তিন ব্রঙ্কোর লাশ দেখল লোকটা। 'আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ, মিস্টার। আরেকটু হলে দফা রফা হয়ে গিয়েছিল। তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'নেই,' ইন্ডিয়ানদের ঘোড়ার খোঁজে চারপাশে তাকাল জন। বেশ কিছু দূরে দুটো ঘোড়া চোখে পড়ল।

'ইন্ডিয়ানদের ঘোড়া কোনমতেই ধরা সম্ভব নয়,' বলল যুবক। 'আমার নাম হার্ভে বীল।'

'জন বলে ডেকো আমাকে।'

'এদিকের সব লোককে চিনি আমি। তোমাকে তো কখনও দেখিনি।'

'এদিকে থাকি না আমি,' জানাল জন। 'স্টেজে চেপে ক্যামেরন থেকে টুলারোসায় যাচ্ছিলাম। পিউতে হিল্‌সে আটকা পড়েছি। সঙ্গে ঘোড়া নেই আমাদের। টুলারোসায় যাচ্ছিলাম, ভেবেছি কোন হোমস্টিড থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করব।'

'পাবে না,' বলল বীল। 'ওয়েল্‌সে ঘোড়া নেই? আশ্চর্য তো! গেল কোথায় সব?'

'স্টেশনে পৌঁছে দেখি একদল আউটল অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। এক্সপ্রেস বক্সের সোনা কেড়ে নিল ওরা। ধারে-কাছে যত ঘোড়া বা মিউল ছিল, সব নিয়ে কেটে পড়েছে ওরা।'

'সত্যি ঘটেছে এসব, জন?'

'ওখানে গেলেই দেখতে পাবে সত্যি কি না।'

'তা হলে স্রেফ মারা গেছি আমরা!'

'এখনও মরোনি।'

'এরকম বেঁচে থাকা আর মরার মধ্যে তফাৎ নেই। আমি কি না ভেবেছি

ওয়েল্‌সে পৌঁছতে পারলে ঘোড়া সংগ্রহ করে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে চলে যাব। কিন্তু ওখানে যেহেতু ঘোড়া নেই, গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়েছি আমরা। পাহাড়ী এলাকায় গিজগিজ করছে অ্যাপাচিরা।'

এ-আশঙ্কাই করছিল জন।

'টুলারোসায় পৌঁছতে পারব?' জানতে চাইল ও।

'হাজারের একভাগ সম্ভাবনাও নেই। কোথাও কোন ঘোড়া খুঁজে পাবে না। সব দখল করে নিয়েছে অ্যাপাচিরা। আমার বসতিতেও এসেছিল। থর্টনের বাড়িও বাদ দেয়নি। অন্য চারটা বসতি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছি। ওহ্, সোফিয়াকে এসব বলব কীভাবে?'

'সোফিয়া কে?'

'সোফিয়া থর্টন। মেস্কিট ঝোপের আড়ালে আছে ও। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছে বেচারী। রাস্টির মৃত্যুও একটা কারণ। সোফিয়ার স্বামী ছিল ও। অ্যাপাচি আক্রমণের সময় ক্লিফ ধরে নামছিলাম আমরা, হঠাৎ হাত ছুটে যায় রাস্টির।'

ফের চারপাশে দৃষ্টি চালাল জন। চারজন ইন্ডিয়ান মানে চারটে ঘোড়া। মিনিট কয়েক আগে দুটো চোখে পড়েছে, তবে এতক্ষণে নিশ্চই অন্ধকারে সরে পড়েছে ওগুলো। দিনের আলো থাকলেও যে হেরফের হত, তা নয়। বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান ঘোড়া আধ-বুনো। দড়ি ছাড়া ধরা যাবে না ওগুলোকে।

'মহিলাকে নিয়ে এসো,' বীলকে বলল ও। 'ওয়েল্‌সে ফিরে যেতে হবে। হয়তো ধারে-কাছে আরও অ্যাপাচি রয়েছে।'

'সকাল থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে ওরা।'

'ওয়েল্‌স তো পাহাড়ী এলাকার বাইরে। ওদিকে অ্যাপাচিদের হামলা হয়নি এখনও।'

'শিগ্‌গিরই হামলা করবে। একসময় এদিকেই থাকত ওরা। এসেছে যখন, খালি হাতে ফিরে যাবে না। ওয়েল্‌স থেকে ঘোড়া সংগ্রহের ধান্ধা ওদেরও আছে। ঘোড়া চুরি করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় হারামজাদারা।'

'আশ্রয় নেওয়ার মত আর কোন জায়গা আছে ধারে-কাছে?'

'উঁহুঁ, মনে হয় না এমন নিরাপদ কোন জায়গা আছে,' থামল হার্ভে বীল, তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল: 'এই, সোফি! চলে এসো এখানে।'

সাড়া দিল না মেয়েটি। মেস্কিট ঝোপের দিকে এগোল বীল আর জন। ভিতরে ঢুকে দেখল পাশ ফিরে পড়ে আছে সোফিয়া থর্টন। আলুথালু বেশ—এলোমেলো চুল, পরনের ড্রেস ফালা ফালা হয়ে গেছে, দুই বাহুতে

ছড়ে গেছে কয়েক জায়গায়।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ল হার্ভে বীল, মেয়েটির কাঁধে হাত রাখল। 'সোফি! ওঠো, সোফি। এখানে থাকা যাবে না।'

এত নিচু স্বরে জবাব দিল যুবতী যে কোনরকমে শব্দগুলোর অর্থোদ্ধার করতে পারল জন। 'আমাকে এখানেই রেখে যাও, হার্ভে। আর এক পাও হাঁটতে পারব না আমি।'

'তোমাকে সাহায্য করব আমরা।'

প্রায় টেনে-হিঁচড়ে যুবতীকে দাঁড় করাল বীল, সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল। কোমর চেপে ধরেছে সোফিয়ার।

মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না জন, তবে অনুমান করল মেয়েটির বয়স বেশি নয়, ক্ষীণদেহী, এবং দারুণ অবসন্ন। হতাশ, ক্লান্ত ও পরাজিত।

'আমি সাহায্য করব তোমাদের,' বলল ও। 'ওয়েল্স বেশিদূর নয়। ঠিক চলে যেতে পারব আমরা।'

পিস্তল পরখ করল ও, রিলোড করল, তারপর হোলস্টারে ভরে রাখল। ক্ষীণ আলো রয়ে গেছে আকাশে, পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি এখনও, আকাশে উঁচু স্তরের গোলাপি মেঘের দল অস্তমান সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে; তবে উপত্যকা আর পাহাড়ী খাজে গাঢ় হচ্ছে ছায়া। ধারে-কাছে যদি কোন ইন্ডিয়ান থেকেও থাকে, চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত ওই চারজনই বীলদের পিছু নিয়েছিল। কাল হয়তো পরিস্থিতি বদলে যাবে।

টলমল পায়ে রাস্তা ধরে এগোল বীল আর সোফিয়া থর্টন। অনুসরণ করল জন। কিছুক্ষণ পর বীলের বদলে সোফিয়াকে সাহায্য করার দায়িত্ব নিল, প্রায় ওর উপর ভর করে এগোচ্ছে যুবতী। একটু একটু করে, পাহাড়ী ট্রেইল ধরে পিউতে ওয়েল্সের দিকে এগোল ওরা।

সাত

বাইরে জনের চিৎকার শুনে দৌড়ে বেরিয়ে এল মার্টি কর্ড। কথা বলারও ক্ষমতা নেই হার্ভে বীলের। এদিকে প্রায় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে জনকে। ফিরতি

পথে, বেশিরভাগ সময় মহিলাকে বহন করতে হয়েছে ওর। ক্ষীণদেহী হলেও পাঁজাকোলা করে বইতে হয়েছে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম ওজনের দেহটা। সোফিয়া থর্টন সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকলে সহযোগিতা করতে পারত, জনের কাজ সহজ হয়ে যেত তা হলে; তাই একজন মানুষকে নয়, বলা যায় পঞ্চাশ কেজি ওজনের ভারী একটা পাথর বইতে হয়েছে ওকে। সংক্ষেপে ফিরে আসার কারণ ব্যাখ্যা করল ও, চুপচাপ শুনে গেল জুয়াড়ী।

'যাক্‌গে, তুমি ফিরে আসায় ভালই হয়েছে, আমি অন্তত খুশি হয়েছি,' স্বস্তির সুরে বলল সে। 'বড্ড জ্বালাচ্ছে জিম বেনেট। কেবল মার্থা ওয়ালেসই ওকে সামলাতে পারছে। যা চাইছে, তাই দিচ্ছে মহিলা। যেমন ধরো, শাহি খানার ফরমাশ দিল সে। খেতে পারবে না, অথচ চাই তার। তো...'

'গোল্লায় যাক বেনেট!' অসন্তোষ প্রকাশ করল জন। 'আর কোন অস্ত্র খুঁজে পেয়েছ?'

'নাহ্। আউটলদের চোখ এড়িয়ে গেছে এমন অস্ত্র ওই একটাই।'

হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল হার্ভে বীল, কষ্টেসৃষ্টে সিধে হলো। 'অস্ত্র নেই? অস্ত্র ছাড়া লাল চামড়ার শয়তানগুলোকে ঠেকাব কী করে?'

'দুটো আছে—তোমার আর আমারটা,' বলল জন।

'যা বলেছি, অবস্থা তারচেয়েও খারাপ,' বিড়বিড় করল বীল।

বাড়িতে ঢুকল ওরা। মূল কামরার দরজায় উঁকি দিল রুলিয়া। কেন জানে না, কিন্তু মেয়েটাকে দেখে স্বস্তি বোধ করল জন। 'রুলিয়া, হাভাতে পড়া দু'জন মানুষ আছে এখানে,' মৃদু হেসে বলল ও। 'খাবারের কী অবস্থা?'

'হবে বোধহয়,' জবাব দিল স্কুলমার্ম। 'একটু অপেক্ষা করো। রোজাকে খাবার গরম করতে বলছি।'

চলে গেল রুলিয়া।

মুহূর্ত কয়েক পর ভিতরে ঢুকল ওরা। দীর্ঘ টেবিলের একটা চেয়ারে সোফিয়াকে বসিয়ে দিল কর্ড। কারও সাহায্য দরকার হলো না বীলের।

'জন!' কামরার ওপাশ থেকে ভেসে এল জিম বেনেটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'কী মনে করে ফিরে এলে? এতটুকু বিচারবুদ্ধি নেই তোমার? মেহমান হিসাবে যাদের নিয়ে এলে, এরা কারা?'

র‍্যাঞ্চারকে মূল কামরায় দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে জন, মুহূর্তের বিহ্বলতা কাটিয়ে তার উপস্থিতির কারণটা বুঝতে পারল। কেউ একজন, সম্ভবত মার্টি কর্ড, বেনেটের খাটটা টেনে নিয়ে এসেছে এখানে। বালিশে

ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসেছে সে। জ্বরে পুড়ছে মুখ, লালচে দেখাচ্ছে। এ-অবস্থায় পুরোপুরি শুয়ে পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত তার।

'ঘুমানো উচিত তোমার,' বলল জন।

'পারছি না। সবকিছু তো কাউকে দেখাশোনা করতে হবে, নাকি? এরা কারা? তুমি ফিরে এসেছ কেন?'

সারা পৃথিবীতে অসংখ্য অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য রয়েছে, তারই একটা হচ্ছে একজন মানুষের একইসঙ্গে বহু জায়গায় কর্তৃত্ব করার ইচ্ছে। তবে নিজের মনোভাবটা প্রকাশ করল না জন, বরং মৃদু স্বরে বলল: 'এ হচ্ছে হার্ভে বীল, আর মহিলার নাম সোফিয়া থর্টন। হোমস্টিডার। অ্যাপাচি হামলার পর বসতি ছেড়ে চলে এসেছে ওরা। ওদের সঙ্গে যখন দেখা হয় আমার, অ্যাপাচিদের ধাওয়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটছিল।'

'বাজে বকছ! রিজার্ভেশনে খেদিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যাপাচিদের!'

'রিজার্ভেশন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। পাহাড়ী এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সকালের মধ্যে এখানেও পৌঁছে যাবে।'

শান্ত হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার। 'বিশ্বাস করি না আমি,' বিড়বিড় করে বলল সে, তবে জনের ধারণা কথাটা ঠিকই বিশ্বাস করেছে।

পানি ঢেলে দিয়েছে মার্টি কর্ড। কাপে গরম কফি পরিবেশন করল রুলিয়া। জানাল সাপার গরম করছে রোজা, মিনিট কয়েকের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

'আরও কফি দাও আমাকে,' চাহিদা জানাল র‍্যাঞ্চার, তারপরই কণ্ঠ চড়া হয়ে গেল তার: 'মার্থা! কোথায় গেলে? আরও কফি চাই আমার!'

রুলিয়ার উদ্দেশে ভুরু কোঁচকাল জন। 'কখন থেকে এমন করছে?'

'জ্ঞান ফেরার পর থেকে। মনে হচ্ছে অসুস্থ অবস্থাও উপভোগ করছে ও।'

রান্নাঘর থেকে চলে এল মার্থা ওয়ালেস, হাতে কফির কাপ। র‍্যাঞ্চারের কাছে যখন পৌঁছাল মহিলা, ততক্ষণে চাহিদা বদলে গেছে বেনেটের–জনের সঙ্গে আরেক রাউন্ড চোটপাট দেখাতে চায়। মার্থাকে কাপ নামিয়ে রাখতে ইঙ্গিত করল সে, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো: 'অল্পতে ভয় পাও তুমি, জন। পাহাড়ে যদি কিছু ইন্ডিয়ান থাকেই, কী যায়-আসে? টুলারোসায় যাওয়া উচিত ছিল তোমার।'

অখণ্ড মনোযোগে একটা সিগারেট রোল করল জন। ধরিয়ে বলল, 'উচিত মনে হয়েছে বলেই ফিরে এসেছি। তোমার যদি সেটা পছন্দ না হয়ে

থাকে, দুঃখিত, কিছু করার নেই আমার। এ-নিয়ে আর কথা না বাড়ানোই মঙ্গল।'

'কথা বাড়াব না মানে?' খেপা স্বরে তড়পে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলছ আমাকে? আরে, বোকার হদ্দ, ইন্ডিয়ানরা যদি বেরিয়ে গিয়েই থাকে, টুলারোসায় খবরটা পৌঁছে দেওয়া উচিত, নাকি? এখানে বসে থেকে ওদের অসহায় শিকারে পরিণত হব সবাই?'

'হয়তো এটাই আছে আমাদের ভাগ্যে,' উঠে দাঁড়াল জন। 'কর্ড, চলো, বাইরেটা একবার দেখা দরকার।'

দরজার দিকে ফিরল ও, কিন্তু এখনও হাল ছেড়ে দেয়নি বেনেট।

'নিকুচি করি তোমার, জন! এদিকে এসো। তোমার সঙ্গে কথা শেষ হয়নি আমার।'

'পরে।'

মার্টি কর্ডের সঙ্গে বেরিয়ে এল ও।

মৃদু স্বরে হেসে উঠল জুয়াড়ী। 'বেনেটকে সামলানোর এটাই একমাত্র উপায়। ওর সামনে থেকে সরে যাও। মূল কামরায় বিছানাটা আনার সময় বুঝতে পারিনি যে এমন গ্যাঁড়াকলে পড়ব, সবাইকে অতিষ্ঠ করে তুলবে সে। মনে করেছি এতে কাজে সুবিধা হবে রুলিয়ার, প্রয়োজনে আমিও সাহায্য করতে পারব। একা এক কামরায় রাখা হয়েছে বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল সে, কেউ নাকি মনোযোগ দিচ্ছে না ওর দিকে। তো, ভেবে দেখলাম বাইরের ঘরে আনলে হয়তো হাউকাউ করবে না।'

শ্রাগ করল জন। 'বেনেটের প্রসঙ্গ বাদ দাও। অ্যাপাচিদের সম্পর্কে কথা বলা দরকার। এমনও হতে পারে স্টেশনের ধারে-কাছেও আসবে না ওরা, কিংবা সকালের আগেই পৌঁছে যেতে পারে। বীলের কাছে যা শুনলাম, পাহাড়ে প্রতিটি বসতিতে হামলা করেছে ওরা। বীল আর সোফিয়া যেহেতু পালাতে পেরেছে, নিশ্চই আরও কয়েকজন কোন না কোনভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছে। সেনাবাহিনী এ-সম্পর্কে অবগত ধরে নিতে পারি আমরা, সেক্ষেত্রে বলা যায় এ-মুহূর্তে হয়তো অ্যাপাচিদের পিছু নিয়েছে ওরা। এর মানে হচ্ছে কাল দিনের যে-কোন সময়ে সাহায্য চলে আসবে এখানে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, সকালের আগেই যদি অ্যাপাচিরা চলে আসে, কতক্ষণ টিকতে পারব আমরা?'

'দুটো পিস্তল দিয়ে? কোন সম্ভাবনাই নেই। বড়জোর মিনিট কয়েক।'

'সেক্ষেত্রে একটা কিছু করতে হবে আমাদের।'

'কী সেটা?'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল জন। 'কী করব, বলতে পারছি না এখনও। হয়তো বীলের কথাই ঠিক–শিগ্‌গিরই মরতে যাচ্ছি আমরা, স্রেফ সঠিক সময়ের অপেক্ষা কেবল। এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি পাল্টা লড়াই করার পক্ষে...লড়াই করার একটা উপায় যদি পাই। মাথাটা সচল রেখো, মার্ট, কোন বুদ্ধি বেরিয়ে আসতেও পারে। বার্নে কী আছে?'

'সাধারণত যা থাকে–হার্নেস, খড়, ঘোড়ার খাবার, কুড়াল, গাঁইতি, কোদাল, ছুরি ধার করার চাকা, তিনটা পিচফর্ক।'

'বার্নের ওপাশে একটা কেবিন আছে।'

'হস্‌ল্যারদের ঘুমানোর জায়গা। কট, কম্বল, পুরানো কাপড়, টেবিল এবং বক্স-চেয়ার। স্টোভ। আর কিছু নেই।'

'ওয়েল্‌সের ওদিকে পুরানো দুর্গটা কেমন?'

'দুর্গ বললে বেশি হয়ে যায়, একসময় হয়তো তাই ছিল, কিন্তু এখন নাম সর্বস্ব। বড়সড় একটা কামরা, দেয়ালগুলো প্রায় দুই ফুট পুরু। ছোট ছোট জানালা, সবক'টা ভাঙা। কোন দরজা নেই। ভিতরে ভাঙা জীর্ণ আসবাবপত্র।'

'আর ছাদ?'

'ছাদ নেই।'

'স্টকেডের বেড়াটা রয়েছে না?'

'বেড়া চারদিকে আছে, তবে ভাঙা। পিছনে মাটির তৈরি খিলানের কারণে চারকোনা টিকে আছে। এ-ধরনের বেড়া সাধারণত দশ ফুট উঁচু হয়, কোণে থাকে মাটির তৈরি ছাঁচ, যাতে ওখানে অবস্থান নিয়ে বাইরে গুলি করা যায়। মূল বেড়া ধসে পড়ায় জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।'

ধীরে ধীরে নড করল জন। মুহূর্ত কয়েক ভেবে বলল: 'একটা লণ্ঠন যোগাড় করো, মার্ট। দুর্গটা দেখব আমি। রুলিয়াকে আমাদের সঙ্গে আসতে বোলো।'

ভিতরে চলে গেল মার্টি কর্ড। একটু পর রুলিয়াকে নিয়ে ফিরে এল। দু'জনের হাতে দুটো লণ্ঠন। 'তোমাকে একটা কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে মি. বেনেট,' জানাল মেয়েটি। 'এখনই দেখা করো ওর সঙ্গে।'

'নির্দেশটা পৌঁছে দিয়েছ তুমি,' বলল জন, নিঃশব্দ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ওর মুখ, দেখল রুলিয়াও হাসছে।

আঙিনা ধরে এগোল ওরা, পরিত্যক্ত স্টেজকোচ পেরিয়ে শেডে ঢাকা তিন কূপের দিকে এগোল। বাম দিকে পুরানো দুর্গ, একসময় ছিল স্কুঅম্যান পিয়েরে আরমান্ডের দুর্ভেদ্য বসতি।

'ওই যে স্টকেডের এক কোণা,' আঙুল তুলে দেখাল কর্ড। 'ডানে একটা পাবে। বাকি দুটো রয়েছে পিছনে।'

'পরে দেখব এসব,' বলল জন। 'দরজাটা খুঁজে বের করো।'

দশ পা এগোতে দালানের সামনে চলে এল ওরা। চৌকোণা নিচু অ্যাডোবি দালান, মাটির মেঝে। ছাদহীন, তবে জনের চোখে পড়ল সিলিঙের কয়েকটা বিম আস্ত এবং যথাস্থানে আছে এখনও। দুই লণ্ঠনের আলো মার্টি কর্ডের কথার সত্যতা প্রমাণ করছেঃ প্রায় ধসে পড়া একটা টেবিল, লোহার পুরানো বেডফ্রেম, ভাঙা তিনটা চেয়ার, শেলফ-র‍্যাক, জং ধরা চিমনিহীন স্টোভ। ছয়টা জানালা–সবই ছোট এবং ভাঙা। দুটো সামনে, দুটো পিছনে আর এক পাশে একটা করে। পিছনের দিকে একটা দরজা আছে অবশ্য, বহু আগেই ওটার কবাট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

রুলিয়ার দিকে তাকাল জন। 'কী মনে হচ্ছে তোমার?'

'এখানে থাকার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর।'

'একরাতের জন্য সহ্য করতে পারবে না?'

অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল স্কুলমার্ম। 'এখানে থাকার কথা ভাবছ নাকি?'

'ঠিক,' স্বীকার করল জন। 'যা পরিস্থিতি, স্টেশন-হাউসের চেয়ে এই জায়গাটা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে। জ্বলার মত ছাদ নেই। অল্প কিছুক্ষণের জন্যও যদি অ্যাপাচিদের আটকে রাখতে পারি, যেখানেই থাকি না কেন, দালানে আগুন লাগিয়ে দেবে ওরা–অন্তত চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু এই দালানে তো কোন দরজা নেই।'

'হয়তো নেই, রুলিয়া। থাকলেও বাড়তি সুবিধা পাওয়া যেত না। দরজা ভাঙা তেমন কঠিন কাজ নয়। দরজার পিছনে ব্লক রাখব আমরা, কাজটা স্টেশন-হাউসের চেয়ে এখানেই সুবিধা হবে।'

'পানি নিয়ে আসতে হবে,' যোগ করল মার্টি কর্ড।

'তাও সম্ভব,' বলল জন। 'রান্নাঘরে বালতি আর টাব দেখেছি। ম্যাট্রেস দিয়ে হাতল তৈরি করা যাবে। খাবার নিয়ে আসতে হবে। যা দেখলাম, আমার তো মনে হয় স্টেশন-হাউসের চেয়ে বরং এখানেই শক্ত প্রতিরোধ গড়তে পারব আমরা।'

পুরো কামরায় চোখ বুলাল রুলিয়া। 'যদি সত্যি এখানে আসতে চাও, জন–মি. বেনেট বোধহয় সম্মতি দেবে না, কারণ ধারণাটা প্রথমে তার মাথায় আসেনি।'

'কথা বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর। তাই করছে সে। সময় হলে ওকে নিয়ে আসব এখানে। মার্ট, যদি এখানে আসতেই হয়, বার্ন থেকে কিছু কাঠ এনে রাখতে হবে। কুড়াল আর ফর্কও এনো। বেনেটের সঙ্গে কথা বলব আবার। মার্থা ওয়ালেসের সঙ্গেও বলতে হবে। আরও কয়েকটা অস্ত্র যদি থাকত আমাদের...'

'নেই,' চিন্তিত স্বরে বলল জুয়াড়ী।

'চলো, স্টকেডের কোণাগুলো দেখি।'

ধাপ বেয়ে পুরানো স্টকেডের এক কোণায় উঠল জন, তবে বেশিক্ষণ থাকল না ওখানে। তারপর রুলিয়ার সঙ্গে স্টেশন-হাউসে ফিরে এল। বার্নে গেছে কর্ড।

রাতটা ঠাণ্ডা। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। সবে চাঁদ উঠেছে আকাশে। ক্ষীণজ্যোতির, তবে ধারে-কাছের ছায়া সরে গেছে, রূপালি আলোয় গোসল করছে আঙিনা। পশ্চিমে স্টেজ রাস্তার অনেকটা দেখা যাচ্ছে। পিছনে, স্টকেডের তিনটা কোণা আর ওগুলোর মাঝখানে নিচু চৌকোণা অ্যাডোবি চোখে পড়ছে। স্টেশন-হাউসের মত দৃঢ় বা জমকাল নয় কাঠামোটা।

ক্ষণিকের জন্য থামল ওরা। আলতো হাতে জনের বাহু স্পর্শ করল রুলিয়া। 'সমস্যাটা কী, জন?'

'কিছু না।'

'বোকার মত একটা কথা বলি? তুমি এখানে থাকায় সত্যি স্বস্তি পাচ্ছি।'

'কখন কী করতে হবে যার জানা আছে এমন কেউ থাকলে আরও স্বস্তি পেতে,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'আসলে জীবনে কর্তৃত্ব করার সুযোগ আমি কমই পেয়েছি। যেসব নির্দেশ দিচ্ছি, কাউকে না কাউকে দিতে হবে বলেই দিচ্ছি। ভেবেছি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে কর্ড, কিন্তু নেয়নি সে।'

'কিন্তু সুযোগ পেলে ঠিকই দায়িত্ব নিজের হাতে নেবে মি. বেনেট। জন, দয়া করে এই সুযোগটা ওকে দিয়ো না। এ-পর্যন্ত ভুল করোনি তুমি।'

'রুলিয়া, আমার মনে হয় দুর্গে অবস্থান নেওয়া উচিত। ওটার দেয়াল পুরু, ছাদ নেই, তাই আগুনও লাগাতে পারবে না কেউ, এবং ওখানে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব আমরা। তবে এগুলো আমার নিজস্ব ধারণা।

মনে হয় না বেনেট একমত হবে। হার্ভে বীলের ব্যাপারে বলতে পারছি না। রোজা বোধহয় দুর্গে থাকার কথা শুনেই নাক কুঁচকাবে। সেক্ষেত্রে, কীভাবে বলব ঠিক কাজই করছি আমি?'

'সবাই একমত হবে না, এটাই স্বাভাবিক। এটা তোমার দোষ নয়। সাধ্য আর সামর্থ্যের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে, সামর্থ্যের পুরোটা যেমন ঢেলে দিতে হয়, তেমনি সামর্থ্যের বাইরে পরিকল্পনা করলেও চলে না। তুমি যা করছ–সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সেরা সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চাইছ।'

ক্ষীণ হাসল জন। 'ধন্যবাদ। একটা কাজ করে দেবে আমার? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, ওদের ব্যাখ্যা কোরো কেন দুর্গে সরে আসা উচিত। প্রথমে বীলকে বাইরে পাঠিয়ে দাও। আর জিম বেনেটকে বোলো সুযোগ হলে ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'ইয়েস, স্যার,' ক্ষীণ হেসে বলল রুলিয়া। 'আর কিছু?'

'আর…স্লেড কেমন আছে?'

'শেষ যখন দেখেছি, নিঃশ্বাস প্রায় নিচ্ছিল না সে। তবে বেঁচে আছে।'

'আচ্ছা, মার্থা ওয়ালেসের প্রতি বেনেটের নির্ভরতার কারণটা জানো?'

'সহজ ব্যাপার। আমি বা রোজা ওর মত মি. বেনেটের নির্দেশ তামিল করছি না। মার্থার অবস্থান একটু ভিন্ন। বোধহয় অসুস্থ একজন মানুষের সেবা করতে উপভোগ করছে ও। একদিক দিয়ে ওর স্বামীর জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে মি. বেনেট, চেঁচিয়ে একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছে। মার্থা আসলে অন্যের কর্তৃত্বে থাকতে অভ্যস্ত। সমীহও করে এমন পুরুষকে।'

'তুমি?'

'সমীহ আমিও করি। তবে কর্তৃত্ব আর অযথা চেঁচামেচির মধ্যে পার্থক্য করতেও পারি। মি. বেনেট আসলে একটা নির্জলা ঝামেলা।'

*

হার্ভে বীলের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে বার্নে চলে এল জন। একটা লণ্ঠন এখানে রেখে গেছে মার্টি কর্ড, ওটার আলোয় পুরো বার্ন খুঁটিয়ে দেখল ও। বেশ কয়েকটা স্টল মজবুত, সহজে ভাঙা যাবে না। পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি। দুর্গের ভাঙা দরজার ফাঁকে ফাঁকে জুড়ে দেওয়া যাবে। ছোটগুলো জানালায় ব্যবহার করা যাবে। মনে মনে ভাবলেও জানে যে মোটা দেয়াল বা পুরু কাঠ ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে পারবে না। সত্যিকার প্রতিরক্ষার জন্য ওদের দরকার অস্ত্র।

দরজার কাছে ফিরে এল ও, আঙিনায় দেখতে পেল হার্ভে বীলকে।

'মেয়েটা বলল আমার সঙ্গে নাকি কথা বলতে চাও?'

নড করল জন, হোমস্টিডারের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কেমন বোধ করছ?'

'ভীত। ক্লান্ত। আসলেই কি মাত্র দুটো অস্ত্র আছে আমাদের?'

'হ্যাঁ। তোমার আর আমার।'

পাশ ফিরে পাহাড়ের দিকে তাকাল লোকটা, নিচু স্বরে খিস্তি করল। 'ঠিকই আমাদের খুঁজে বের করবে ওরা, জন। ভোরের আগেই এখানে পৌঁছে যাবে। বুনো চিৎকার আর গুলি করতে করতে আসবে। সূর্য ওঠার আগেই শেষ হয়ে যাব আমরা। নাহ্, এখানে থাকা যাবে না। চলে যাব আমি। চালাক হলে তুমিও যাবে।'

'কোথায় যাব?'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে পুব দিকে ইঙ্গিত করল বীল। 'ওদিকে…মরুভূমির যে-কোন জায়গায়। অন্তত একটা সম্ভাবনা তো থাকবে।'

'মেয়েদের কী হবে? অন্যদের কথা থাক, সোফিয়ার ব্যাপারে ভেবেছ?'

'সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দু'দলে ভাগ হব আমরা। এক দল যাব…'

'আহত মানুষটার কী হবে?'

'ধ্যেৎ, সবার সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা না করলেও চলবে! এখানে বসে থেকে মরতে চাও নাকি?'

'না। সাধ্যমত লড়ার চেষ্টা করব। দুর্গে চলে যাব আমরা, দরজা-জানালায় ব্লক ঠেকিয়ে মজবুত করব। যতক্ষণ সম্ভব ওখানে টিকে থাকব।'

'তারপরও সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য হবে না তোমাদের। এত ইচ্ছে যখন, থাকো তুমি। আমি থাকছি না। মরুভূমির দিকে চলে যাব।'

'সত্যি তাই করবে?'

'আর কী করতে পারি বলো? পালানো ছাড়া কোন উপায় দেখছি না।'

পিস্তল বের করল জন। হার্ভে বীলের বুক বরাবর স্থির হলো নলটা। 'বুঝলাম। আগে পিস্তলটা দিয়ে দাও, তারপর তোমার যা ইচ্ছে কোরো।'

আড়ষ্ট হয়ে গেছে বীল, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল। হোলস্টারের দিকে হাত বাড়িয়েও শেষ মুহূর্তে নিরস্ত হলো সে। 'আমার কাছ থেকে এভাবে পিস্তল কেড়ে নেওয়ার কোন অধিকার নেই তোমার!'

'অধিকার গোল্লায় যাক! সবার ভাল-মন্দের কথা ভাবছি আমি। পিস্তলটা দরকার আমাদের। দিয়ে দাও, ব্যস।'

'মাথা খারাপ!'

হ্যামার টানল জন। 'বীল, পিস্তলটা চাই আমার। সেজন্য তোমাকে যদি খুনও করতে হয়, নির্দ্বিধায় করব। গানবেল্ট খুলে ফেলে দাও। এখনই!'

গানবেল্ট খুলে ছেড়ে দিল হার্ভে বীল, পায়ের কাছে পড়ল ওটা।

'কোন একদিন তোমাকে খুন করব আমি!' হিসহিস করে উঠল সে।

শ্রাগ করল জন। 'চেষ্টা চালাতে পারো, তবে পরে। এখন, পিছিয়ে যাও, তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো কী করবে। ইচ্ছে করলে মেলপেই মরুভূমির দিকে যেতে পারো কিংবা থাকতেও পারো। যাই করো, একটুও পরোয়া করি না আমি।'

পিছিয়ে গেল সে। এখনও আড়ষ্ট, টান-টান দেহে দাঁড়িয়ে আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে। জনকে গানবেল্ট তুলে নিতে দেখল সে, বলল: 'জন, পিস্তলটা ফেরত দাও আমাকে।'

'সকালে অ্যাপাচিরা এলে ফেরত পাবে।'

'খোদার কসম, তার আগেই ওটা কেড়ে নেব আমি!'

'চেষ্টাও কোরো না। শোনো, এখানে যদি থাকতে চাও, মার্টি কর্ডকে সাহায্য করো গে। সকালের মধ্যে অনেক কাজ সারতে হবে আমাদের।'

খানিক ইতস্তত করল হোমস্টিডার, শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে পুরানো দুর্গের দিকে এগোল।

আট

ভার্জিনিয়ায় থাকতে মার্টি কর্ডের ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল সত্তর হাজার ডলারের চেয়েও বেশি। তারপর, মাত্র দেড় দিনে পুরো টাকাটা হেরে গেল। শেষ বিশ হাজার হেরেছে মাত্র একটা তাসের উপর। ঘটনাটা জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না। শহরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ জুয়ার হলে খেলছিল ও, হাল ফ্যাশনের পরিপাটি পোশাক পরা দীর্ঘদেহী এক যুবক, চারপাশে ছিল উৎসুক দর্শকদের ভিড়। বাজি ধরল সে, নিজের তাস শো করল, এবং হেরে গেল। সমস্ত সঞ্চয় এক মুহূর্তের ব্যবধানে হেরে গিয়ে ভিতরে ভিতরে অসুস্থ ও হতাশ হয়ে পড়ল সে, তবে মুখ দেখে তার সামান্য আভাসও পেল না কেউ।

ক্ষীণ হাসতে সক্ষম হলো ও, মৃদু স্বরে বলল: 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার খেলা শেষ। ফতুর হয়ে গেছি।'

ধীর-স্থির ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল সে, নিখাদ ভদ্রতার সঙ্গে ভিড়ের মাঝখান দিয়ে এগোল, হাঁটার সময় কাউকে ধাক্কা দিল না বা ঠেলাঠেলি করল না। একটা সিগার ধরাল ও, খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল যে জিনিসটার দাম এক ডলার। অথচ সামান্য এক ডলারও এই মুহূর্তে নেই ওর পকেটে!

দূর থেকে ওকে লক্ষ্য করছিল জুলি বার্টন। সানফ্রান্সিসকোর বার্বারি কোস্টের এক সুন্দরী। কর্ডই তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল। মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই ছিল ওর সব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এখন, সব মূল্যহীন হয়ে গেছে। জুলিকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গুনল কর্ড, অনুমান করল কী শুনতে হবে।

'দুঃখিত, জুলি,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'হোটেলে পৌঁছে দেব তোমাকে?'

'তুমি আসলে নেহাত বোকা, মার্ট। কেন এতবড় ঝুঁকি নিলে?'

'মনে করেছি আমিই জিতব, মাই ডিয়ার।'

'আমার কী হবে এখন?'

'মনে হচ্ছে তোমার বেলায়ও হেরে গেছি আমি।'

ঘুরেই চলে গেল মেয়েটা। আর কখনও দেখা হবে না ওদের, জানত কর্ড। হাসি ম্লান হয়নি ওর, দৃঢ় পদক্ষেপে দরজার দিকে এগোল, তারপর অন্ধকার গলিতে পা রাখল। নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হারিয়েছে। সেই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিতা একজন নারীকেও হারিয়েছে। সর্বস্ব খুইয়েছে, তবে সবকিছু পুরুষ মানুষের মত সাহস, দৃঢ়তা আর খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ও...

দুর্গের ভিতরটা খুঁটিয়ে দেখার সময় ম্লান হাসল মার্টি কর্ড। দেয়ালগুলো মোটামুটি মজবুত, কাজ হবে এতে। দরজা-জানালায় ব্লক খাড়া করতে পারলে, অন্তত কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে শত্রুদের। দুটো অস্ত্র আছে ওদের, তিনটা পিচফর্ক, একটা কুড়াল এবং রান্নার কাজে ব্যবহৃত কয়েকটা ছুরি। জবর লড়াই হবে না, তবে অসহায়ভাবে মরার চেয়ে ঢের ভাল বলা যায়—ইন্ডিয়ানরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে। টের পেতে যাতে বাধ্য হয়, সেই ব্যবস্থা করবে ওরা। ভার্জিনিয়া সিটিতে নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়েছিল ও, আর এখানে জীবন বিসর্জন দিতে হবে। ভরাডুবির অবকাঠামো একই রকম। *নিয়তিকে এড়ানোর চেষ্টা করতে পারো,* আনমনে ভাবল ও, *ঈশ্বর বা ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে পারো, হতাশায় কাঁদতে পারো কিংবা প্রার্থনাও করতে পারো। কিন্তু কিছুই কাজে আসবে না। নিয়তি বদলাবে না।*

মেনে নিয়েছে কর্ড। দুঃসাহসী হিসাবে নিজেকে কখনও দাবি করেনি ও. তবে অসম্ভব জেনেও চেষ্টা করার মধ্যে দুঃসাহস আবিষ্কার করছে, গৌরব বোধ করছে সেজন্য। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে আসলে দুর্বল চরিত্রের লোক।

দরজায় হোমস্টিডারকে দেখতে পেল ও।

'হাই, বীল! খুশি হলাম তোমাকে দেখে। সাহায্য লাগবে।'

এগিয়ে এল সে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে গম্ভীর মুখে বলল: 'এখানে কীভাবে ওদের প্রতিরোধ করব আমরা?'

'দেয়ালগুলো বেশ চওড়া।'

বাতাসে হাত নেড়ে গলা কাটার ভঙ্গি করল বীল, স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল এখানে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। 'আচ্ছা, এই ক্যালকিন লোকটা কে?'

'যে-লোক তোমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'আমার পিস্তল কেড়ে নিয়েছে ও।'

'নিশ্চই উপযুক্ত কারণে।'

'সত্যি এখানে থেকে মরতে চাও তুমি?'

'যাব কোথায়? একে নিরস্ত্র, তারউপর পায়ে হাঁটতে হবে। এরচেয়ে এখানে থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করাই ভাল নয়? তুমি যে মহিলাকে সঙ্গে এনেছ, ওর কী হবে ভেবেছ?'

বিরক্তির সঙ্গে মুখ মুছল বীল। 'সকাল হওয়ার আগেই শয়তানগুলো চলে আসবে এখানে। ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ওদের। আমি তো কোন সম্ভাবনা দেখছি না। শেষ হয়ে যাব আমরা, কর্ড। তুমিও জানো এটা।'

'জানি,' একমত হলো জুয়াড়ী। 'তবে হাতে যেহেতু কিছু সময় আছে, অযথা নষ্ট করব কেন? চলো বার্নে গিয়ে কাঠ নিয়ে আসি, জানালায় ব্লক লাগাতে হবে...'

*

জন ক্যালকিনের দেওয়া খবরটা বেনেটকে বলতে উদ্যত হয়েছিল রুলিয়া, কিন্তু ঠোঁটে আঙুল চেপে ওকে নিবৃত্ত করল মার্থা ওয়ালেস।

'এইমাত্র ঘুমিয়েছে,' বলল বিধবা। 'যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া উচিত ওর। ওর সঙ্গে ঝগড়া না করে যদি সহযোগিতা করো সবাই...'

'পুরানো দুর্গটা চেনো তুমি?' জানতে চাইল রুলিয়া।

'ওয়েল্সের পাশের জায়গাটা তো? হ্যাঁ, চিনি।'

'ওখানে চলে যাব আমরা। জনের মতে এখানে থাকার চেয়ে বরং দুর্গে থাকলেই তুলনামূলক শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব।'

উজ্জ্বল হয়ে গেল মার্থার চোখজোড়া। 'শুনেছি দু'বার ইন্ডিয়ানদের ঠেকিয়ে দিয়েছিল বুড়ো আরমান্ড। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর রেডস্কিনদের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল ওর। সত্যি সত্যি ওকে খুন করতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু দেয়ালের বাধা টপকে ঢুকতে পারেনি। তবে তখন স্টকেডটা আস্ত ছিল।'

'দালানটা আছে এখনও। ওখানে যেতে আপত্তি নেই তো তোমার?'

'যদি মি. বেনেট সায় দেয়।'

'এক কাজ করা যাক, কথাটা না হয় জনই সরাসরি বলুক মি. বেনেটকে।' রোজা আর সোফিয়া যে-টেবিলে বসে আছে, সেদিকে ফিরল ও। কে কার চেয়ে বেশি ক্লান্ত, বোঝা কঠিন হয়ে পড়ল ওর জন্য। 'অন্য একটা দালানে চলে যাব আমরা,' দৃঢ় স্বরে বলল রুলিয়া, তারপর দুর্গের অবস্থান ও স্থানান্তরের কারণ ব্যাখ্যা করল।

রোজা প্রায় শুনছেই না। সোফিয়া বলল: 'যেখান থেকে পারে ঘোড়া খুঁজে বের করবে হার্ভে। আমাকে কথা দিয়েছে ও।'

'প্রার্থনা করি যেন সফল হয় সে,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল রুলিয়া।

'মাইলের পর মাইল আমাকে বয়ে নিয়ে এসেছে ও,' ফের বলল সোফিয়া। 'জানো তুমি ঘটনাটা? জ্ঞান হারিয়ে ফেলি যখন, এখান থেকে বহু মাইল দূরে ছিলাম আমরা। হার্ভে আমাকে তুলে নিয়ে পুরো পথ বয়ে এনেছে। ওর জায়গায় যদি রাস্টি থাকত, এত ঝামেলায় না গিয়ে আমাকে ফেলে রেখে নিজের পথে চলে যেত। কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু এটাই সত্যি। একসময় রাস্টিকে ভালবাসতাম। এখন যেহেতু সে নেই, হয়তো কাঁদা উচিত আমার, কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না।'

'এসব না বললেও চলবে তোমার,' বলল রুলিয়া।

'কীভাবে কী ঘটল, সেটাই বা শুনবে না কেন? হার্ভে আমাদের দেখতে এল, দুপুর দুটোর মত বাজে তখন। বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছি, উপত্যকায় ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেলাম। তুফান বেগে ছুটে আসছিল ওরা। ঘোড়া ধরে স্যাডল চাপানোর সময় ছিল না। বনের দিকে ছুট দিলাম আমরা, অনেকক্ষণ ওখানে লুকিয়ে থাকলাম। বাড়িতে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করল ইন্ডিয়ানরা, আগুন লাগিয়ে দিল। তারপরই আমাদের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ওদের। এরপর আমাদের ধাওয়া করল ওরা।'

'এসব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছ না কেন?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল রুলিয়া।

'ছুটতে শুরু করলাম আমরা। ছুটছি তো ছুটছি, পথ আর শেষ হয় না।

একসময় পাহাড়ে উঠে এলাম সবাই। ক্লিফের গোড়ায় এসে থামলাম। এত খাড়া ওটা, যেন সরাসরি নেমে গেছে। ইন্ডিয়ানরা প্রায় ধরে ফেলেছিল আমাদের। ক্লান্তিতে আমার পা আর চলছিল না, এক পাও এগোতে ইচ্ছে করছিল না। হার্ভে বলল যে ক্লিফ ধরে নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। শুধু ওভাবেই বাঁচার কিছুটা সম্ভাবনা আছে। ইন্ডিয়ানরা আমাদের অনুসরণ করবে না, বরং ঘুরপথে ক্লিফের নীচে চলে যাবে। ওর মতে ক্লিফ ধরে নেমে গেলে অন্তত এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকব আমরা, হয়তো ইন্ডিয়ানদের ফাঁকিও দিতে পারব।'

ক্ষণিকের জন্য থামল সোফিয়া, বড়বড় শ্বাস ফেলছে, হাতের মুঠো একবার খুলছে তো পরমুহূর্তে মুঠো করছে। ফের যখন কথা বলল, নিচু আর কর্কশ শোনাল কণ্ঠ।

'ক্লিফ ধরে নামতে চাইছিল না রাস্টি। সমানে তর্ক করছিল। দু'জনে মারামারি হওয়ার উপক্রম হলো। ভয়ে কাতর অবস্থা আমার, পা চলছিল না, তাই ক্লিফ ধরে নামতে শুরু করলাম। হার্ভে আমার পিছু নিল। শেষমেশ রাস্টিও নামতে শুরু করল। কিন্তু তলা পর্যন্ত নামতে পারল না ও। হাত ছুটে যাওয়ায় দু'শো গজ নীচে আছড়ে পড়ল। নীচে এসে ওকে মৃত পেয়েছি আমরা।'

'ওটা একটা দুর্ঘটনা, সোফিয়া।'

'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু এরপরও উল্টাপাল্টা বলবে মানুষ। জানোই তো লোকজন কেমন। হার্ভের স্ত্রী বছর খানেক আগে মারা গেছে। আমাদের কাছাকাছি ওর বাড়ি। আমার আর হার্ভের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তারপরও লোকজন বলাবলি করছে...'

থেমে গেল সোফিয়া, ঠোঁট কামড়ে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রুলিয়া, মনে মনে ভাবছে গল্পটা না শুনলেই ভাল হত। সোফিয়ার আড়ষ্ট কাঁধে হাত রাখল ও, বলল: 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে? করিডরের ওপাশে কয়েকটা কামরা আছে।'

'মনে হয় না আর কখনও ঘুমাতে পারব!'

উঠে দাঁড়াল রোজা ও'নীল। ধীর ভঙ্গিতে চারপাশে দৃষ্টি চালাল। 'দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো, রুলিয়া?'

'সেটা হলেই বোধহয় ভাল হত।'

'বলতে চাইছি...ইন্ডিয়ানরা আসছে বোধহয়?'

'ঠিকই ধরেছ।'

শিউরে উঠল রোজা। থরথর করে কাঁপছে ঠোঁটজোড়া, এমনভাবে কথা বলল যেন স্বগতোক্তি করছে। 'পেট্রল বাহিনীতে জ্যাকের ডিউটি নিয়ে প্রায়ই হেলাফেলা করতাম আমি। পোস্টে যত ইন্ডিয়ানকে দেখেছি, তাদের সবাই ছিল অর্ধভুক্ত আর দুর্বল, যে-কেউ করুণা বোধ করত ওদের প্রতি। জানতাম হিংস্র দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানও রয়েছে, কিন্তু স্বীকার করতাম না। কী অদ্ভুত, তাই না? হাড়ে হাড়ে ভুলটা টের পাচ্ছি এখন। পেট্রল বাহিনী নিয়ে বাইরে যাওয়ার সময় জ্যাককে বিদ্রূপ করতাম আমি, সেনাবাহিনীর সমালোচনা করতাম যা-তা ভাষায়। আর এখন, ও যদি সময়মত এখানে পৌঁছতে না পারে, তা হলে সবাই মারা পড়ব আমরা।'

'এখানে আসতেও পারে সে,' বলল রুলিয়া।

'চেষ্টা করবে ও, জানি আমি,' কিছুটা হলেও সন্তুষ্টি আর অহংকার ফুটল ওর কণ্ঠে। 'জ্যাক আদর্শ সৈনিক।'

'নিশ্চই।'

'আমার চেয়ে ঢের যোগ্য বউ পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে ওর।'

উত্তরে কী বলবে, ভেবে পেল না রুলিয়া। সঠিক শব্দগুলো খুঁজে বের করতে অন্তস্তল হাতড়াল। 'ভাগ্য একতরফা খেলা খেলে বটে, তবে কখনও কখনও দ্বিতীয় সুযোগও পাওয়া যায়। আমি নিজেই পেয়েছি।'

অস্বাভাবিক শোনালেও এটাই সত্যি, আনমনে ভাবল রুলিয়া।

মানবিক সত্তা বলতে যা কিছু ছিল, এতিমখানার তিন বছরে সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল ওর। মেট্রন ছিল হিংস্র, কাটখোট্টা এক মহিলা, সবসময় রূঢ় আচরণ করত ওদের সঙ্গে। নিয়ম-কানুন ছিল অতিরিক্ত কড়া, কেউ কোন নিয়ম ভেঙেছে সন্দেহ হলেই ভয়াবহ শাস্তি পেতে হত।

তিন ধরনের সহপাঠিনী ছিল ওর। একটা দল ছিল মনমরা, দুর্বলচেতা, দৃঢ়তা বলতে কিছু ছিল না ওদের মধ্যে, যে-কোন অত্যাচার বা শাস্তি মুখ বুজে সহ্য করত। নিয়ম-কানুনের শৃঙ্খলে বন্দি ছিল এদের দৈনন্দিন জীবন, আতঙ্কে থাকত কখন মেট্রন বা কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ে যায়। অপেক্ষাকৃত চালাক মেয়েদের একটা দল ছিল, ফাঁকি দিতে অভ্যস্ত ছিল এরা, ভান করত যেন কিছুই জানে না বা কোন অন্যায়ই সম্ভব নয় ওদের পক্ষে। তৃতীয় দলে ছিল অবাধ্য, দুর্বিনীত, সংশোধনের অতীত, উদ্ধত স্বভাবের মেয়েরা; ইচ্ছে করে নিয়ম ভাঙত এরা, ধরাও পড়ত এবং শাস্তি ভোগ করত।

তিন দলেই সময় কেটেছে ওর। প্রথমে ছিল আতঙ্কগ্রস্ত, ভীতু একটা মেয়ে, প্রায়ই চাবুক পেটা করা হত ওকে। কিছুদিনের মধ্যে চালাক হয়ে গেল

ও, শিখে ফেলল কীভাবে মিথ্যে বললে দিব্যি ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তারপরই আত্মসম্মান জন্ম নিল, অবাধ্যের খাতায় লিখে ফেলল নিজের নাম। পুরোদস্তুর বিদ্রোহী বনে গেল। আচ্ছামত ওকে পিটিয়েছে কর্তৃপক্ষ, খাবার থেকে বঞ্চিত করেছে, ক্লজিটে আটকে রেখেছে দিনের পর দিন। ওর সুমতির জন্য প্রার্থনাও করেছে তারা। একসময় হাতে-পায়ে বেড়ি দেওয়া হলো। শেষপর্যন্ত পালাল রুলিয়া। এতিমখানা কর্তৃপক্ষও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আসলে ও নষ্টা মেয়ে, হাজারবার কথাটা অন্যের মুখে শুনেছে রুলিয়া। বাজে মেয়ে বাজে মহিলায় রূপান্তরিত হয়। এর ব্যতিক্রম হয় না। হয়তো সত্যি খারাপ হয়ে যেত ও, কারণ পালিয়ে আসার সময় দুনিয়ার সব মানুষকে ঘৃণা করত রুলিয়া, সবাইকে সন্দেহ করত, কাউকে বিশ্বাস করত না। ঠিক ওই সময়ে জীবনে দ্বিতীয় সুযোগ পেল। দয়ালু, আন্তরিক, সদয় এক মহিলা মেইড হিসাবে ভাড়া করলেন ওকে। দু'মাস পেরোনোর আগেই জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করল রুলিয়া। ওর পড়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি, শেখালেন নিজের জানা সব জ্ঞান। কিন্তু বেশিদিন মহিয়সী এই নারীর সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য হলো না ওর, মহিলা মারা গেলেন কিছুদিন পর, তবে উইলের মাধ্যমে রুলিয়ার পড়াশোনার সমস্ত খরচের বন্দোবস্ত করে গেলেন···

'কফি খাবে নাকি?' জানতে চাইল রোজা।

'ধন্যবাদ,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল ও। 'তোমার কফি ঢালার ফাঁকে আমি বরং মি. শ্লেডকে একবার দেখে আসি।'

করিডর ধরে পিটার শ্লেডের কামরার দিকে এগোল ও। ভিতরে ঢুকে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল, কান পেতে ড্রাইভারের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার প্রয়াস পেল। খুবই ক্ষীণ, অনিয়মিত। হতভাগ্য ড্রাইভারের কপালে হাত রাখল ও। ভেজা, ঠাণ্ডা। মানুষটার জন্য কিছু করতে পারলে শান্তি পেত। বলতে গেলে প্রায় চেনেই না একে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার যাতায়াতের ফলে মানুষটাকে অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছে ওর।

'ঘুমাও, বন্ধু,' ফিসফিস করল ও। 'চেষ্টার ক্রুটি রাখোনি তুমি।'

চোখ মেলে তাকাল শ্লেড, চোখে ফাঁকা দৃষ্টি, রুলিয়াকে দেখেছে বলে মনে হলো না। কী যেন বলল সে, কিন্তু এত কণ্ঠ ম্লান যে বোঝা গেল না। তারপর আবারও চোখ বন্ধ হয়ে গেল। রুলিয়ার মনে হলো গলায় কিছু একটা আটকে আছে, ঢোক গিলে সরানোর চেষ্টা করল ও, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল

পিটার স্লেডের মুখ থেকে।

*

পিটার স্লেডের সমস্ত অনুভূতিতে একটা জিনিসই রয়েছে–বুকে প্রচণ্ড ব্যথা! এতটুকু কমেনি সেটা। আঙিনায় স্টেজ ঢোকার পরপরই তীব্র ধাক্কার সঙ্গে ব্যথার শুরু, আবছাভাবে মনে পড়ছে কয়েকজন লোককে স্টেশন-হাউস থেকে ছুটে বেরোতে দেখেছে–সমানে গুলি করছিল সবাই। সত্যি দেখেছে নাকি? এর কোন মানে হয়? নিশ্চই ভুল দেখেছে, কল্পনাকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। এমন অবাস্তব কাণ্ডও ঘটে? হৃৎপিণ্ড দুর্বল ওর, এটাই হচ্ছে মূল সমস্যা; এবং দুনিয়ার সব ব্যথা বোধহয় বাসা বেঁধেছে ওখানে! তীব্র যন্ত্রণায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, অনুভূতিগুলো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

সচেতনতা কমে গেলে ব্যথার তীব্রতাও কমে যায়, কিন্তু জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসছে, উপরন্তু বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ–একসময় সহ্যের অতীত হয়ে যাচ্ছে। বরাবরের মত কমছে ওটা, তবে স্বস্তি বোধ করার জন্য অতটা সময় সচেতন থাকতে পারছে না সে।

একবার, লিলিকে দেখেছে–দেখা করতে এসেছে ওর সঙ্গে। সত্যি কি মিথ্যে জানা নেই, তবে লিলির অভিযোগ ভরা চাহনি আর অসন্তুষ্ট মুখটা দেখেছে; স্ত্রীর কণ্ঠও শুনতে পেয়েছে। সমানে গালাগাল করছিল ওকে, বলছিল এই পেশার জন্যই এমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। টুলারোসার এই ট্রিপে আসা উচিত হয়নি ওর, বরং তার আগেই চাকুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। শহরে একটা কাজ নিলেই হত।

লিলিকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে। তারপর লিলির জায়গায় অন্য একজনকে দেখতে পেল। অন্য একটা মেয়ে। বড় মায়া মেয়েটার চোখে। হাতে। যত্নের সঙ্গে ওর মুখ মুছে দিচ্ছে। মেয়েটি কে জানা নেই স্লেডের, তবে অনুমান করল স্টেজের যাত্রীদের একজন। দু'জন মহিলা ছিল কোচে।

'কাল সকালে আবার যাত্রা করব আমরা,' বলল সে।

স্লেডের ধারণা, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেছে কথাটা। আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু পরপরই জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় বলা হলো না।

একটু পর, আবারও জ্ঞান ফিরে পেল। কামরায় অটুট নীরবতা। বুকে ব্যথাটা আছে এখনও, তবে আগের মত তীব্র নয়। সকালে টুলারোসার উদ্দেশে যাত্রার কথা মনে পড়তে অন্ধকারে ক্ষীণ হাসল স্লেড, দিব্যি দেখতে পেল দুলকি চালে এগোচ্ছে স্টেজ, পিছনে পড়ে যাচ্ছে স্টেজ স্টেশনটা,

সামনে পাহাড় সারি; পিঠে রোদের উত্তাপ অনুভব করছে, মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। কোচের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসে আছে সে, রেইলের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে দুই পা, হাতে লাগাম। মনটা ফুরফুরে লাগছে ওর, নিজের অজান্তে হেঁড়ে গলায় হাঁক ছাড়ল ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে।

'যা, বেটারা, ছুটতে থাক্! পা চালা!'

বিছানায় উঠে বসার প্রয়াস পেল পিটার ব্লেড, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা বুকে। বিছানায় গড়িয়ে পড়ল ওর দেহ, মানসপটে আঁকা ছবিটা দ্রুত মুছে গেল, একসময় হারিয়েও গেল। সবকিছু ফাঁকা হয়ে গেল হঠাৎ।

নয়

অস্থির বোধ করছে জন ক্যালকিন, পায়চারি করছে আঙিনায়। জিম বেনেটের সঙ্গে দেখা করার কথা। তার মানেঃ র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে আরেক রাউন্ড তর্কাতর্কি হবে। তবে কাজটা এখনই না করলেও চলবে। কর্ড আর বীল ব্যস্ত, দুর্গে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে-কোন একজনের পক্ষে কাজটা প্রায় অসম্ভব, কাউকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে না বা অন্য কাজে লাগানো যাবে না; অথচ একজন গার্ডও রাখা দরকার–ইন্ডিয়ানরা যদি রাতের বেলায় আক্রমণ করে বসে!

হার্ভে বীলের কথা ঠিক হলে, উত্তর দিক থেকে শুরু করেছে ইন্ডিয়ানরা, সমস্ত পাহাড় বা বসতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে; এতক্ষণে সব হোমস্টিড শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ছোট ছোট ওয়ার পার্টি হয়তো ব্যস্ত এখনও, পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া সাদাদের খোঁজে তল্লাশি চালাবে, তবে মূল দলের রাতটা বিশ্রাম নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাল সকালে নতুন উদ্যমে শুরু করবে আবার। টুলারোসার পুব দিকের র‍্যাঞ্চগুলোয় আক্রমণ চালাতে পারে ওরা, কিংবা মেলপেই অঞ্চলে ফিরে যেতে পারে সুবোধ বালকের মত। যাওয়ার পথে ওয়েল্‌সে থামতে পারে, কিংবা জায়গাটা এড়িয়েও যেতে পারে।

মূল দলের ওয়েল্‌স তথা এই স্টেশন এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার উপায় নেই, ভরসা করতে পারছে না জন, বরং সকালে পৌঁছে যাবে ইন্ডিয়ানরা, ধরে নিয়েই কাজ করতে ইচ্ছুক। অতি উৎসাহী রোমাঞ্চপ্রিয় তরুণদের নিয়ে গড়া অ্যাডভান্স পার্টির দেখা পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, এমনকী রাতেও। পাহাড়ে যদি বিক্ষিপ্তভাবে রাত কাটিয়ে থাকে অ্যাপাচিরা, তা হলে দু'একজন এখানে চলেও আসতে পারে।

স্টেশন-হাউসে ঢুকল জন। মেয়েদের টেবিলে দেখতে পেল। চারজনই আছে। প্রত্যাশা নিয়ে ওর দিকে তাকাল রুলিয়া, উঠে দাঁড়াল। অন্যরা আগের মতই বসে থাকল যার যার জায়গায়। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল জিম বেনেট, তবে এই প্রথমবারের মত মুখটা বন্ধ রাখল।

'পাহারা দেওয়ার জন্য তোমাদের একজনকে দরকার,' মেয়েদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় বলল জন। 'এটা অবশ্য পুরুষদের কাজ, কিন্তু যথেষ্ট লোক নেই আমাদের।'

'আমি যাব,' বলল রুলিয়া, তারপরই ওকে বিস্মিত হতে বাধ্য করল রোজা ও'নীল।

'এটা আমার কাজ,' বলল মেয়েটি। 'কারণ আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী।'

খুঁটিয়ে রোজাকে দেখল জন। খানিকটা রঙ ফিরে এসেছে মেয়েটির মুখে, আগের মত বিষণ্ন বা অস্থিরও নয়। *বেশ,* ভাবল ও, *নিজ থেকে কাজটা চাইছে যখন।*

'আমি যা বলব, ঠিক তাই করতে হবে তোমার।'

সিধে হলো রোজা। 'অন্যের নির্দেশ মানতে জানি আমি।'

ধীরে ধীরে নড করল জন। হয়তো আসলেই এমন কিছু দরকার ছিল মেয়েটির—কোন কাজ, খানিকটা দায়িত্ব। ঘুরে রুলিয়ার দিকে ফিরল ও, বলল: 'এক কাজ করতে পারো তোমরা। একটা বক্সে কিছু খাবার ভরে ফেলো। রান্না করা মাংস, বিস্কুট, টিনজাত ফল বা ওরকম যা পাবে। পরে দুর্গে নিয়ে যাব বক্সটা।'

'ঠিক আছে,' কথা দিল রুলিয়া।

রোজা ও'নীলকে নিয়ে বেরিয়ে এল জন। দালানের পশ্চিম কোণে সরে এল। 'এটা তোমার পোস্ট,' বলল মেয়েটিকে। 'কান খাড়া রেখো, সতর্ক থাকবে। আশপাশে যত ছায়া আছে, ভাল করে দেখে নাও, ওগুলোর সঙ্গে অভ্যস্ত হও। সব ধরনের শব্দ শুনবে মনোযোগ দিয়ে। অস্বাভাবিক কোন

কিছু শুনলে বা দেখতে পেলে আমাকে জানিয়ো। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাও কি না, বিশেষ করে খেয়াল রেখো।'

'ঘুমাব না আমি, জন।'

মৃদু হাসল জন। 'জানি। পরে দেখা হবে।'

পুরানো দুর্গের দিকে এগোনোর সময় গম্ভীর হয়ে গেল জন। স্টেশন পাহারা দিতে আসলে ওর দরকার চারজন সশস্ত্র লোক। অথচ ক্লান্ত, নিরস্ত্র একটা মেয়েকে দায়িত্ব দিয়েছে–মাত্র দুটো অস্ত্র নিয়ে দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানদের মোকাবিলা করার মতই হঠকারি এবং বোকামিপূর্ণ!

*

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল রোজা ও'নীল। টের পেল ধীরে ধীরে হলেও শরীরের সমস্ত অনুভূতি সজাগ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠছে আগের মত। মন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছে। হয়তো সকালে মারা যাবে ও, কিন্তু বেঁচে থাকলে ক্যামেরনে ফিরে যাবে–যদি জ্যাক চায় ওকে। ফিরে যেতে একটুও ভাল লাগবে না, একঘেয়ে লাগবে ফোর্টে থাকতে, তবে মানিয়ে নিতে পারবে।

অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল ও। মনোযোগ দিয়ে অস্বাভাবিক শব্দ শুনল। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। অদ্ভুত শিহরণ হচ্ছে। ইন্ডিয়ানরা আসবে এখানে, চিন্তাটা ওকে সন্ত্রস্ত করে তুললেও ছায়ার আড়ালে তাদের একজনকে আবিষ্কার করতে ভালই লাগবে ওর। ইন্ডিয়ান না হোক, গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু হলেই হলো–নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে চায় ও, চায় কাজটা নেওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে।

আরে! সত্যি সত্যি আছে একটা কিছু!

পশ্চিমের রাস্তা ধরে বেশ দূরে, ছায়াময় এবং ফ্যাকাসে কুয়াশায় ভরা জায়গাটা, কিছু নড়ছে ওখানে। প্রথমে মাত্র একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল ওর চোখে, কিন্তু একটু ভাল করে দেখতে কয়েকটা কাঠামো চোখে পড়ল। গুনল ও–তিনজন। না, চারজন। পাহাড়ী ঢাল ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে চারজন ইন্ডিয়ান।

দুর্গের দিকে এগোল রোজা। বেশ কিছুটা আসার পর, যখন নিশ্চিন্ত হলো যে ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাবে না ইন্ডিয়ানরা, ছুটতে শুরু করল। হাঁপাচ্ছে ও, বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। জনের সামনে যখন পৌঁছল, হাঁ করে বাতাস নিচ্ছে। 'ইন্ডিয়ান!' কোনরকমে বলল ও। 'রাস্তার ওদিকে, চারজনকে গুনেছি!'

চরকির মত ঘুরে রোজার মুখোমুখি হলো জন। 'ঘোড়ায়?'

'না। পায়ে হাঁটছে। হামাগুড়ি দিয়ে আসছে এদিকে।'

চারজনকে দেখেছে রোজা, ভাবল জন, *আরও থাকতে পারে।*

'স্টেশন-হাউসে চলে যাও,' নির্দেশ দিল ও। 'সবাই। যত দ্রুত সম্ভব।'

'পিস্তলটা ফেরত চাই আমি,' দাবি করল হার্ভে বীল।

'সকালে পাবে। দয়া করে তর্ক কোরো না।'

দরজার দিকে এগোল মার্টি কর্ড। এদিকে খিস্তি করছে বীল, তবে তর্ক করল না। কর্ডের পিছু নিল সে। বাইরে, রোজার বাহু চেপে ধরে স্টেশনের দিকে দ্রুত পা চালাল মার্টি কর্ড। একটু পর ওদের ধরে ফেলল বীল।

ইচ্ছে করেই পিছিয়ে থাকল জন। চোখ কুঁচকে পশ্চিমের রাস্তার দিকে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ছে না। হাঁটার গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, সিদ্ধান্তে পৌঁছল, তারপর বার্নের দিকে এগোল। বার্নের গাঢ় ছায়ায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, রাস্তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ফাঁকা রাস্তা। একটু আগে স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি বশে সক্রিয় হয়েছে, কিন্তু সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে এখন। চারজন ইন্ডিয়ান হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে? উঁহুঁ। খোলা রাস্তা ধরে এভাবে আসবে না অ্যাপাচিরা। বরং ঝোপঝাড় বা গাছের আড়াল ধরে এগিয়ে আসবে ওরা।

ভয়-জনিত কল্পনার কারণে ভুল দেখতে পারে রোজা, তবে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান জন। নির্দিষ্ট একটা সংখ্যা জানিয়েছে–চার–আতঙ্কগ্রস্ত কোন মেয়ের পক্ষে যেটা অসম্ভব।

ঠিকই দেখেছে মেয়েটা, সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। চারজনই। তবে ইন্ডিয়ান নয়, সাদা মানুষ। এখন কোথায় লুকিয়েছে লোকগুলো?

তন্নতন্ন করে আঙিনা, স্টেশন-হাউসের সামনের দিক আর দক্ষিণের খোলা জায়গাটা খুঁজল ও। কান খাড়া। বাড়ির ভিতর থেকে একজন পুরুষের ম্লান কণ্ঠ ভেসে এল–নিশ্চই কোন ব্যাপারে অভিযোগ করছে জিম বেনেট। সহসা বাড়ির দূর কোণে কিছু একটা নড়ে উঠল।

নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে জন। ডান হাতে চলে এসেছে পিস্তল, শীতল বাঁটের স্পর্শ স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। স্টেশন-হাউসের দূরের কোণে গোলাকার একটা কাঠামো দেখতে পেল, সিধে হলো অবয়বটা, আঙিনার ফ্যাকাসে পটভূমির বিপরীতে পূর্ণ একজন মানুষের রূপ নিল। দীর্ঘ গড়ন, সুঠামদেহী বলা যাবে না, ডান হাতটা অপেক্ষাকৃত লম্বা–পিস্তল রয়েছে মুঠিতে। চাঁদের আলোয় ম্লানভাবে ঝিকিয়ে উঠল পিস্তলের ব্যারেল। চোখ

পিটপিট করে তাকাল জন। *পিস্তলের দিকে তাকিয়ো না,* মনে মনে নিজেকে সতর্ক করল, *লোকটার উপর নজর রাখো*···আচমকা নিজের অজান্তে অস্ফুট স্বরে একটা নাম উচ্চারণ করল।

'ব্রুস শল্টো!'

আরও একটা কাঠামো ধরা পড়ল ওর দৃষ্টিতে। আরেকজন। তারপর চতুর্থজন। আঙিনার ও-প্রান্তে বেরিয়ে এসেছে চারটে ছায়া। একজন প্রায় কুঁজো–বেমিস। আরেকজন স্থূলদেহী–টার্কি বুন। অন্যজন হয় বব ব্লেজার নয়তো বিলি বনি।

পাঁচ আউটলর চারজন ফিরে এসেছে পিউতে ওয়েল্‌সে!

কী কারণে ফিরে এসেছে, অনুমান করতে অসুবিধা হলো না। সম্ভবত পাহাড়ে কোথাও একদল ইন্ডিয়ানের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল আউটলরা। চারজন পালাতে সক্ষম হয়েছে, অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে এখানে ফিরে এসেছে। নিয়তির কী পরিহাস–নিগৃহীত জনতার কাছে ফিরে আসতে হয়েছে তাদের! তবে জনের কাছে ব্যাপারটা সন্তুষ্টির, কারণ ইন্ডিয়ান হামলার সময় বাড়তি অস্ত্র দরকার হবে। সেগুলো এদের কাছে রয়েছে।

চাইলে গুলি করতে পারে ও, কয়েকজনকে ফেলেও দিতে পারবে, তবে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আর আসন্ন ইন্ডিয়ান হামলার সম্ভাবনায় নীরব থাকতে বাধ্য হলো। হার্ভে বীলকে পিস্তলটা ফেরত দিলে, মেয়েদের সাহায্য নিয়ে মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। শল্টোর লোকেরা জানে কীভাবে লড়তে হয়, অস্ত্রের ব্যবহার ওদের চেয়ে ভাল আর কে জানবে! দক্ষতা বা কার্যকারিতার বিবেচনায় ওরা মেয়েদের চেয়ে দ্বিগুণ কাজ দেখাতে পারবে।

চার আউটল ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। সবার উপর নজর রাখল জন। এদেরকে স্টেশনে আশ্রয় দেওয়া আর চারটা গ্রিজলিকে নিয়ে বিছানায় শোয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সন্দেহ নেই, লড়াকু মানুষ এরা, কিন্তু কীভাবে এদের নিয়ন্ত্রণে রাখবে? এখনই এদেরকে সমূলে উপড়ে না ফেললে ইন্ডিয়ানরা আসা পর্যন্ত কীভাবে সামলে রাখবে–যদি রাখতেও পারে, প্রয়োজনের সময় ছেড়ে দিলেও ঝুঁকি থাকবে। কিন্তু···এ-অবস্থায় আর কী করার আছে ওর?

আউটলদের চেয়ে বরং অ্যাপাচিরাই বেশি বিপজ্জনক, ভাবল জন। ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

স্টেশন-হাউসের দরজার দিকে মোড় নিয়েছে লোকগুলো। মাটির সঙ্গে

মিশে পড়ে থাকল জন। 'তোমাদের সবাইকে কাভার করেছি আমি,' মৃদু স্বরে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল ও। 'চারজনকেই। মাথার উপর হাত তুলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াও। নইলে...'

নির্দেশটা শেষ করার সুযোগ হলো না। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল চার তস্কর। মাথার উপর হাত তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল একজন, অন্য তিনজন মুহূর্তের মধ্যে পিস্তল বের করে গুলি শুরু করল। বার্নের ছায়া থেকে ভেসে এসেছে জনের কণ্ঠ। ওর সম্ভাব্য অবস্থানের আশপাশে গুলি-বৃষ্টি বইয়ে দিল আউটলরা, গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে।

জনের গুলিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একজন। বাম পাশে ডাইভ দিল ও, মাটিতে গড়ান খেয়ে উবু হয়ে বসেই পরের গুলি করল। ধরাশায়ী হলো দ্বিতীয়জন। তৃতীয় গুলি করতে তাড়াহুড়ো করে ফেলল জন, ট্রিগার টানার সময় বুঝে ফেলল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ততক্ষণে বাড়ির কোণে পৌঁছে গেছে লোকটা।

শেষ আউটলর দিকে ফিরল জন, হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী তস্কর। বোধহয় টার্কি বুন। ধীর কদমে পাশে সরছে সে, যে-কোন মুহূর্তে ছুটে পালানোর জন্য তৈরি।

'দরজার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও,' আউটলকে নির্দেশ দিল জন, তারপর চেঁচিয়ে ডাকল মার্টি কর্ডকে। 'মার্ট, শুনতে পাচ্ছ?'

একটু ফাঁক হলো দরজাটা। 'হ্যাঁ।'

'আউটলদের চারজন ফিরে এসেছে। একজন আত্মসমর্পণ করেছে। দরজার কাছে যাচ্ছে ব্যাটা, ভিতরে ঢুকতে দাও ওকে। পিস্তল কেড়ে নিয়ে আচ্ছামত বেঁধে রাখো। ভুলেও বেরিয়ো না কেউ। ধারে-কাছে আছে শল্টো।'

ঠিকই অনুমান করেছে জন। কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কোণ থেকে ছুটে এল তপ্ত সীসা, বিচিত্র শব্দ তুলে চলে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে। তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করে ফেলল জন, অবস্থান বদলে ফেলল। আরও একটা গুলি ছুটে গেল মাথার উপর দিয়ে। ফের অবস্থান বদল করল জন। মাটিতে পড়ে থাকা দুটো কাঠামোর দিকে তাকাল। নড়ছে না কেউ। প্রথমজনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা বোধহয় আহত হয়েছে, তাড়াহুড়োয় একটু উপরের দিকে করেছে গুলিটা।

পিছিয়ে দরজার কাছাকাছি চলে গেল বিশালদেহী টার্কি বুন। চট করে

খুলে গেল দরজাটা। কবাটের ফাঁকে উঁকি দিল মার্টি কর্ড, তবে বুনের পিস্তলটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল হার্ভে বীল। দু'জনে মিলে একটানে ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল আউটলকে, সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

খানিকটা পাশে সরল জন, নীরবে পিস্তল রিলোড করল। 'শল্টো? কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কীসের কথা?' চেঁচিয়ে আঙিনা মাথায় তুলল আউটল, বাড়ির কোণে অবস্থান নিয়েছে। 'কথা বলে কী লাভ হবে, শুনি?'

'বিস্তর,' জবাব দিল জন। 'অ্যাপাচিরা আসছে, জানো তো?'

'তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে ওরা।'

'আর তুমি বুঝি শান্তিতে থাকবে? রেড়স্কিনদের প্যাঁদানি খেয়ে কে এসেছে এখানে, আমি না তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না শল্টো, একটু পর জানতে চাইল: 'তোমার প্রস্তাবটা কী, জন?'

'পিস্তলটা আমার হাতে তুলে দিয়ে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে। সকালে ইন্ডিয়ানরা যদি হামলা করে, পিস্তল ফেরত পাবে–তবে লড়ার জন্য, আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে না ওটা।'

'কী এমন নিশ্চয়তা আছে যে ওদের সামাল দিতে পারব আমরা?'

'কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'সেক্ষেত্রে গোল্লায় যাও তুমি, জন! গোলাগুলি করে এখনই নিষ্পত্তি করে ফেলব আমরা।'

'তোমার যা মর্জি। কীভাবে লড়তে চাও? খোলা জায়গায়, নাকি আড়ালে আবডালে থেকে?'

'আঙিনায় তোমার মুখোমুখি হব আমি।'

'বেশ,' সায় জানাল জন। 'তবে তুমি আমাকে খুন করতে পারলেও বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারবে না। দরজায় বার তুলে দিয়েছে ওরা। তো, সারারাত বার্ন বা আঙিনায় কাটিয়ে দিতে হবে তোমার। আর সকালে যখন অ্যাপাচিরা আসবে, সবার আগে তোমাকেই শূলে চড়াবে। বুন ভিতরে আছে। ইন্ডিয়ান হামলার সময় পিস্তলটা ফেরত পাবে সে–অন্তত লড়ে মরতে পারবে। তুমি কি ওরকম কোন সুযোগ পাবে?'

ব্রুস শল্টোর জন্য চিন্তার খোরাক বটে, অখণ্ড নীরবতায় সময় বয়ে চলতে দেখে জন বুঝতে পারল সত্যি সত্যি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে আউটল নেতা। ফের অবস্থান বদল করল ও, অপেক্ষায় থাকল।

'জন,' চেঁচিয়ে ডাকল শল্টো। 'তোমার প্রস্তাবটা কী যেন? আবার শুনি তো!'

'অস্ত্রশস্ত্র তুলে দেবে আমাদের হাতে। বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারবে তা হলে। সকালে যদি ইন্ডিয়ানরা হামলা করে আমাদের, অস্ত্র ফেরত পাবে–শুধু অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরোতে পারবে কি না, এমন কোন গ্যারান্টি নেই।'

'কঠিন প্রস্তাব, দোস্ত।'

'ইচ্ছে হলে নেবে, নইলে ভুলে যাও।'

'এক মিনিট সময় দাও, চিন্তা করতে হবে।'

শুকনো হাসল জন। শল্টোর চিন্তাধারা ঠিকই অনুমান করতে পারছে। অ্যাপাচিদের শক্তিমত্তা বা সামর্থ্য সম্পর্কে জানে সে, ধারণা পেয়েছে; নিশ্চিত জানে যে ঠিকই ওয়েল্স পর্যন্ত চলে আসবে রেডস্কিনরা। বাড়ির ভিতরে যদি অবস্থান নিতে পারে, কয়েকজন সঙ্গী পাবে এবং কয়েকটা অস্ত্র থাকবে সাহায্য করার জন্য, কিছুটা হলেও সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু বাইরে যদি একা থাকে, বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই তার। ভিতরে ঢুকতে হলে পিস্তল দুটো তুলে দিতে হবে জনদের হাতে, তবে ইন্ডিয়ান হামলার সময় ফেরত পাবে; হামলার সময় যে-কোন কিছু ঘটতে পারে। পিস্তল দুটো হাতে থাকলে, নিজেকে রক্ষা করতে তো পারবেই–ভাগ্য ভাল হলে চাই কি পালানোর সুযোগও পেয়ে যেতে পারে।

'আমাকে দরকার তোমার, তাই না, জন?' চেঁচাল শল্টো।

'অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য দরকার তোমাকে। ব্যস।'

'সেক্ষেত্রে, তোমার প্রস্তাবটা বোধহয় গ্রহণ করা যায়।'

'তা হলে খোলা জায়গায় চলে এসো, তোমাকে যেন দেখতে পাই।'

খোলা জায়গায় উপস্থিত হলো ক্রুস শল্টো। কাঁধের উপর তুলে রেখেছে দু'হাত, ধীর পায়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আঙিনায় পা রাখল।

'গানবেল্ট খুলে ছেড়ে দাও,' নির্দেশ দিল জন। 'তারপর দরজার দিকে এগোও।'

নির্দেশ তামিল করল তস্কর, দরজার দিকে এগোল। উঠে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল জন। দারুণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। চেষ্টা করল যাতে ক্লান্তি প্রকাশ না পায়।

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল ক্রুস শল্টো। চাঁদের আলোয় লোকটার ঝকঝকে দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সাদা এবং ধারাল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে

ক্লান্তি দূর হয়ে গেল জনের শরীর থেকে।

'চাইলে তোমার সঙ্গে শোডাউনে যেতে পারতাম।'

'বাড়িতে ঢুকে পড়ো,' গ্রাহ্য করল না জন। 'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কথা বলে ফেলেছি।'

দরজায় কর্ডের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে জুয়াড়ীর মুখ।

'জন, ভুল করছ তুমি। সহজভাবে চিন্তা করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ব্রুস শল্টোর জন্য একটা দড়ি খুঁজে বের করেছি আমি।'

'জলদি ওর হাত-পা বেঁধে ফেলো।'

'আমি তো ওর গলায় বাঁধতে চাইছি।'

'এখন নয়, পরে।'

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জুয়াড়ী, এক চুল নড়েনি দরজা থেকে। 'বললাম তো, এখন!'

ঘাড় ফিরিয়ে জনের দিকে তাকাল ব্রুস শল্টো, ঝিকিয়ে উঠল ঝকঝকে সাদা দাঁত। ঝটিতি বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিল আউটল, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি তার চেয়েও ক্ষিপ্র হতে পারে জন। চোখের নিমেষে পিস্তলটা তুলল জন, পয়েন্ট ফোর-ফোরের ব্যারেল নামিয়ে আনল শল্টোর চাঁদির উপর। অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল সে, নায়ক হওয়ার খায়েশ মিটে গেছে। হাত বাড়িয়ে লুকানো হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে ফেলল জন, সিধে হলো। মার্টি কর্ডের দিকে ফিরে বলল: 'ধ্যেৎ! অযথা ঝামেলা করছ! অ্যাপাচিদের কথা চিন্তা করো, মার্ট। শল্টোর ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবছি না, কিংবা ওকে রক্ষা করার ইচ্ছেও নেই আমার। দরকারের সময় ওকে ব্যবহার করতে চাই।'

'ভাবছ আমাদের হয়ে লড়বে ও?' অসন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল জুয়াড়ী, গলা চড়ে গেছে।

'আমাদের জন্য লড়বে না বটে, তবে অ্যাপাচিরা যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরবে, নিজের প্রাণ বাঁচাতে ঠিকই লড়বে।'

'নির্ঘাত আমাদের কাঁচকলা দেখাবে ও।'

'আমি নজর রাখব ওর উপর। শোনো, মার্ট, অ্যাপাচি হামলা হলে এখানে সবাইকে দরকার হবে আমাদের। আসলে পঞ্চাশজন লোক দরকার। কখনও ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়েছ? জানো কেমন হিংস্র আর লড়াকু হয় ওরা?'

'লড়িনি, তবে জানি,' গম্ভীর সুরে বলল মার্টি কর্ড, কণ্ঠে অসন্তোষ। 'সামনে থাকবে হিংস্র অ্যাপাচিদের দল আর পিছনে থাকবে দুটো বেঈমান।

এখনও সময় আছে, জন, ওকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি আমি।'

'আইডিয়াটা মুলতবি রাখো। ওকে বেঁধে রাখব। ইন্ডিয়ান হামলার সময় সকালে যদি দরকার হয়, কাজে লাগাব ওকে।'

'জন...'

'হয়েছে, মার্ট! তোমার দড়িটা নিয়ে এসো। মনে রেখো, ওর হাত-পা বাঁধবে। গলায় বেঁধো না।'

দরজা থেকে সরে গেল জুয়াড়ী, সশব্দে পা ফেলছে। দৃষ্টি নামিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ক্রুস শল্টোর দিকে তাকাল জন। নিথর, অচেতন আউটল; তবে মার্টি কর্ড দড়ি নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অজ্ঞান আউটলর উপর নজর রাখল। দু'জনে মিলে বাঁধল শল্টোকে।

'চলো, দেখি অন্যদের কী অবস্থা,' প্রস্তাব করল ও।

ভাগ্যিস, দেখেছে। বব্র ব্লেজার মারা গেছে। জনের দ্বিতীয় গুলিতে আহত হয়েছে জর্জ বেমিস, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, তবে এখন নড়াচড়া শুরু করেছে।

'চাঁদিতে আঁচড় কেটেছে বুলেট,' অন্যমনস্ক সুরে বলল জন। 'আমার মতই। আরেকটু নীচে হলে...'

'ওর হাতেও নিশ্চই একটা পিস্তল তুলে দেবে?' সক্ষোভে জানতে চাইল মার্টি কর্ড।

'ব্যাটা যদি কংকাশনে আক্রান্ত না হয়ে থাকে...'

'এরা সবাই বেঈমানি করবে আমাদের সঙ্গে, জন। যীশুর কীরে...'

'উঁহুঁ, অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর সময় বা সুযোগ পাবে না ওরা। একেও বেঁধে ফেলো, মার্ট।'

দড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল জুয়াড়ী। বাড়িতে ঢুকল জন। জিম বেনেটের সঙ্গে আরেক রাউন্ড তর্কাতর্কি করতে হবে, মনে পড়ল ওর, সিদ্ধান্ত নিল ব্যাপারটা এখন মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

লিভিংরূমে ঢুকল ও। ওকে দেখে চেঁচিয়ে ডাকল র‍্যাঞ্চার, কিন্তু গ্রাহ্য করল না জন। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল বীলকে, বুনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পিস্তলটা মুঠিতে ধরে রেখেছে পরম স্বস্তিতে।

'একটা পিস্তল পেয়ে গেছ দেখছি,' মন্তব্য করল জন।

'এবং পিস্তলটা আমার কাছেই রাখব। এবার আর কেড়ে নিতে পারবে না।'

'হয়তো। কী করবে এখন, বীল? আমাদের সঙ্গে থাকবে, নাকি

মরুভূমির দিকে যাত্রা করবে?'

'আমার যা খুশি করব।'

শ্রাগ করল ও। 'নিশ্চই। যা ইচ্ছে করো, দোস্ত। কিন্তু তোমার পিস্তল দুটো এখানে থাকবে। এটাই হচ্ছে আসল কথা, বীল। মত ঠিক করে নাও। এখানে থাকবে, নাকি চলে যাবে নিজের পথে?'

টেবিলে, বীলের উদ্দেশে একটা হাত তুলতে যাচ্ছিল সোফিয়া থর্টন, কিন্তু হাতটা নামিয়ে ফেলল। চকিতে একবার তার দিকে তাকাল বীল, মুখ খুলল এরপর।

'থাকছি আমি, জন। তবে তোমাদের জন্য নয়। আর তোমার খবরদারি একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

লোকটিকে মাপল জন। হার্ভে বীলের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, কিন্তু আপাতত তাকে সহ্য করতেই হবে। একে একে অন্যদের দেখল ও–রোজা, রুলিয়া, সোফিয়া থর্টন এবং মার্থা ওয়ালেসের উপর ঘুরে গেল দৃষ্টি।

মেয়েরা সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অপেক্ষায় আছে কী বলে ও। বিহ্বল দেখাচ্ছে রুলিয়াকে। সোফিয়ার মনোভাব বোঝা কঠিন নয়ঃ হার্ভে বীলের পক্ষে সে। তবে কারও প্রতি দায় নেই মার্থা বা রোজার। তাদের কাছে ওকে বরং শত্রুপক্ষের একজন বলে মনে হতে পারে, সাদা একজন অ্যাপাচি। নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে হবে ওর।

'তিনজন বন্দি আছে আমাদের সঙ্গে,' শান্ত, ধীর ভঙ্গিতে বলল জন। 'শল্টো, বেমিস আর বুন। ওরা আউটল, খুনী। বেঁচে থাকার অধিকার নেই ওদের। তবে সকাল হলেই নরক নেমে আসবে এখানে। ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে ওদের কাজে লাগাব আমরা। অস্ত্র হাঁতে বাড়তি তিনজন মানুষ, অন্তত কিছুক্ষণ হলেও অ্যাপাচিদের ঠেকাতে পারব। এই হচ্ছে আসল কথা।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। শেষে মুখ খুলল রুলিয়া। 'জন, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার, তবে তুমি যেহেতু মনে করছ এ-ছাড়া আর কোন উপায় নেই…'

'এটাই একমাত্র উপায়, রুলিয়া।'

'তা হলে আপত্তি নেই আমার।'

'ধন্যবাদ। বেনেট, তোমার কী মত?'

মুক্ত হাতটা তুলল র‍্যাঞ্চার, জনের বুক বরাবর তাক করল। 'এদিকে এসো তুমি। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চাইছি তোমার সঙ্গে। শল্টোর ব্যাপারে ভোটাভুটি করব আমরা।'

'পরে। অ্যাপাচিরা চলে গেলে ভোটাভুটি করব। এবার চুপ করো।'

'জন, হয়েছে কী তোমার, ম্যান?'

'বলছি চুপ করো!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও, তারপর ঘুরেই বেরিয়ে এল। মার্টি কর্ডকে সাহায্য করতে হবে–ভিতরে নিয়ে আসতে হবে শল্টো আর বেমিসকে।

দশ

ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে জন। ব্যাপারটা কী? অযথা ঝামেলার সঙ্গে জড়াচ্ছে না? খোদ নিজেকেই অচেনা মনে হচ্ছে ওর। এই পরিবর্তনের কারণ কি বিরূপ পরিস্থিতি? কিন্তু এমন অবস্থায় আগেও পড়েছে ও। অচেনা, অপরিচিত একটা খোলসে আবৃত হয়ে পড়েছে যেন, অযথা খবরদারি করছে লোকজনের উপর। কারণটা কী?

উত্তরটা জানা নেই ওর।

মার্টি কর্ড সহ জর্জ বেমিস আর শল্টোর অচেতন দেহ বাড়ির ভিতরে নিয়ে এল জন। মেঝেয় রাখল দু'জনকে, তারপর দুই আউটলর বাঁধন পরখ করে নিশ্চিত হয়ে নিল। মজবুত। ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে এল রুলিয়া, হাঁটু গেড়ে বসে বেমিসের চাঁদির ক্ষতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'কোন্ দুঃখে কাজটা করছ, শুনি?' খেঁকিয়ে উঠল জিম বেনেট। 'অযথা সময় নষ্ট করছ। বেঘোরে মরার জন্য জন্মেছে ওরা।'

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল রুলিয়া। এখনও অচেতন বেমিস, তবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ব্রুস শল্টো। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াচ্ছে সে, সেই সঙ্গে হাত-পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

'জন!' চড়া স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'একটু আগে যা বলেছ, কাজটা করতে পারো না তুমি! এরা জাত খুনী। ওদের হাতে যদি অস্ত্র তুলে দাও...'

'হাত-পা বাঁধা ওদের, দেখতে পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি নিজ মুখে বলেছ...'

'কী বলেছি, ভাল করে জানি আমি, বেনেট। এই মুহূর্তে কষে হাত-পা

মরুভূমির দিকে যাত্রা করবে?'

'আমার যা খুশি করব।'

শ্রাগ করল ও। 'নিশ্চই। যা ইচ্ছে করো, দোস্ত। কিন্তু তোমার পিস্তল দুটো এখানে থাকবে। এটাই হচ্ছে আসল কথা, বীল। মত ঠিক করে নাও। এখানে থাকবে, নাকি চলে যাবে নিজের পথে?'

টেবিলে, বীলের উদ্দেশে একটা হাত তুলতে যাচ্ছিল সোফিয়া থর্টন, কিন্তু হাতটা নামিয়ে ফেলল। চকিতে একবার তার দিকে তাকাল বীল, মুখ খুলল এরপর।

'থাকছি আমি, জন। তবে তোমাদের জন্য নয়। আর তোমার খবরদারি একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

লোকটিকে মাপল জন। হার্ভে বীলের ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, কিন্তু আপাতত তাকে সহ্য করতেই হবে। একে একে অন্যদের দেখল ও–রোজা, রুলিয়া, সোফিয়া থর্টন এবং মার্থা ওয়ালেসের উপর ঘুরে গেল দৃষ্টি।

মেয়েরা সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে, অপেক্ষায় আছে কী বলে ও। বিহ্বল দেখাচ্ছে রুলিয়াকে। সোফিয়ার মনোভাব বোঝা কঠিন নয়: হার্ভে বীলের পক্ষে সে। তবে কারও প্রতি দায় নেই মার্থা বা রোজার। তাদের কাছে ওকে বরং শত্রুপক্ষের একজন বলে মনে হতে পারে, সাদা একজন অ্যাপাচি। নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে নিতে হবে ওর।

'তিনজন বন্দি আছে আমাদের সঙ্গে,' শান্ত, ধীর ভঙ্গিতে বলল জন। 'শল্টো, বেমিস আর বুন। ওরা আউটল, খুনী। বেঁচে থাকার অধিকার নেই ওদের। তবে সকাল হলেই নরক নেমে আসবে এখানে। ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে ওদের কাজে লাগাব আমরা। অস্ত্র হাঁতে বাড়তি তিনজন মানুষ, অন্তত কিছুক্ষণ হলেও অ্যাপাচিদের ঠেকাতে পারব। এই হচ্ছে আসল কথা।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। শেষে মুখ খুলল রুলিয়া। 'জন, ব্যাপারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার, তবে তুমি যেহেতু মনে করছ এ-ছাড়া আর কোন উপায় নেই...'

'এটাই একমাত্র উপায়, রুলিয়া।'

'তা হলে আপত্তি নেই আমার।'

'ধন্যবাদ। বেনেট, তোমার কী মত?'

মুক্ত হাতটা তুলল র‍্যাঞ্চার, জনের বুক বরাবর তাক করল। 'এদিকে এসো তুমি। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে চাইছি তোমার সঙ্গে। শল্টোর ব্যাপারে ভোটাভুটি করব আমরা।'

‘পরে। অ্যাপাচিরা চলে গেলে ভোটাভুটি করব। এবার চুপ করো।’

‘জন, হয়েছে কী তোমার, ম্যান?’

‘বলছি চুপ করো!’ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ও, তারপর ঘুরেই বেরিয়ে এল। মার্টি কর্ডকে সাহায্য করতে হবে–ভিতরে নিয়ে আসতে হবে শল্টো আর বেমিসকে।

দশ

ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে জন। ব্যাপারটা কী? অযথা ঝামেলার সঙ্গে জড়াচ্ছে না? খোদ নিজেকেই অচেনা মনে হচ্ছে ওর। এই পরিবর্তনের কারণ কি বিরূপ পরিস্থিতি? কিন্তু এমন অবস্থায় আগেও পড়েছে ও। অচেনা, অপরিচিত একটা খোলসে আবৃত হয়ে পড়েছে যেন, অযথা খবরদারি করছে লোকজনের উপর। কারণটা কী?

উত্তরটা জানা নেই ওর।

মার্টি কর্ড সহ জর্জ বেমিস আর শল্টোর অচেতন দেহ বাড়ির ভিতরে নিয়ে এল জন। মেঝেয় রাখল দু'জনকে, তারপর দুই আউটলর বাঁধন পরখ করে নিশ্চিত হয়ে নিল। মজবুত। ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে এল রুলিয়া, হাঁটু গেড়ে বসে বেমিসের চাঁদির ক্ষতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

‘কোন্ দুঃখে কাজটা করছ, শুনি?’ খেঁকিয়ে উঠল জিম বেনেট। ‘অযথা সময় নষ্ট করছ। বেঘোরে মরার জন্য জন্মেছে ওরা।’

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল রুলিয়া। এখনও অচেতন বেমিস, তবে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ব্রুস শল্টো। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াচ্ছে সে, সেই সঙ্গে হাত-পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

‘জন!’ চড়া স্বরে বলল র‌্যাঞ্চার। ‘একটু আগে যা বলেছ, কাজটা করতে পারো না তুমি! এরা জাত খুনী। ওদের হাতে যদি অস্ত্র তুলে দাও…’

‘হাত-পা বাঁধা ওদের, দেখতে পাচ্ছ না?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু তুমি নিজ মুখে বলেছ…’

‘কী বলেছি, ভাল করে জানি আমি, বেনেট। এই মুহূর্তে কষে হাত-পা

বাঁধা হয়েছে ওদের। চেষ্টা করব এ-অবস্থায় শেরিফের হাতে ওদের তুলে দিতে। কিন্তু সকালে যদি অ্যাপাচিরা আক্রমণ করে, যদি চতুর্দিক থেকে হামলা চালায় ওরা? তখন কী ঘটতে পারে, ভাবতে থাকো, বেনেট, ভেবে বলো তো আমার জায়গায় থাকলে কী করবে, তিনজন সক্ষম লোকের হাতে অস্ত্র তুলে না দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবে?'

বিস্ময়কর হলেও, সত্যি সত্যি ভাবতে শুরু করল জিম বেনেট।

কামরার ওপাশে বার। সঙ্গে আনা অস্ত্র আর গানবেল্ট পরখ করল মার্টি কর্ড। আউটলদের কারবাইন তাদের ঘোড়ার স্যাডলে রয়ে গেছে, তবে অন্তত দুটো পিস্তল সঙ্গে রেখেছে সবাই। একটা কেড়ে নিয়েছে হার্ভে বীল। কর্ড নিয়েছে আরেকটা। বাড়তি আরও ছয়টা পিস্তল রয়েছে। কিন্তু কার্তুজের পরিমাণ নেহাত কম। কয়েকটা গানবেল্ট পুরোপুরি লোডেড, তবে কয়েকটায় অর্ধেকের বেশি লূপই শূন্য। সব মিলিয়ে, রিপোর্ট করল জুয়াড়ী, আনুমানিক তিনশো রাউন্ড কার্তুজ রয়েছে ওদের কাছে।

'সেক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে গুলি করতে হবে, মিস্ করা যাবে না।'

অল্প কিছুক্ষণ আগেও মাত্র দুটো পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশটা কার্তুজের মালিক ছিল ওরা। এখন, অবস্থা শ্রেয়তর হলেও, সামান্য স্বস্তিও বোধ করছে না জন। ইন্ডিয়ান হামলা ঠেকাতে হলে এরচেয়ে দশগুণ কার্তুজ দরকার, পিস্তলের বদলে রাইফেল হলে সম্ভাবনা বেশি থাকত ওদের।

শল্টোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জন। 'পাহাড়ে কী ঘটেছিল, বলো তো?'

'গোল্লায় যাও তুমি! ভাঁওতা দিয়েছ আমাকে!'

'কখন ভাঁওতা দিলাম? এখনও বেঁচে আছ. তাই না? বলেছি দরকার হলে তোমাদের অস্ত্র ফিরিয়ে দেব—যদি সাহায্য দরকার মনে হয় আমার।'

'আলবৎ দরকার হবে।'

'সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি। পাহাড়ে কী ঘটেছিল? ক'জন ইন্ডিয়ানকে দেখেছ?'

'শত শত।'

'অ্যাম্বুশে গিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রুস শল্টো। 'হ্যাঁ। কপাল আর কাকে বলে! কফি খাব বলে রাস্তার পাশে ক্যাম্প করেছিলাম। এমন আচমকা আক্রমণ করল ওরা, কিছু বোঝার আগেই মারা গেল বনি। ঘোড়াগুলো কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ছোটাছুটি শুরু করায় বেঁচে গেলাম আমরা। ঘটনার সময় বুঝতেও পারিনি আড়াল থেকে কারা গুলি করছে, রাস্তার দু'পাশেই ঝোপ ছিল। তারপরই চিৎকার

শুরু করল ওরা। প্রাণপণে ছুটলাম আমরা। একটু দূরে আসার পর দেখতে পেলাম ওদের। যেরকম চেঁচাচ্ছিল, আমার ধারণা অন্তত একশো জন হবে।'

'তোমাদের ধাওয়া করেনি ওরা?'

'সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পিছু নেয়নি। ঘোড়াগুলোর কারণেই সে-যাত্রা বেঁচে গেছি। সঙ্গে আমাদের নিজস্ব ঘোড়া তো ছিলই, এখান থেকে নেওয়া বাড়তি ঘোড়াও ছিল। তো, সব ফেলে পালালাম আমরা। ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইনজুনের দল। জানোই তো, ঘোড়া পেলে আর কিছু বোঝে না অ্যাপাচিরা? আগে সব ঘোড়া ধরেছে ওরা, তারপর বোধহয় আমাদের ধাওয়া করার কথা চিন্তা করেছে। ততক্ষণে বেশ কিছুটা সরে আসতে পেরেছি আমরা। তা ছাড়া, সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছিল, অন্ধকারে ট্রেইলে ছাপ অনুসরণ করা সম্ভব নয় বলে হাল ছেড়ে দেয় ওরা।'

'এখানে ফিরে এলে কেন?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল আউটল। 'আর কোথায় যাব? হাঁটতে বাধ্য হয়েছি আমরা। জানতাম সকাল হলেই পিছু নেবে ইনজুনরা। ওদের মত অত ছুটতে অভ্যস্ত নয় সাদারা, তা ছাড়া, সঙ্গে ঘোড়া আছে ওদের। তো, দেখলাম পাহাড়ের কোথাও লুকিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে না। আমাদের চেয়ে ওরাই এলাকাটা ভাল করে চেনে। টুলারোসায়ও যাওয়া সম্ভব হবে না। অনেক দূর। তো, সমস্ত মেলপেই অঞ্চলে পিউতে ওয়েল্‌স ছাড়া আশ্রয় নেওয়ার জায়গা আর আছে নাকি? জানতাম আমাদের পিছু নেবে ওরা, তবে এটাও জানতাম যে এখানে পৌঁছাতে পারলে খাবার-পানি ছাড়াও একটা দালান রয়েছে, যেখানে অবস্থান নিয়ে ওদের ঠেকানোর চেষ্টা করতে পারব।'

'তো, কী ঠিক করলে?'

'তোমাদের সাহায্য করা ছাড়া উপায় আছে নাকি?'

'না, উপায় নেই।'

উঠে দাঁড়াল জন। একডজন অ্যাপাচি যদি চিৎকার করে, শল্টো আর ওর দলের লোকজনের কাছে একশত মনে হতে পারে। কিন্তু হার্ভে বীল এবং সোফিয়া থর্টন নিশ্চই মিথ্যে বলেনি। ধরা যাক, পঞ্চাশ জনও যদি আসে এখানে, ন্যূনতম পঁচিশজন হলেও, দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ ক্যাভালরির পক্ষেও ওদের ঠেকানো সম্ভব হবে না...

ওর দিকে এগিয়ে এল রোজা ও'নীল। 'জন, বাইরে গিয়ে পাহারা দেব?'

'খারাপ লাগবে না তোমার?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'না, জন। জ্যাকের খাতিরে হলেও কাজটা করা

উচিত। একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে এটাকে নিজের দায়িত্ব বলে মনে করছি আমি। একটা কথা, জন, যদি কোন ঘোড়া খুঁজে পাও, ওটায় চড়ে সাহায্যের জন্য যাব আমি। পাহারা ছাড়াও ওই কাজটা করতে পারব। সত্যি কথা বলতে কি, ঘোড়ার পিঠেই বড় হয়েছি আমি।'

'বেশ, দেখব ঘোড়া পাওয়া যায় কি না,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'ধন্যবাদ, রোজা। সবকিছুর জন্য।'

মেয়েটিকে দৃঢ় পায়ে চলে যেতে দেখল ও। মনে মনে ভাবছে দলছুট কোন অ্যাপাচি হয়তো উপস্থিত হবে স্টেশনের কাছাকাছি, দূর থেকে সামান্য আলসেমি নিয়ে নজর রাখবে, আর এ-সময় গুলি করার সুযোগ পেয়ে যাবে ওরা। সেক্ষেত্রে, একটা ঘোড়ার মালিক বনে যাবে।

নিজের চিন্তায় হাসি পেল ওর। সান্তা ক্লজকে পাওয়া আর ওভাবে ঘোড়া পাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্নাঘরে ঢুকল ও।

আগুন জ্বালিয়েছে রুলিয়া। জনকে এগিয়ে আসতে দেখে কাপে কফি ঢালল।

'ক্লান্ত?'

শ্রাগ করল মেয়েটি, মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে এসে পড়া চুল সরিয়ে দিল। 'আসলে তাতে কিছু আসে-যায়?'

'মনে হয় না,' টেবিলে বসল জন। 'আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেই বোধহয় ভাল হত। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে ভুল করছি। হয়তো আমার জন্যই ভরাডুবি হয়ে যাবে।'

উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল রুলিয়া, টেবিলের উপর কনুই রাখল, দু'হাতের তালুয় চেপে ধরেছে কাপটা। মৃদু স্বরে জানতে চাইল: 'জন, তুমি কে?'

'আমি কে?'

স্থির চাহনি রুলিয়ার চোখে। 'হ্যাঁ। পশ্চিমের লোক তুমি, এতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। নিজেকে জন ক্যালকিন নামে পরিচয় দিচ্ছ। আমার ধারণা, নামসর্বস্ব মানুষ নও তুমি।'

'গর্ব করে বলার মত কিছু নেই। কলোরাডোর এক র‍্যাঞ্চে বড় হয়েছি। মা-বাবা আছে এখনও। সতেরো থেকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। টাকার টানাটানি হলে যে-কাজ জুটে, সেটাই করি। রেল, খনি বা র‍্যাঞ্চে ছাড়াও শটগান গার্ড হিসাবে কাজ করেছি। একটা শহরে কিছুদিন মার্শালও ছিলাম।

নিজেকে প্রায়ই বলি, বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত এবার, কিন্তু ফেরা হয় না। কোন একদিন হয়তো সত্যি সত্যি ফিরব। তবে সবার আগে, এই গ্যাঁড়াকল থেকে মুক্তি পেতে হবে।'

ক্ষীণ হাসল রুলিয়া। 'আমি কি কিছু বলতে পারি? আমার সম্পর্কে।'

'বলে যাও।'

'স্কুলের পড়া শেষ করার পর দেখা গেল কাশি রোগ হয়েছে আমার। ডাক্তাররা পরামর্শ দিল পশ্চিমে, আর্দ্র আবহাওয়ায় চলে আসতে। টেরিটরির একটা স্কুলে নিয়োগ চেয়ে আবেদন করলাম, রাইমার স্প্রিং নামে ছোট্ট এক শহরে চাকুরি হলো। ওটাই আমার প্রথম কাজ এবং শিক্ষক হিসাবে শুধু আমিই ছিলাম। শহরের শেষ দিকে ছিল আমার কোয়ার্টার।

'প্রথমদিন ক্লাস শেষে কোয়ার্টারে ফিরছি, শহর পেরিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম রাস্তায় ছোট এক ছেলেকে পিটাচ্ছে অন্য একটা ছেলে। দু'জনেই আমার ছাত্র। লোকজন কিছু তো বলছেই না, বরং চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল।'

মৃদু হাসল জন। 'কী করলে তুমি?'

'সব ঝামেলার মূলে যে-ছেলেটা, গায়ে-গতরে আমার চেয়েও বড় ছিল সে। বয়সটা বাদ দিলে পূর্ণবয়স্ক তরুণই বলা চলে। বুঝতে পারছিলাম একে না পারলে স্কুলে অন্য ছেলে-মেয়েদের সামলাতে পারব না। তো, সামাল দিলাম ওকে। ওর চুল ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলাম। ঘুরে আমার দিকে মনোযোগ দিল সে। অন্য কেউ হলে হয়তো মেরেই ফেলত, কিন্তু শিক্ষক বলে পাল্টা কিছু করল না ছেলেটা। আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল সে। কান ধরে ছেলেটাকে বললাম পরদিন স্কুলে যেতে হলে ভদ্রলোকের মত যেতে হবে। সত্যি এসেছিল ও, এবং আর কখনও ঝামেলাও করেনি।'

'তা হলে কর্তৃত্বই আসল ব্যাপার?'

'এবং সাহস। সাহস থাকলে কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে তুমি।'

মাথা নাড়ল জন। 'এটাই বলতে চেয়েছি...তোমাদের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর অধিকার নেই আমার।'

'কাউকে না কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে, জন। আমার ধারণা, তোমার চেয়ে ভাল করতে পারত না কেউ।'

অন্যমনস্কভাবে কফির কাপ নাড়ছে জন, দৃষ্টি তুলে উল্টোদিকে বসা রুলিয়ার দিকে তাকাল। ক্ষীণাঙ্গিনী, কালো চুল, মুখের ডান দিকটা পুরো ফুলে গেছে, চোখটা আধ-বোজা–ক্রুস শল্টোর দৈত্যাকার হাতে ঘুসির ফল। তবে, ঠিকই তাকে সামাল দিয়েছে রুলিয়া, প্রথম স্কুলে বিশালদেহী তরুণকে

যেমন সামাল দিয়েছে। 'রুলিয়া, খুব সাহসী মেয়ে তুমি।'

'আমি স্রেফ একজন স্কুলমার্ম। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, জানা নেই আমার। তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে, এবং তোমার দিকে ঝুঁকে পড়া ছাড়া উপায় তো দেখছি না।'

মৃদু হাসল জন। 'ঝুঁকে পড়ো তা হলে!'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'জন, ওরকম কিছু মীন করিনি আমি...'

'জানি। আচ্ছা, বিয়ে করোনি কেন? গড়পড়তার চেয়ে ঢের সুন্দরী তুমি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল রুলিয়া। ওর চোখ দেখে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল জন।

'সম্পর্কটা নষ্ট কোরো না, জন,' দ্রুত, প্রায় নিরাবেগ স্বরে বলল রুলিয়া। 'আদর্শ পার্টনার...সঙ্গী আমরা। বন্ধুও।'

'কোন পুরুষ আসেনি তোমার জীবনে?'

'না।'

'কেন?'

কঠিন হয়ে গেল মেয়েটির মুখ। 'এ-নিয়ে কথা বলতে চাই না আমি, আর এটাও চাই না যে নিজের কাজের কথা ভুলে যাও তুমি।'

'কাজ?'

'এখানে তোমার দায়িত্বের কথা বলছি। সকালের আগে সারতে হবে, এমন অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল জন।

'তাই হবে, রুলিয়া। তবে সুযোগ পেলে এ-নিয়ে কথা বলব আমরা...'

'না, জন...!'

'এটা ঘটবেই। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কোরো না।'

শঙ্কিত রুলিয়াকে ওখানে রেখেই বেরিয়ে গেল জন।

*

দুই আউটলকে বেঁধে মেঝেয় ফেলে রাখা হয়েছে। তৃতীয়জন বসে আছে টেবিলে, তবে হাত দুটো পিছনে বাঁধা, পা জোড়াও বাদ দেওয়া হয়নি। একে একে সবার উপর দৃষ্টি চালাল মার্থা ওয়ালেস। ক্রুস শল্টোকে চেনে না, তবে অন্য দু'জনকে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না। টার্কি বুনের শরীরের ওজন জানা আছে ওর, লোকটার নোংরামি সম্পর্কেও জানে। বেমিসও কম যায়নি,

যাচ্ছেতাইভাবে ওকে ব্যবহার করেছে দু'জন। তবে সবার আগে অন্য একটা স্মৃতি ভেসে উঠল মানসপটে–পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ওর ভিতরটা। মেঝেয় পড়ে থাকা কুৎসিত লোকটার হাতে স্বামীকে খুন হতে দেখেছে ও, নিজের চোখে তাকে গুলি করতে দেখেছে, উল্লাস আর বিকৃত আনন্দ দেখতে পেয়েছে লোকটার সরু, চিপসানো মুখে। টার্কি বুন এবং শল্টোকে বেমালুম ভুলে গেল মার্থা। ক্ষীণদেহী শয়তানটাকে খুন করতে হবে, ওর স্বামীকে খুন করেছে সে, রীতিমত উল্লসিত হয়েছিল কাজটা করে। জর্জ বেমিসের দিকে এক পা এগোল ও...আরেক পা...

ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় ছেয়ে আছে মার্থা ওয়ালেসের সমস্ত অনুভূতি। হঠাৎ শুনতে পেল ওর নাম ধরে ডাকছে কেউ। বিকারগ্রস্ত মানুষের মত থমকে দাঁড়াল ও, কান পাতল।

'মার্থা!' তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকল জিম বেনেট। 'হয়েছে কী তোমার? ব্যান্ডেজটা খুলে গেছে আবার।'

'ব্যান্ডেজ? ওহ্, দুঃখিত, মি. বেনেট।' দ্রুত পায়ে র‍্যাঞ্চারের বিছানার কাছে চলে গেল মার্থা, ঝুঁকে পড়ল ব্যান্ডেজের উপর, তারপর সিধে হয়ে মৃদু হাসল।

'তুমি না থাকলে বোধহয় মারাই পড়তাম,' স্বস্তির সুরে বলল বেনেট। 'অকৃতজ্ঞ ভেবো না আমাকে। সুস্থ হয়ে নিই, তোমার জন্য একটা কিছু করব আমি। সুদাসলে শোধ করব ঋণটা।'

'আহ্, মি. বেনেট। অযথা দুশ্চিন্তা করার...'

'বন্ধুদের ভুলে যাব, এমন অকৃতজ্ঞ নই। অবশ্য শত্রুদেরও কখনও ভুলি না আমি।'

'পানি লাগবে তোমার?'

'কফি হলে ভাল হয়।'

'পানিই ভাল হবে তোমার জন্য, মি. বেনেট। জ্বর কমে যাবে তাতে।'

'আরে, জ্বর নিয়ে চিন্তা করছি না। সকালের মধ্যে পায়ের উপর খাড়া হয়ে যাব। কফিই দাও।'

'তুমি দেখছি আমার টেডের মত,' বলল মার্থা। 'কফি ছাড়া কিছু বোঝো না। ম্যাকও ওরকম ছিল। ও যখন আমাদের এখানে বেড়াতে আসত, এক পট কফি আধ-ঘণ্টার আগেই শেষ হয়ে যেত।'

'ম্যাক কে?'

'চিনবে না ওকে। নাম হ্যারি ম্যাকনীল। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রসপেক্টিং

করে। কিছুদিন আগেও পিউতে হিল্‌সে খোঁড়াখুঁড়ি করেছে।'

'পিউতে হিল্‌সে তো কোন সোনা নেই।'

'ম্যাক মনে করত আছে। বলল ও নাকি প্রাচীন একটা স্প্যানিশ খনি খুঁজে পেয়েছে। প্রায় মাস খানেক কাজ করেছে, ডিনামাইট এনেছিল। টেডের ধারণা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ডিনামাইট ব্যবহার করেছিল ম্যাক। খোদ খনিটাই উড়ে যায়, গুহার দেয়াল ধসে মুখ বন্ধ হয়ে যায়।'

'কত দূরে জায়গাটা?'

'পাহাড়ের পশ্চিমে রাস্তার কাছাকাছি শুকনো একটা ওঅশ আছে, ওটার ধারে-কাছে কোথাও খনিটা। পাঁচ-ছয় মাইলের বেশি হবে না...আরে, তুমি দেখছি উঠছ! ওঠো না, ওঠো না!'

'মার্থা, যাও তো জনকে খুঁজে বের করো। আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো ওকে।'

'কফি খাবে না?'

'বাদ দাও। জনকে বোলো...ওই যে, নিজেই চলে এসেছে। এই, জন, এদিকে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

কামরার ওপাশে পাশাপাশি বসে আছে সোফিয়া থর্টন আর হার্ভে বীল, নিচু স্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কামরায় পা রাখার সময় তাদের দেখল জন, দু'জন এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যে অজান্তে ভুরু কুঁচকে গেল ওর। লুকাছাপা ভাব ওদের চাহনিতে, যেন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। জনের সন্দেহ হলো, সুযোগ পাওয়া মাত্র এখান থেকে চলে যাবে ওরা।

চেঁচিয়ে ওকে ডাকল বেনেট, তবে বাতাসে হাত নেড়ে তাকে বাতিল করে দিল জন। 'আসছি, একটু দেরি হবে। প্রথমে বীল আর মিসেস থর্টনের সঙ্গে কথা বলব।'

হেঁটে দু'জনের দিকে এগোল ও, বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত। এরা যদি মেলপেই অঞ্চল পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতে চায়, তাদের আটকে রাখার কোন অধিকার নেই ওর। আছে কি? অ্যাপাচিরা হয়তো ওদের ট্রেইল খুঁজে পাবে না, বেঁচে যাবে ওরা, এবং এখানে পড়ে থাকা মানুষগুলোর উদ্দেশে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে পারবে, বলতে পারবে ওদের মত স্টেজ স্টেশন ছেড়ে গেলে বেঘোরে মরতে হত না।

মুখোমুখি হয়ে থামল জন, বলল: 'বীল, দুর্গে পানি জমিয়ে রাখতে হবে। কর্ডকে গিয়ে সাহায্য করো গে। পানি নেওয়া শেষ হলে কয়েকটা ম্যাট্রেস নিয়ে যাবে। বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল হোমস্টিডার, জনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

'আর···বিকালের কথাটা মনে রেখো। সোফিয়া, হাঁটতে পারছিলে না তুমি। মেলপেই অঞ্চল এরচেয়ে হাজার গুণ খারাপ। মরুভূমির মত জায়গা ওটা। মাটি এমন পিছলা যে মনে হবে পা ধরে রাখছে মাটি, তুমি এগোবে কিন্তু নীচ থেকে তোমার পা ধরে রাখবে মাটি, আর সূর্য ওঠার পর মনে হবে জ্বলন্ত উনুনে পা রেখেছ। সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে ভাল, নইলে পথে এক ফোঁটা পানি পাবে না, ছায়া মিলবে এমন কোন আশ্রয় খুঁজে পাবে না। সেক্ষেত্রে, অ্যাপাচিদের আগে বাজার্ডই পেয়ে যাবে তোমাদের।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল সোফিয়া, চকিতে তাকাল বীলের দিকে।

'অন্য একটা বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা। তুমি যা ভাবছ, তা নয়।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জন। চিৎকার করে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল ব্রুস শল্টো, কিন্তু পাত্তা পেল না। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে জর্জ বেমিস। ঘাড় ফিরিয়ে জনকে বেনেটের বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনকে দেখছে মার্থা ওয়ালেস, শান্ত মুখ।

'জন, আমি চাই মার্থার কথাগুলো শুনবে তুমি। কাছাকাছি পরিত্যক্ত একটা খনি আছে, বড়জোর পাঁচ মাইল দূরে। পাহাড়ের এদিকে। মার্থা তোমাকে বলতে পারবে কীভাবে যেতে হবে। কাজ করতে গিয়ে খনিটা উড়িয়ে দিয়েছিল কোন এক লোক, ডিনামাইটের সঠিক ব্যবহার জানত না সে। একটা সম্ভাবনা আছে–হয়তো কিছু ডিনামাইট পেয়ে যাবে। তো, সত্যি যদি পেয়ে যাই, তা হলে···'

'ডিনামাইট,' ধীরে ধীরে শব্দটা উচ্চারণ করল জন। 'মার্থা, সত্যি খনিতে ডিনামাইট আছে?'

'নিশ্চিত বলতে পারব না। চলে যাওয়ার আগে এখানে এসেছিল ম্যাক। বলল কয়েকদিন পর ফিরে আসবে আবার। মাইনিঙের জিনিসপত্র ওখানেই রেখে গেছে ও।'

'কতদিন আগের ঘটনা এটা?'

'তিন সপ্তাহ। ডেনভারে গেছে ম্যাক। খনি থেকে টাকা রোজগার করার ইচ্ছে ছিল ওর, বলল ডেনভার থেকে লোক ভাড়া করবে, খনিতে খোঁড়ার সময় আইল তৈরি করবে। সোনা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল সে।'

মার্থাকে একের পর এক প্রশ্ন করল জন।

সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। ভাগ্য ভাল থাকলে, কাজ সেরে খনি থেকে ফিরে আসতে পারবে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে, হয়তো দেড় ঘণ্টা লাগবে।

মাঝরাতের আগে ফিরে এলেই চলবে। ভোর পর্যন্ত হাতে পাঁচ ঘণ্টা থাকবে–যদি ঠিকমত খনিতে পৌঁছতে পারে এবং নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।

'চেষ্টা করা উচিত, জন,' বলল বেনেট।

'জানি।'

'তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত এদিকটা সামলাব আমি।'

'মানে?'

'বলতে চাইছি–সবাইকে ব্যতিব্যস্ত রাখব। আর কী করার আছে?'

'দুর্গে চলে যাব আমরা। শুনেছ?'

'হ্যাঁ। বহু বছর ওদিকে যাইনি। দেয়ালগুলো বোধহয় আজীবনই খাড়া থাকবে। ছাদ নেই, তবে সেটা বাড়তি সুবিধাও হতে পারে।'

'আউটলদের ব্যাপারে কী ভাবলে?'

কঠিন হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের মুখ। 'মরবে ওরা।'

'কিন্তু এখন নয়।'

'ডিনামাইট পেলে ওদের আর দরকার হবে না...'

'ডিনামাইট পাইনি এখনও। হয়তো পাবই না।'

'একই কথা, জন। আমার কথাই ধরো, একটা বুলেট আছে কাঁধে, হয়তো এটার কারণে মারা পড়ব। তোমার মাথার কী অবস্থা? রুলিয়ার দিকে তাকাও, বা মার্থাকে দেখো। ওর স্বামীর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, জিজ্ঞেস করো। জিজ্ঞেস করো ওর সঙ্গে কী করেছিল বেজন্মাগুলো। সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, মরবে ওরা।'

'এখন নয়।'

স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখল ওরা, শেষপর্যন্ত চোখ সরিয়ে নিল জিম বেনেট। 'বেশ, তোমার ইচ্ছে মত সামলাও, জন, আপাতত কিছু করার নেই আমার। শুয়ে থাকা লোকের সঙ্গে জবরদস্তি করা সহজ। তবে, সকালে যখন খাড়া হব আমি, তখন দেখবে কী ঘটে।'

রান্নাঘর থেকে কামরায় ঢুকল রুলিয়া। ওকে সবকিছু খুলে বলল জন।

'পানি চেয়ে বাড়ি মাথায় তুলছে শল্টো,' শেষে বলল ও। 'পানি দাও ওকে। অন্যদেরও দিয়ো। কিন্তু কারও বাঁধন খুলো না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব আমি।'

'তোমার উপর নির্ভর করছি আমরা, জন।'

বাইরে এসে ও দেখল রোজার সঙ্গে কথা বলছে মার্টি কর্ড। ডিনামাইট আর খনির ব্যাপারে জুয়াড়ীকে বিশদ জানাল জন, যোগ করল: 'মার্ট, আমার

অনুপস্থিতিতে তুমিই সামলাবে সব।'

'ফিরে এসো, এত বড় দায়িত্ব সামলাতে পারব না আমি,' মৃদু হেসে বলল জুয়াড়ী, তারপর অনুতাপের সুরে দুঃখপ্রকাশ করল। 'দুঃখিত। আসলে নিজেও জানি না কী হয়েছিল আমার। সম্ভবত মার্থা ওয়ালেসের কথা চিন্তা করে খেপে গিয়েছিলাম। শুনেছ তো ওর কী অবস্থা করেছিল শয়তানগুলো?'

'না, তবে অনুমান করতে পারছি।'

'ওরা আসলে মানুষ নয়–পশু, বর্বর। যাই হোক, সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখব ওদের।' মাথা নাড়ল কর্ড, ভুরু কোঁচকাল। 'ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে শল্টোর দলবলকে ব্যবহার করতে চাইছ যখন, করো–আমার আপত্তি নেই, বরং ওরা কোনভাবে আমাদের কাজে এলেই খুশি হব।'

'যথেষ্ট। বেনেটের উপর একটা চোখ রেখো। বীলকেও বাদ দিয়ো না। ও হয়তো পালিয়ে যেতে পারে। সম্ভব হলে আটকে রেখো ওকে।'

'ওকেও ব্যস্ত রাখব।'

দু'জনের উদ্দেশে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জন, ঘুরে এগোল রাস্তার দিকে। বেশ দ্রুত পা ফেলছে, বলা যায় দৌড়াচ্ছে।

এগারো

চাঁদ যেন রূপোর থালা, মাঝ আকাশে স্থির হয়ে আছে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে কালচে-নীল ছায়া। ধোঁয়ার মত সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে। বাতাস নেই, রাস্তার দু'ধারে বিশালকায় মেস্কিট বা ক্যাকটাসগুলোকে দেখাচ্ছে কুৎসিত চেহারার সন্ত্রস্ত প্রহরীর মত। আর যাই হোক, পথ চিনে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না। গতি কমিয়ে হাঁটতে শুরু করল জন, সামনের রাস্তা আর দু'ধারের জমি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

পায়ে ক্লান্তি অনুভব করছে, আড়ষ্ট পা দুটোর কথা ভুলে যাওয়ার প্রয়াস পেল ও। কাল যত ইচ্ছে বিশ্রাম নিতে পারবে...যদি বেঁচে থাকে।

পাহাড়ের কাছাকাছি শুকনো ওঅশের ধারে পৌঁছল ও। ওঅশের তলা

বরবার এগোল, পাহাড়ের দিকে চলে গেছে ঢালু পথ। কিছুক্ষণের মধ্যে পাথুরে রীজের পাদদেশে পৌঁছে গেল। ধারে-কাছে কোথাও খনির অবস্থান, মিস্ না করলে শিগ্গিরই পৌঁছে যাবে।

পিস্তলের দূরাগত, ক্ষীণ শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল জন। পিউতে ওয়েল্স থেকে এসেছে শব্দটা, এর মানে কী? স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও, কান পাতল আরও শব্দ শোনার আশায়। অ্যাপাচিরা রাতের বেলায় আক্রমণ করে না বলেই জানে, কিন্তু কী নিশ্চয়তা আছে?

মিনিট খানেক চলে গেল। আরও এক মিনিট পেরোল। নীরবতা দীর্ঘতর হচ্ছে। অ্যাপাচিরা স্টেশনে হামলা করে থাকলে একাধিক গুলির শব্দ শুনতে পেত। গুলির শব্দটা তা হলে কীসের? বীল বা আউটলরা ঝামেলা করেছে? উঁহুঁ, মিলছে না ব্যাপারটা, উদ্বেগের সঙ্গে মাথা নাড়ল জন। মার্টি কর্ডকে সাহায্য করার জন্য ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। ডিনামাইট। ওঅশের তলা বরাবর ছুটতে শুরু করল ও, কিছুক্ষণের মধ্যে পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে গেল।

অল্পের জন্য খুঁজে পেল খনিটা, আরেকটু হলে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ধসে পড়া পাথরের স্তূপের কারণে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে খনির, তাড়াহুড়োয় তৈরি করা শেড আর লীন-টু কাছাকাছি বোল্ডারের চেয়ে মোটেই বড় নয়, পাথুরে চাঁইয়ের আড়ালে পড়ে গেছে। পাথর বেয়ে লীন-টুয় উঠে এল জন।

কোনরকমে টিকে আছে কাঠামোটা। যে-কোন সময়ে বাতাসের ধাক্কায় ধসে পড়বে রীজের ফাঁকে শেডটা বেড়া দিয়ে তৈরি, কাদা শুকিয়ে ছাদ খাড়া করা হয়েছে। শেডে ঢুকতে অসুবিধা হলো না। ভিতরে টিনজাত সাপ্লাইয়ের একটা বক্স খুঁজে পেল ও, থলেয় রয়েছে বীন, আটা, এক ক্যান চিনি, দুটো কোদাল, গাঁইতি আর শাবল।

কিন্তু কোন ডিনামাইট নেই।

হতাশায় দুর্বল বোধ করল ও। সিগারেট রোল করার পর টের পেল গলা শুকিয়ে আছে, ধূমপানে সামান্য তৃপ্তিও পেল না। ফের খুঁটিয়ে দেখল শেডটা, এবার সময় নিয়ে, তবে কিছু প্রত্যাশা করছে না। খনির মুখের দিকে তাকাল। একপাশে জন্মানো ঝোপ ক্যানভাসের টুকরোর মত দেখাচ্ছে। এগিয়ে গেল ও, লাথি মেরে কয়েকটা ঝোপ সরিয়ে দিল। পরক্ষণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ওর। ক্যানভাসে মোড়া একটা ছাঁচ দেখতে পাচ্ছে, ঝোপের কারণে আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। ঘুরে শেডে ফিরে এল গাঁইতি আনার জন্য।

দশ মিনিট পর সত্যি সত্যি দুর্বল বোধ করল জন, তবে চেঁচিয়ে গলা

ফাটাতে ইচ্ছে করছে ওর। ক্যানভাসের শেষ আবরণ ছিঁড়তে বেরিয়ে এল যা খুঁজছিল–আধ কেস ডিনামাইট, এক ক্যান পারকাশন ক্যাপ আর ফিউজের দীর্ঘ কয়েল! শার্টের আস্তিনে কপালের ঘাম মুছল ও, বুক ভরে শ্বাস নিল, তারপর কাজে নেমে পড়ল। ডিনামাইট, ক্যাপ এবং ফিউজ ক্যানভাসে মুড়ে একটা ব্যাগে ভরে ফেলল। বাড়তি ক্যানভাসের সাহায্যে প্যাকের জন্য হার্নেস তৈরি করল। কাঁধের উপর ফেলল ওটা, জুত মত বসিয়ে দিল যাতে ভারসাম্য ঠিক থাকে। এবার ছুটে পিউতে ওয়েল্সের দিকে ফিরতি পথ ধরল।

*

কয়েকটা ম্যাট্রেস দুর্গে স্থানান্তর করার পর তিনটা টাবে পানি জমা করল মার্টি কর্ড আর হার্ভে বীল। বার্নের দেয়ালে লাথি চালাচ্ছে দু'জন, কিছু বোর্ড সংগ্রহ করবে, এই ফাঁকে খাবার নিয়ে এল রুলিয়া ও সোফিয়া থর্টন। তীর বা স্পিয়ার ঠেকানোর জন্য কাজে লাগবে বোর্ড, ব্যাখ্যা করল কর্ড।

'সাধ্যমত লড়ব আমরা, সহজে পরাজয় মেনে নেব না,' চাপা অহংকার প্রকাশ পেল জুয়াড়ীর কণ্ঠে। 'আমাদের অবস্থা চিন্তা করে দেখো। গুটিকয়েক অস্ত্র আর মামুলি কার্তুজ নিয়ে লড়ছি, সঙ্গে রয়েছে কাদার দেয়াল, বোর্ড এবং আমাদের হাত-পা। অ্যাপাচিরা দল বেঁধে হামলা করলে টিকতে পারব না কেউ। তবে লড়াই ঠিকই হবে–মরার আগ পর্যন্ত লড়ে যাব। এভাবে যদি মারা যাই, কি জানো, রুলিয়া, একটুও দুঃখ থাকবে না আমার, কারণ সবার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেছি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছি।'

'অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করছ তোমরা, অযথা মাথা খাটাচ্ছ,' বলল রুলিয়া। 'রোজাও তাই করছে। একজন অফিসারের যোগ্য বউ সাজতে চাইছে। অথচ আজ সকালেও এ-নিয়ে আফসোসের শেষ ছিল না ওর।'

'আর তুমি?'

'ক্লাসরুম থেকে বিতাড়িত শিক্ষক আমি। নিজের গণ্ডির বাইরে যা হয়, এখনও দ্বিধান্বিত আমি।'

পরিত্যক্ত স্টেজকোচের কাছে থামল ওরা। কাঠ আনতে বার্নে যাওয়ার কথা হার্ভে বীলের, কিন্তু তাকে স্টেশন-হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ওরা। সঙ্গে সোফিয়া থর্টন। কোথায় খুঁজে পেয়েছে কেবল সে-ই জানে, হোমস্টিডারের হাতে দুটো ক্যান্টিন, স্ট্র্যাপের সাহায্যে ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে। দরজার বাইরে পা রেখেই পশ্চিমে মোড় নিল দু'জন।

'এই, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' চেঁচিয়ে ডাকল কর্ড।

পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল বীল, নিচু স্বরে সোফিয়াকে বলল কী যেন,

তারপর দু'জনেই ছুটতে শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে ছুট লাগাল কর্ড, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেলল। স্রেফ সতর্ক করে দেওয়ার জন্য একটা গুলি করল, দু'জনের মাথার অনেক উপর দিয়ে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলে গেল বুলেট। আর্ত চিৎকার করে থমকে দাঁড়াল সোফিয়া, খামচে ধরেছে বীলের বাহু। ঝাড়া মেরে হাতটা সরিয়ে দিল সে, পিস্তল ড্র করবে; যতক্ষণে পিস্তলটা খাপ থেকে মুক্ত হলো, ততক্ষণে ব্যবধান কমিয়ে এনেছে কর্ড, প্রায় পৌঁছে গেছে কাছাকাছি। পিস্তলের নলে বীলের বুক বরাবর নিশানা করল ও।

'হুজুগে গুলি ছুঁড়ছ নাকি?' হেঁকে উঠল বীল। 'গুলিটা সোফির গায়ে লাগতে পারত!'

'ভুল হয়ে গেছে,' বলল কর্ড। 'তোমরাও একটা ভুল করেছ। কী ভেবেছ, কতক্ষণ টিকতে পারবে মরুভূমিতে? তুমি যদি টিকতেও পারো, সোফিয়া কি টিকতে পারবে? মাথা খাটাও, ম্যান।'

'এমনিতেও মারা যাব আমরা। পালানোর চেষ্টায় দোষের কিছু দেখছি না আমি। আমাদেরকে আটকানোর কোন অধিকার নেই তোমার।'

'সোফিয়াকে আটকাব আমি। মরুভূমিতে টিকতে পারবে না ও। দেখো ওর অবস্থা।'

ফুঁপিয়ে উঠল সোফিয়া। 'আমি এখানেই থাকতে চাই, হার্ভে। এক মাইলও যেতে পারব না, তার আগেই পিছিয়ে পড়ব। সকাল হলে হয়তো আমাকে কোলে তুলে নিতে হবে তোমার। তারচেয়ে তুমি একাই...'

ইতস্তত করছে বীল, মুখে দ্বিধা। চলে যেতে চাইছে সে, কিন্তু সোফিয়াকে ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

'সকালে,' বলল কর্ড। 'কাভার পাওয়া যাবে এমন জায়গায় মেয়েদের সরিয়ে নেব আমরা। তারপর হাড্ডাহাড্ডি লড়ব ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। পিস্তলে যদি চালু হও, প্রতি বুলেটে একজন করে রেডস্কিনকে খতম করতে পারবে তুমি। সবাই যদি তাই করতে পারি আমরা, এত দুশ্চিন্তা করছ কেন?'

এসব হচ্ছে কথার কথা, এবং সেটা ভাল করেই জানে মার্টি কর্ড। বুলেটের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে না ইন্ডিয়ানরা। মরতেও আসবে না এখানে, বরং মারতে আসবে ওরা। তবে পিস্তলের সংখ্যা বেশি হলে, একটু বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ওরা।

'হার্ভে,' মিনতি করল সোফিয়া। 'আমরা বরং থেকে যাই। শুধু নিজেদের কথা ভাবলে চলবে না, অন্যদের কথাও ভাবতে হবে।'

মনস্থির করে নিল বীল। 'আমার তো মনে হয় গন্তব্যে পৌঁছে যেতে

পারতাম আমরা, সোফি। যাক্গে, তুমি যখন থাকতে চাও, আমিও থাকছি।'

ওদের সঙ্গে যোগ দিল রুলিয়া, কণ্ঠ শুনে মনে হলো অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। 'স্টোভে কফি চড়িয়েছি। চলে এসো সবাই।'

'গুড আইডিয়া,' স্বস্তির সঙ্গে বলল কর্ড।

কফি পান করে দুর্গে চলে এল কর্ড আর বীল। রান্নাঘরের টেবিলে বসে থাকল সোফিয়া, কাজ রয়েছে বলে মূল কামরায় চলে এল রুলিয়া। ঘুমিয়ে পড়েছে জিম বেনেট। প্রায় রুটিনমাফিক হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ ঘুমাবে সে, জেগে হম্বিতম্বি করবে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়বে। বিছানার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে আছে মার্থা, এক আউটলর দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন দৃষ্টিতে। মহিলার সঙ্গে কথা বলল রুলিয়া, কিন্তু উত্তর দিল না মার্থা, শুনেছে বলেও মনে হলো না।

মার্থার ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করছে রুলিয়া। বিকাল থেকে প্রায় কথা বলছে না, মানসিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। তবে এটাই স্বাভাবিক। তারপর, কিছুক্ষণের জন্য তাকে ব্যস্ত রেখেছিল জিম বেনেট, এটা-সেটা চেয়ে মনোযোগ ধরে রেখেছিল। আউটলরা আসার পর নিজের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল মার্থা। বন্দি তিন আউটল ওর সমস্ত দুর্ভোগের জীবন্ত স্মৃতি হিসাবে বর্তমান।

'এই যে, টীচার,' চড়া স্বরে ডাকল ক্রুস শল্টো। 'না খাইয়ে মারবে নাকি আমাদের?'

হাত তুলে ফোলা গাল স্পর্শ করল রুলিয়া, রাগে দিশেহারা বোধ করল। 'মি. শল্টো, জীবনে আর কখনও যদি খেতে না পাও, কিছু যায়-আসে না আমার।'

'কুত্তী! যদি মুক্ত হতে পারি…'

'মুক্ত হয়ে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ে মরবে তুমি। যদিও এত সম্মানজনক মৃত্যু পাওনা নও তুমি।'

দ্রুত বেরিয়ে এল রুলিয়া, করিডরে এসে থামল ক্ষণিকের জন্য। নিজের উপর বিরক্ত। এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ বা রূঢ় হওয়া ওর সাজে না…উঁহুঁ, বরাবরই তাই ছিল ও। বহু আগে, এতিমখানায় এমনই ছিল ওর আচরণ। নিজেকে রক্ষা করতে হলেও কঠিন হতে হয়।

পিটার স্লেডের কামরায় ঢুকল ও। আলতো হাতে ড্রাইভারের কপাল স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে নিল হাতটা। মার্বেলের মত ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে গেছে তার চামড়া। ঝুঁকে কান পাতল রুলিয়া। হৃৎস্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস

থেমে গেছে। মারা গেছে পিটার স্লেড। বিছানার চাদর দিয়ে মৃতদেহটা ঢেকে দিয়ে বেরিয়ে এল ও।

বাইরে, খোলা বাতাসে যাওয়া দরকার। দুর্গের দিকে এগিয়েও মত বদলে দালানের কোণে চলে এল। রোজা এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

'কয়েক মিনিটের জন্য বিশ্রাম দিতে পারি তোমাকে,' প্রস্তাব করল ও। 'কফি খাবে নাকি?'

'না। কফির দরকার নেই। সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব আমি, একটুও খারাপ লাগবে না। কারণটা বুঝতে পারছ?'

'মনে হয়।'

'শুধু একটা ব্যাপার মেনে নিতে পারছি না। সকাল হলেই মারা পড়ব সবাই। জ্যাক যদি জানতে পারত যে এখানে পাহারা দিয়েছি আমি···একজন সৈনিকের যোগ্য স্ত্রীর মত মারা গেছি, এসব যদি ও জানতে পারে, তা হলে মরতে এতটুকু দুঃখ হবে না আমার।'

'একটা নোট লিখে রাখো। পরে হয়তো কেউ খুঁজে পাবে ওটা।'

মাথা নাড়ল রোজা। 'মনে হয় না বিশ্বাস করবে জ্যাক। সৈনিকের স্ত্রীর মত আচরণ করিনি আমি। ওয়াশিংটনে সব সৈনিক বাহারী ইউনিফর্ম পরে। ওদের স্ত্রীরা পরে ঝলমলে সুদৃশ্য গাউন। পার্টি, নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকে সবাই। জানতাম লড়াই মানেই দারুণ অ্যাডভেঞ্চারে ভরা এবং জ্যাকের জন্য গৌরব কামানোর সুযোগ। তারপরই পশ্চিমে বদলি হয়ে গেল ও। সবকিছু এত নোংরা, কুৎসিত আর বুনো মনে হলো আমার কাছে, বখে যাওয়া বাচ্চার মত আচরণ করতাম আমি। আমার তো মনে হয়···' আচমকা থেমে গেল ও, আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাস্তার দিকে।

'কিছু দেখেছ নাকি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রুলিয়া।

'হ্যাঁ। ওই যে, দেখো! রাস্তার পাশে!'

রাস্তায়, মেস্কিটের ছায়ায় চলন্ত একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে–একজন মানুষের অবয়ব। সিধে হলো, টলমল পায়ে এগোল দু'পা, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়েই থাকল কিছুক্ষণ। শেষে, উঠে দাঁড়াল সে, শরীরের ভারসাম্য ফিরে পায়নি, দু'পাশে দুলছে ঘড়ির ঘণ্টার মত। ইন্ডিয়ান নয়, ভাবল রুলিয়া। নিশ্চই জন। আহত হয়েছে বোধহয়। ফিরে আসছে সে।

'জন,' চেঁচিয়ে উঠল রুলিয়া, এগোতে গেল, কিন্তু বাহু খামচে ধরে ওকে থামাল রোজা। ধরে রাখল।

'দাঁড়াও, রুলিয়া। আগে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে। মনে হয় না

লোকটা ইন্ডিয়ান, তবে...'

টলমল পায়ে এগোচ্ছে লোকটা। বিশালদেহী সে, চওড়া কাঁধ, লম্বায়ও জনের চেয়ে বেশি হবে। এমনভাবে হাঁটছে যেন বদ্ধ মাতাল, কিংবা গুরুতর আহত। কিছু একটায় হোঁচট খেল সে, মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। খানিক পড়ে থাকার পর ক্রল করে এগোতে শুরু করল।

'আমাদের মত কেউ, অন্তত এটুকু বোঝা গেছে,' বলল রুলিয়া, তারপর দ্রুত এগোল লোকটার দিকে। মার্টি কর্ডকে ডাকতে তৎক্ষণাৎ বাড়ির দিকে এগোল রোজা।

রুলিয়াকে দেখতে পেল লোকটা। 'মার্থা! তুমি নাকি?' ক্লান্ত স্বরে ডাকল সে।

'না। মার্থা ভিতরে আছে,' জবাব দিল রুলিয়া। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

মানুষটা দোহারা গড়নের, বিশাল বুকের ছাতি। ঘন দাড়ি। চাঁদের ম্লান আলোতেও ছেঁড়া কাপড় আর মুখে কাটাকুটির দাগ দেখা যাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে লোকটার কোমর জড়িয়ে ধরল রুলিয়া, সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল তাকে। মনে কাঁটার মত বিঁধতে থাকা প্রশ্নটা মুখ ফস্কে জিজ্ঞেস করে ফেলল: 'তুমি বোধহয় হোমস্টিডারদের একজন?'

'পালাতে সক্ষম একজন,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'একটা ঘোড়া যদি পাই...এখানে কী করছ তুমি, ম্যা'ম? যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত তোমার।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমার উপর ভর দাও।'

'টেড ওয়ালেস কোথায়?'

কী বলবে, ভেবে পেল না রুলিয়া। কয়েকটা অসম্ভব ঘটনার জন্ম দিয়ে পাহাড়ে সংঘটিত নৃশংস খুনোখুনি পিছনে ফেলে এসেছে এই লোক। পিউতে ওয়েল্‌সের উদ্দেশে মাইলের পর মাইল এগিয়েছে, ভেবেছে এখানে এসে ঘোড়া সংগ্রহ করবে, তারপর মেলপেই অঞ্চলে চলে যাবে। এত দুর্ভোগ পাড়ি দিয়ে এসেছে লোকটা, স্রেফ আবারও ফাঁদে আটকা পড়ার জন্য! সত্যি কথাটা তাকে বলার ইচ্ছে হলো না ওর।

'আর কেউ কি পালাতে পেরেছে?' জানতে চাইল বিশালদেহী।

'অল্প কয়েকজন,' আরও কিছু বলার আগেই রুলিয়া দেখল ছুটে আসছে রোজা আর মার্টি কর্ড। একটু পর, আগন্তুকের পাশে এসে দাঁড়াল জুয়াড়ী, রুলিয়ার বদলে সে-ই লোকটাকে হাঁটতে সাহায্য করল।

'ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, বন্ধু,' বলল কর্ড। 'ভিতরে খাবার আছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে ভাল লাগবে তোমার।'

সবার আগে আগে পা চালাল রুলিয়া। দরজা মেলে ধরল। আগন্তুককে টেবিলে এনে বসাল কর্ড। পর্যাপ্ত আলোয় দেখা গেল ধুলো, রক্ত আর ঘামে সয়লাব লোকটার মুখ; সবকিছু মিলে আস্তর তৈরি হয়েছে। সামনে ঝুঁকে পড়েছে মুখ, নুয়ে পড়েছে কাঁধ। দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে সে, যেন দূরপাল্লার দৌড় শেষ করেছে এইমাত্র। বয়স অনুমান করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রুলিয়া। ত্রিশ, চল্লিশ, এমনকী পঞ্চাশও হতে পারে।

রুলিয়ার দেওয়া পানি সাগ্রহে পান করল সে, তবে কাপের পুরোটুকু শেষ করল না। 'হুইস্কি,' নিস্তেজ স্বরে বলল সে। 'পারলে একটু হুইস্কি দাও আমাকে।'

'দুঃখিত, হুইস্কি নেই আমাদের কাছে।'

'টেড তো সবসময় হুইস্কি রাখত। নিয়ে এসো একটু। টাকা দেব আমি।'

'সত্যি নেই আমাদের কাছে,' বলল রুলিয়া। 'তুমি নিজে তালাশ করে দেখতে পারো।'

মাথা তুলে তাকাল লোকটা, চোখ পিটপিট করে পুরো কামরায় দৃষ্টি বুলাল; এবং এই প্রথমবারের মত মেঝেয় পড়ে থাকা দুই আউটল, চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা শল্টো আর বিছানায় শুয়ে থাকা জিম বেনেটকে দেখতে পেল।

'হয়েছে কী এখানে? আমি তো...' মাঝপথে থেমে গেল সে। রান্নাঘর থেকে মাত্র কামরায় ঢুকেছে সোফিয়া। এক পা আগে বাড়ল মিসেস থর্টন, দাড়িঅলাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল, একেবারে মূর্তির মত জায়গায় জমে গেছে। ঠোঁট নড়ল সোফিয়ার, কিন্তু একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না।

উঠে দাঁড়াল দাড়িঅলা। খরখরে স্বরে হেসে উঠল। 'ভেবেছ আমি শেষ? আপদ বিদায় করে দিয়েছ, তাই না? বোকা বানিয়েছি তোমাদের। বীল হারামজাদা কোথায়?'

আবারও নড়ে উঠল সোফিয়ার ঠোঁটজোড়া, কিন্তু এবারও শব্দ হলো না। নাটকের দুই চরিত্রের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে আগন্তুকের পরিচয় অনুমান করতে কষ্ট হলো না রুলিয়ার। দাড়িঅলা নিশ্চই রাস্টি থর্টন, সোফিয়ার স্বামী। ক্লিফ থেকে পড়ে গিয়েছিল, ক্লিফের পাদদেশে তাকে রেখে এসেছিল বীল আর তার স্ত্রী। কিন্তু ভয়ঙ্কর একটা ভুল করেছে দু'জন। মারা যায়নি সে, বরং দিব্যি চলে এসেছে পিউতে ওয়েলস পর্যন্ত।

‘ওকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কোরো না,’ চিৎকার করল থর্টন। ‘বীল কোথায়?’

যেন প্রশ্নের উত্তরে, থর্টনের পিছনের দরজা খুলে আঙিনা থেকে ভিতরে পা রাখল হার্ভে বীল। ঘুরে দরজা বন্ধ করল সে, কর্ডকে কিছু একটা বলতে গিয়েছিল, হঠাৎ থর্টনকে দেখে নিঃশ্বাস আটকে ফেলল। ‘রাস্টি! আমরা তো ভেবেছি…’

‘মরবে তুমি! এখানে, আমার হাতে মরবে, বীল!’

ধীর ভঙ্গিতে পিস্তল বের করল সে, প্রতিশোধস্পৃহা উপভোগ করছে। দরজার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে হার্ভে বীল, নড়া দূরে থাক কিছু করার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

পিস্তল তুলল থর্টন, কিন্তু লেভেলে তুলে আনার আগেই বাধ সাধল মার্টি কর্ড। বিশালদেহী হোমস্টিডারের পাশে চলে গেছে, হাতে চলে এসেছে নিজের পিস্তল। কোল্টের ব্যারেল থর্টনের কব্জিতে নামিয়ে আনল সে, অস্ফুট স্বরে বিস্ময় আর যন্ত্রণা প্রকাশ করল থর্টন, হাত থেকে ছেড়ে দেওয়া পিস্তল মেঝেয় পড়ে গড়িয়ে সরে গেল কয়েক ফুট।

‘এখানে থাকতে হলে মাথা গরম করা চলবে না, মিস্টার,’ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জুয়াড়ী। ‘তুমি যদি…’

ঝটিতি হাত চালিয়েছে থর্টন, বিশাল বাহুর মোক্ষম ঘুসিটা কর্ডের মুখে পড়ল। চোখে সর্ষে ফুল দেখল সে, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে; ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি এভাবে আক্রমণ চালাবে হোমস্টিডার। সামলে নেওয়ার সুযোগ পেল না কর্ড, পরপর আরও দুটো ঘুসি খেয়ে এল। মুহূর্তে ধরাশায়ী হলো। উড়ে গিয়ে জিম বেনেটের বিছানায় পড়ল জুয়াড়ী, সেখান থেকে গড়ান খেয়ে মেঝেয় পতিত হলো।

কর্ডের দিকে তেমন মনোযোগ দেয়নি রুলিয়া, বরং দাড়িঅলা থর্টনের উপর ওর দৃষ্টি। পড়ে যাওয়া পিস্তল খোঁজার ঝামেলায় গেল না রাস্টি থর্টন, ঘুরে হার্ভে বীলের মুখোমুখি হলো, তারপর স্রেফ ছুটে গেল। ‘খালি হাতে পিটিয়ে তোমাকে মেরে ফেলব, বীল,’ কর্কশ স্বরে চিৎকার করল সে।

কাজটা যে তার পক্ষে সম্ভব, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কারও। পিস্তল ড্র করার ইচ্ছে দেখা গেল না হার্ভে বীলের মধ্যে। খিঁচুনির মত আলোড়ন উঠল তার দেহে, সমানে চেঁচাতে শুরু করল: ‘খোদার দোহাই! রাস্টি, আমার কথা শোনো…আরে,’ কোনরকমে একটা ঘুসি এড়িয়ে গেল সে, নড়ছে দ্রুত, কিন্তু মখও চালিয়ে যাচ্ছে একইসঙ্গে: ‘ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, রাস্টি! থামো!

ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথাগুলো শোনো! মাত্র দুই মিনিট। তারপর তোমার যা ইচ্ছে কোরো...'

প্রচণ্ড ঘুসিতে জবান বন্ধ হয়ে গেল তার, উড়ে গিয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়ল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, তারপর মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ল। সরে যাওয়ার স্পৃহা দেখা গেল না তার মধ্যে। থাকলেও বোধহয় কাজ হত না, কারণ ততক্ষণে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী রাস্টি থর্টন। এবার বুট চালাতে শুরু করল। বীলের পাঁজর আর পেটে একের পর এক আঘাত করছে।

ঘুম টুটে গেছে জিম বেনেটের। কী ঘটছে, বুঝতে পারছে না সে, তবে তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে থামতে বলল রাস্টি থর্টনকে। ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করছে মেয়েরা, তবে কোন কাজে আসছে না। নিজের অজান্তে দুঃসাহসী হয়ে উঠল রুলিয়া গর্ডন। ছুটে গিয়ে খামচে ধরল থর্টনের বাহু, টেনে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করল বিশালদেহীকে। কিন্তু সফল হলো না, বরং বেমক্কা ধাক্কায় হোঁচট খেয়ে মেঝেয় পড়ল ও। কষ্টেসৃষ্টে হাঁটু গেড়ে উঠে বসল, মাথা ঝিমঝিম করছে। ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখতে পেল হার্ভে বীলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে থর্টন, কামরার ওপাশে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকা সোফিয়ার দিকে এগোচ্ছে। তার সারা মুখে নগ্ন আক্রোশ আর খুনের নেশা।

'এবার তুমি,' চাপা হিসহিস স্বরে ঘোষণা করল সে। 'তোমাকেই বা বাকি রাখব কেন? দুটোকেই আগে পিটিয়ে ছাতু বানাব, তারপর রয়ে-সয়ে খুন করব!'

বারো

ফিরতি পথের প্রায় পুরোটা ছুটে পেরিয়েছে জন ক্যালকিন। পায়ের পেশিতে লাগাতার ও আড়ষ্ট ব্যথা অনুভব করছে, ভয় পাচ্ছে হয়তো টান পড়ে যাবে, তা হলে আর স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না–অন্তত সময়মত। এদিকে থামারও উপায় নেই। সময় কম।

স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছতে একটা হাত তুলে নাড়তে শুরু করল ও,

রোজা ও নীলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে, যাতে ওকে চিনতে পারে সে। নইলে হয়তো সাহায্যের জন্য চিৎকার করবে, তাড়াহুড়োয় করা একটা বুলেট ওকে এড়িয়ে গেলেও ডিনামাইটে যদি লাগে, প্রাণ দূরে থাক, শরীরের কোন অংশই আস্ত থাকবে না; এবং নিঃসন্দেহে, পরপারে ওকে সঙ্গ দেওয়ার মত কয়েকজন জুটে যাবে।

দূর থেকে ওকে দেখতে পেল রোজা। ঠিকই আছে, যেটা ঠিক নেই তা হচ্ছে ওকে দেখেই ছুটে আসতে শুরু করল মেয়েটি। কয়েক ফুট দূরে থাকতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: 'জলদি, জন! ভিতরে কিছু একটা ঘটেছে! রুলিয়ার চিৎকার শুনেছি!'

আউটলরা বোধহয় কোনভাবে ছাড়া পেয়ে গেছে, ভাবল জন, পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল। দোরগোড়ায় পৌঁছার আগেই হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে ফেলল।

ভিতরে পা রাখল জন।

আউটলদের বন্দি অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করল ও। স্বস্তিটুকু অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। বিছানার কাছাকাছি মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে মার্টি কর্ড। দেয়ালের কাছে নিথর পড়ে আছে হার্ভে বীল। টেবিলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রুলিয়া। দাড়িঅলা বিশালদেহী এক লোক এগিয়ে যাচ্ছে সোফিয়া থর্টনের দিকে। এদিকে সমানে দাড়িঅলার উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে জিম বেনেট, থামতে বলছে।

লোকটি কে, কোন ধারণাই নেই জনের। চিৎকার করার অবস্থায় নেই ও, ছুটে আসায় হাঁপিয়ে গেছে। পিস্তল হোলস্টারে পাঠিয়ে দিল, কাঁধের প্যাক সন্তর্পণে নামিয়ে রাখল মেঝেয়, তারপর দাড়িঅলার পিছু নিল।

থেমে গেছে লোকটা। মুখোমুখি হয়ে সমানে গালাগাল করছে মিসেস থর্টনকে।

'ভেবেছ পার পেয়ে যাবে, না? ইনজুনদের জন্য আমাকে ফেলে এসেছ। ভাগ্যের ফের একেই বলে। কপালে খারাবি নিজেই ডেকে এনেছ। কেমন বুঝছ এখন?' একটা হাত তুলল সে, ঘুসি হাঁকাবে।

কিন্তু পারল না। পিছন থেকে তার কব্জি চেপে ধরল জন, তারপর এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিল তাকে।

'থামো, মিস্টার!' শান্ত স্বরে বলল জন। 'এটা যদি তোমাদের ব্যক্তিগত ঝগড়া হয়ে থাকে...'

প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে টলমল পায়ে পিছিয়ে এল ও। টেবিলের উপর পড়ল,

টেবিলের কিনারা ধরে পতন রোধ করল। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে দেখল সময় নষ্ট করেনি দাড়িঅলা, সোফিয়া থর্টনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সরাসরি বিশালদেহীর দিকে ছুটে গেল জন, পিছন থেকে বেমক্কা আঘাত করল লোকটার কোমরে, একসঙ্গে মেঝেয় পড়ল দু'জন। পরমুহূর্তে চরম বিস্ময়ের সঙ্গে আফসোস করল জন–পিস্তলের ব্যারেল ব্যবহার করা উচিত ছিল। দৈত্যাকার শরীর হলেও চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতা বিশালদেহীর। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল সে, দানবীয় শক্তিমত্তাও মানিয়ে গেছে তার সঙ্গে।

কী করল সে, ঠিক বুঝতে পারল না জন, উড়ে গিয়ে মেঝেয় পড়ল ও। পরমুহূর্তে ঠিক চোখের সামনে দেখতে পেল তাকে, গদার মত দশাসই মুঠি চালাচ্ছে ওর বুকে-পেটে। ঝটিতি মাথা সরিয়ে ফেলল ও, কোনরকমে এড়িয়ে গেল ঘুসিটা। প্ল্যাঙ্কের তৈরি মেঝেয় ল্যান্ড করল মুঠি, ব্যথা পেয়ে অস্ফুট স্বরে যন্ত্রণা প্রকাশ করল বিশালদেহী।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল জন। লাথি চালাল বিশালদেহীর পেটে, লোকটাকে সামলে উঠতে না দিয়ে ঘুসি হাঁকাল মুখে। যতটা জোরে পেরেছে, মেরেছে। ককিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল সে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। পরের ঘুসিতে হুড়মুড় করে মেঝেয় পড়ল। সুযোগটা নিতে ছাড়ল না জন। দ্রুত হাঁটু চেপে ধরল দাড়িঅলার গলায়। চাপ দিল।

গোঙানির মত শব্দ করল সে। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে। হাঁটুর চাপ কমিয়ে সরে এল জন, বুটের আগা দিয়ে আঘাত করল লোকটার কানের পিছনে। ঝাঁকি খেল সে, কিন্তু টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। চট করে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল জন, ব্যারেলটা নামিয়ে আনল লোকটার চাঁদির উপর। খায়েশ মিটে গেছে ওর। এই দৈত্যের সঙ্গে খালি হাতে মারপিটের ঝুঁকি না নেওয়াই মঙ্গল।

কাটা কলা গাছের মত মেঝেয় আছড়ে পড়ল সে। অজ্ঞান।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠাল জন। পিছিয়ে এসে টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, পা জোড়া কাঁপছে ওর, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। শরীরের প্রতিটি পেশিতে ব্যথা অনুভব করছে। চাঁদির ক্ষত যেখানে আছে, জায়গাটা দপদপ করছে। জ্বলছে সারাক্ষণ।

'বসে পড়ো না, জন,' চিৎকার করে নির্দেশ দিল জিম বেনেট। 'অজ্ঞান থাকতে থাকতে বেঁধে ফেলো ওকে।'

গ্রাহ্য করল না জন, রুলিয়ার দিকে ফিরে জানতে চাইল: 'তুমি ঠিক আছ তো?'

উঠে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, এগিয়ে এল ওর দিকে। 'হ্যাঁ। তোমার মাথার জখম থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। দাঁড়াও, এখনই ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছি।'

'এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। এই উন্মাদটা কে, বলো তো? এল কোত্থেকে?'

'ও হচ্ছে মি. থর্টন…'

'সোফিয়ার স্বামী?'

'হ্যাঁ। সোফিয়া আর মি. বীল সহ ইন্ডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল ওরা। পরে একটা ক্লিফের কাছে পৌঁছে। সোফিয়া আর মি. বীল নিরাপদে ক্লিফ থেকে নামতে সক্ষম হলেও মি. থর্টন দুর্ঘটনাক্রমে ক্লিফ থেকে পড়ে যায়। ওকে মৃত ভেবে ফেলে চলে এসেছিল ওরা।'

'মৃত? ক্লিফ থেকে পড়ে গিয়ে মরবে ওই দৈত্য? উঁহুঁ, পাথরই চুরমার হয়ে যাবে…'

'বাদ দাও। চলো, তোমার ব্যান্ডেজ বেঁধে দেই।'

ফের বিস্ফোরিত হলো বেনেট। 'জন, ব্যাটাকে বাঁধছ না কেন?'

'আগে ওর সঙ্গে কথা বলব।'

টেবিলের কাছে চলে এল মার্টি কর্ড, টলমল ভঙ্গিতে পা ফেলছে। 'গোলমাল যাতে না হয়, চেষ্টা করেছি,' দুঃখ প্রকাশ করল সে। 'কিন্তু হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে থর্টন। বুঝতেই পারিনি এমন আচমকা ঘুসি হাঁকাবে। ঘুসির চোটে উড়ে গিয়ে বিছানায় পড়লাম। বিছানার ফ্রেমের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা।'

'বীলের কী হয়েছে?'

'মার খেয়েছে। আরেকটু হলে খালি হাতে ওকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল থর্টন। তাজ্জব ব্যাপার কী, জানো? পাল্টা লড়াই করা দূরে থাক, বিন্দুমাত্র বাধা দেয়নি বীল। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে মার খেয়েছে।'

ব্যান্ডেজ নিয়ে ফিরে এল রুলিয়া। ওর কাছ থেকে একই গল্প শুনতে পেল জন–সোফিয়া থর্টন একাকী রুলিয়াকে বলেছে। থর্টন ক্লিফ থেকে পড়ে যাওয়ার পর সাহায্য করতে যাওয়া এবং তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যাপারে বারবার জোর দিয়েছে সোফিয়া। 'ওর কথা হচ্ছেঃ স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে তাকে কখনোই ছেড়ে আসত না,' শেষে যোগ করল রুলিয়া। 'সম্ভবত সত্যি বলেছে ও। বিশ্বাস করেছে যে মারা গেছে মি. থর্টন।'

'আর থর্টন ভাবছে তাকে ফেলে চলে এসেছিল ওরা?'

'অবস্থা তারচেয়েও খারাপ, জন। সে ভাবছে আসলে পালাতে চেয়েছিল ওরা। নিজেকে প্রতারিত ও বঞ্চিত ভাবছে সে, শোধ নিতে চাইছে।'

'দুঃখজনক। কেউই তো দেখছি ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছে না।'

অননুমোদনের ভঙ্গিতে নাক কুঁচকে মেয়েলি একটা শব্দ করল রুলিয়া, তবে জন ওকে হাসতে দেখল। খুঁটিয়ে জখমটা দেখল ও, পরিষ্কার করার পর মলম লাগাল। তারপর নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

রুলিয়ার হাতের আন্তরিক স্পর্শ উপভোগ করছে জন। শুশ্রূষার সময়টা আরও কিছুক্ষণ চললে মন্দ হত না, ভাবল ও, তবে আশা পূরণ হলো না। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ, তা ছাড়া মার্টি কর্ড চলে এসেছে ওর খোঁজে।

'জ্ঞান ফিরেছে বীলের,' জানাল জুয়াড়ী। 'মিনিট কয়েকের মধ্যে খাড়া হয়ে যাবে। থর্টন জেগে গেলে কী করবে?'

'কথা বলব ওর সঙ্গে,' জানাল জন। 'বীল আর থর্টনের মধ্যে একজন মিথ্যুক। কে সত্যি বলছে, জানি না, তবে কেয়ারও করি না। আগামীকাল একজন আরেকজনকে কেটে টুকরো টুকরো করুক, আপত্তি নেই আমার, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত আমাদের পাশাপাশি অ্যাপাচিদের সঙ্গে লড়তে হবে ওদের। যে-প্যাকটা এনেছি, খেয়াল রেখো ওটার দিকে। ডিনামাইট আছে ওটায়।'

'ডিনামাইট! তা হলে জবর লড়াই হবে।'

'রুলিয়া, রান্নাঘরে কফি আছে নাকি?'

'নিয়ে আসছি,' বলে দ্রুত চলে গেল মেয়েটা।

'ডিনামাইট!' বিছানা থেকে চেঁচিয়ে উঠল জিম বেনেট। 'দেখলে তো? আগেই বলেছিলাম, ডিনামাইট আছে ওখানে। এখন থেকে হয়তো আমার কথায় গুরুত্ব দেবে।'

'সবসময় না দেওয়াই মঙ্গল,' বিড়বিড় করল জন। বীলের দিকে তাকাল ও, তারপর থর্টনের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। জুয়াড়ীকে দু'জনের উপর খেয়াল রাখতে বলে রান্নাঘরের দিকে এগোল। রুলিয়াকে স্টোভে ব্যস্ত দেখতে পেল, পট থেকে কাপে কফি ঢালছে।

'আমিই তো নিয়ে আসছিলাম, তুমি এলে কেন?'

মাথা নাড়ল জন। 'টেবিলে রাখো। তুমিও নাও একটু।'

'জীবনেও এত কফি খাইনি আমি,' সহাস্যে কাপে কফি ঢালল মেয়েটি। 'মি. থর্টনকে নিয়ে কী করবে?'

'কথা বলব। রুলিয়া, খনিতে কিছু ডিনামাইট পেয়েছি। ঠিকভাবে যদি ব্যবহার করা যায়, হয়তো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারব আমরা।'

'তুমি এখানে আছ বলে সত্যি কৃতজ্ঞ আমি।'

ভুরু কোঁচকাল জন। 'মেয়ে হিসাবে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি দৃঢ়তা আর সাহস দেখিয়েছ তুমি।'

'আমি মোটেই সাহসী নই।'

'তর্ক কোরো না। সত্যি কথাই বলেছি।'

'আর তুমি? তুমি আছ বলেই তো এখনও টিকে আছি আমরা।'

'আমার তো মনে হয়, অন্য কেউ হলে আমার চেয়ে ভাল করত। অন্তত বেনেট আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হবে।'

নীরব হয়ে গেল ওরা। আনমনে কী যেন ভাবছে রুলিয়া, হঠাৎ বলল: 'তুমি আমার জীবনে দেখা সেরা মানুষ, জন।'

ভুরু কোঁচকাল ও। 'হিসাবে গোলমাল আছে তোমার, রুলিয়া,' হালকা চালে বলল জন। 'কোচে অন্যদের মত সাধারণ যাত্রী ছিলাম আমি। এখানে যদি আটকা না পড়তাম, আমার ব্যাপারে মোটেই ভাবতে না। টুলারোসায় গিয়ে যার যার পথে চলে যেতাম, হয়তো জীবনে আর কখনও দেখাও হত না আমাদের।'

'হয়তো। কিন্তু টুলারোসায় পৌঁছতে পারিনি আমরা, বরং এখানে আটকা পড়েছি; এবং পরস্পরের ভালমন্দ দেখতে হচ্ছে আমাদের।'

দৃষ্টি নামিয়ে কফির দিকে তাকাল জন, কাপ তুলে চুমুক দিল আলসেমি ভঙ্গিতে। 'রুলিয়া, আমি আসলে সাধারণ একজন ড্রিফটার। আমার মতই, তোমারও নিজস্ব প্ল্যান আছে। বর্তমানে, বিপদে পড়ে একত্র হয়েছি আমরা, যার যার স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ধরন এখানে বদলে গেছে। অন্য সময়ে তুমি যেমন, এখন কিন্তু সেরকম নও; আমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আমরা যা করছি, সবকিছু ফ্যান্টাসির মত এবং বীরত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে; কিন্তু বিপদটা কেটে গেলে টুলারোসায় চলে যাব সবাই। ওখানে পৌঁছে নিজেদের ফিরে পাব আমরা। তুমি হয়ে যাবে স্কুলমার্ম, আর আমি হব স্টেজকোচের সাধারণ একজন যাত্রী, ভবঘুরে বা ড্রিফটার।'

'উঁহুঁ, মানতে পারছি না, জন। ঠিক আগের মত কখনোই হতে পারব না আমরা।'

তর্কটা মুলতবি রেখে উঠে দাঁড়াল জন। 'যাই, থর্টনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।' কয়েক পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়াল ও, মৃদু স্বরে বলল: 'বোধহয় ঠিকই

বলেছ তুমি, ঠিক আগের মত কখনোই হতে পারব না আমরা। তোমার ক্ষেত্রে কথাটা খাটে খুব। সম্ভবত এখন থেকে পুরুষদের আর ভয় পাবে না তুমি।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে জনকে চলে যেতে দেখল রুলিয়া। 'ভুল বুঝেছ তুমি, জন। কাউকে ভয় পাই না আমি। ভয়টা আমার নিজেকে নিয়ে। তোমার মত কারও সঙ্গে দেখা হবে, কখনও ভাবিনি আমি।'

*

উঠে বসল রাস্টি থর্টন, অজান্তে চেপে ধরল মাথার পিছন দিকটা, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াচ্ছে। দরজার কাছে, বীলকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করছে মার্টি কর্ড। ফুলে গেছে বীলের মুখ, রক্তে সয়লাব। 'টেবিলে নিয়ে যাও ওকে,' নির্দেশ দিল জন। 'তারপর থর্টনকে নিয়ে যেয়ো। দু'জনকে সামনা-সামনি বসিয়ে কিছুক্ষণ বাতচিৎ করব আমরা।'

বিছানার কাছে চলে এল ও। থর্টনকে নিয়ে কী করবে, জানতে চাইল জিম বেনেট।

'আগে ঠাণ্ডা করব ওকে,' উত্তরে বলল জন। 'অ্যাপাচিরা হামলা করলে ওকে দরকার হবে আমাদের।'

'সকালে দাঁড়িয়ে যেতে পারব আমি,' ঘোষণা করল র‍্যাঞ্চার।

'তা হলে বিশ্রাম নাও এখন।'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজাল সে। 'জন, আমাকে কী করেছ তুমি? কাঁধের ব্যথায় জান বেরোনোর দশা, গুলি খাওয়ার পরও এত ব্যথা অনুভব করিনি।'

'সীসাটা বের করেছি।'

'কসাইগিরি ফলিয়েছ আমার উপর?'

'এখনও বেঁচে আছ ওটা বের করেছি বলেই।'

'হাত নাড়াতে ভয় পাচ্ছি। জন, খারাপ কিছু যদি হয়...'

'কী হবে?'

'যদি...যদি মারা যাই...'

'কবরে অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। হয়তো খেদিয়ে আমাকে নরকে ঢোকাতে পারবে।'

টেবিলের কাছে চলে এল জন। স্থির দৃষ্টিতে কফিপটের দিকে তাকিয়ে আছে হার্ভে বীল, মুখে যন্ত্রণা আর হতাশার অভিব্যক্তি। পুরোদস্তুর পরাজিত দেখাচ্ছে লোকটাকে। উল্টোদিকে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে রাস্টি থর্টন, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। বিশালদেহী হোমস্টিডারের

পাশে এসে দাঁড়াল জন, বলল: 'আমার দিকে তাকাও, থর্টন।'

ঘাড় ফিরাল দাড়িঅলা। 'তুমি আবার কোন্ চিড়িয়া?'

'জন ক্যালকিন।'

'আমাকে থামাতে পারবে না তুমি, জন। বীলের সঙ্গে লেনদেন বাকি রয়ে গেছে, কিছুটা দেনা-পাওনা আমার স্ত্রীর সঙ্গেও রয়েছে।'

'আছে কি নেই, তাতে কিছু যায়-আসে না আমার, পরোয়াও করি না। ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করছি আমি। সকালে যদি ওরা আক্রমণ করে এখানে, সবাই মিলে চেষ্টা না করলে ওদের আটকাতে পারব না আমরা। ব্যক্তিগত কলহ মুলতবি রাখতে হবে। অ্যাপাচিদের সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত ভুলে যাবে এসব।'

টেবিলের উপর সপাটে চাপড় মারল থর্টন। 'গোল্লায় যাও তুমি, জন! যা খুশি তাই করব আমি।'

'মার্ট,' আলাপী স্বরে বলল জন। 'দড়ি নিয়ে এসো তো।'

'দড়ি! দড়ি দিয়ে কী করবে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল দাড়িঅলা।

'বাঁধব তোমাকে, বিগম্যান।'

'মাথা খারাপ! কারও সাধ্য নেই আমাকে বেঁধে রাখবে।'

'আমি বাঁধব। চারপাশে তাকাও একবার। তিনজনকে বেঁধে রেখেছি। এরা সবাই আউটল। ঝুলিয়ে দিলেই ভাল হত, কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছি শুধু একটা কারণে--অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। চাইলে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো, কিংবা আমাকে কথা দিতে পারো যে ইন্ডিয়ান হামলা পর্যন্ত ব্যক্তিগত কলহ ভুলে গিয়ে সবার স্বার্থ নিয়ে ভাববে বা কাজ করবে।'

'সেক্ষেত্রে বীলকে বাঁধোনি কেন? ব্যাটা কাপুরুষ। বাজি রেখে বলছি, প্রথম সুযোগে পালিয়ে যাবে ও।'

'পালিয়ে যাবে কোথায়? ঘোড়া নেই। তুমি কী করবে? আচ্ছামত বেঁধে রাখব নাকি ভদ্রলোকের মত প্রতিশ্রুতি দেবে?'

শ্বাস নেওয়ার সময় বিদঘুটে একটা শব্দ করল রাস্টি থর্টন। ঘাড় ফিরিয়ে বেঁধে রাখা আউটলদের দেখল, তারপর একে একে মার্টি কর্ড, বীল, মার্থা এবং রুলিয়াকে দেখল। চকিত চাহনি চলে গেল সোফিয়ার দিকে। সবশেষে উল্টোদিকে মাথা নিচু করে বসে থাকা বীলের উপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। মুহূর্ত খানেক পর, ঝট করে রক্তলাল চোখ তুলে তাকাল জনের দিকে। 'ভাবার জন্য কিছু সময় দাও। যে-জিনিস খাওয়াতে চাইছ, সহজে গেলা যাবে না।'

'অত সময় নেই। আমাদের সঙ্গে কাজ করবে, নাকি দড়ি পরাব তোমাকে? মত ঠিক করে নাও।'

'কোন একদিন তোমাকে খুন করব আমি, জন।'

'আগে কয়েকজন অ্যাপাচিকে খুন করে হাত পাকিয়ে নাও।'

'সুযোগ আসবে যখন, হাড়ে হাড়ে টের...'

'আগে অ্যাপাচি, দোস্ত।'

'নিশ্চই। আগে অ্যাপাচিদের শায়েস্তা করতে হবে। একটা কথা, বীলকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রেখো। ওই মহিলাকেও।' হাত তুলে সোফিয়াকে দেখাল সে।

মাথা তুলল বীল। 'রাস্টি, তুমি যদি মন দিয়ে আমার কথা শোনো...'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল থর্টন। 'তোমার কথা শুনব? কেন? কীসের কথা? ইনজুনদের জন্য আমাকে ফেলে এসেছ তুমি। ওভাবেই পরিকল্পনা করেছ। আমি তোমাকে...'

'বাদ দাও, থর্টন,' চিৎকার করল জন। 'তুমিও চুপ করো, বীল। অ্যাপাচিদের সঙ্গে ঝামেলা চুকে যাওয়া পর্যন্ত একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থেকো তোমরা। এর অন্যথা হলে কিন্তু দু'জনেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে। আর কোন ঝগড়া নয়–মারামারিও নয়!'

কর্ডকে নিয়ে পুরানো দুর্গে চলে এল ও। কিছুক্ষণ পর পিছু নিয়ে পৌঁছে গেল হার্ভে বীল। লোকটাকে পাত্তা দিল না জন, ইচ্ছে করে অগ্রাহ্য করছে, কিন্তু সরে যাওয়ার নমুনা দেখা গেল না বীলের মধ্যে।

ব্লক খাড়া করে জানালা আর একটা দরজা বন্ধ করা হয়েছে। অ্যাডোবির ফাঁকে ফাঁকে কাঠ জুড়ে দেওয়ায় মজবুত চেহারা পেয়েছে দরজাটা। বাইরে থেকে খোলা যাবে বটে, তবে ভিতরের বাসিন্দারা যতক্ষণ বেঁচে থাকবে, প্রায় অসম্ভব এবং আত্মহত্যার শামিল হবে কাজটা। ইতোমধ্যে স্টেশন হাউস থেকে পানি, খাবার ও কয়েকটা ম্যাট্রেস নিয়ে আসা হয়েছে। তা ছাড়া, দুই দেয়াল বরাবর কার্নিসের কাছাকাছি অস্থায়ী ছাদ তৈরি করেছে বীল আর কর্ড–ছুটে আসা তীর থেকে রক্ষা করবে ওদের।

'আরও দুটো জিনিস লাগবে,' বলল জন। 'সামনে আর পিছনের কোণে তীর ঠেকাবে এমন একটা করে আশ্রয় তৈরি করতে হবে। ঘরের প্রতি কোণায় লোক রাখব আমরা, সবার হাতে ডিনামাইট থাকবে। ডিনামাইটের সঙ্গে যদি পাথর বেঁধে দেওয়া যায়, আর কোথায় ছুঁড়ব সেই জায়গাটা যদি দেখতে পাই–না দেখে ছোঁড়ার চেয়ে দ্বিগুণ কার্যকরী হবে।'

'এক কোণে থাকব আমি,' জানাল কর্ড।

'আমি আরেক কোণায়,' ঘোষণা করল বীল। 'রাস্টি থর্টনের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার, জন। অন্তত তোমার কাছে।'

'ভুলে যাও ওসব।'

'ঠিক কী ঘটেছে, তোমার জানা দরকার।'

মাথা নাড়ল জন। 'গল্পটা শোনার কোন ইচ্ছে নেই আমার। কে সত্যি আর কে মিথ্যে বলছে, একটুও পরোয়া করি না আমি। এটা তোমাদের সমস্যা–তোমার, সোফিয়া এবং থর্টনের। যেভাবে খুশি মিটিয়ে নিয়ো। তবে পরে, ইন্ডিয়ানরা চলে যাওয়ার পর। তার আগে এ-নিয়ে একটা কথাও বোলো না।'

'জন, ক্লিফ থেকে রাস্টি পড়ে যাওয়ার পর, আমি জানতাম যে সে মারা যায়নি, কিন্তু এটা মনে হয়েছে যে ওর আঘাত গুরুতর, এ-অবস্থায় ওর আশা ছেড়ে দিয়ে বরং নিজেদের প্রাণ বাঁচানোই উচিত আমাদের। আমার একার ব্যাপার তো নয়, সোফিয়া ছিল। ওকে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব ছিল। বিশ্বাস করো, সোফিয়াকে নিয়ে পালাইনি আমি। ইন্ডিয়ানদের আওতা থেকে ওকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে চেয়েছি। ব্যস, এটাই সত্যি। খোদা সাক্ষী, জন!'

'আমি বিচারক নই, বীল।'

'সত্যি কথা বিশ্বাস করবে না রাস্টি। সোফিয়ার ব্যাপারে বরাবরই ঈর্ষা করত ও। সুযোগ পেলে সত্যি সত্যি আমাদের খুন করবে সে।'

'এখনও বলছি, এটা তোমাদের সমস্যা। এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাব না আমি।'

ফোলা মুখে হাত বুলাল বীল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিল।

ঘড়ি দেখল জন। সকালের আলো ফুটতে দুই ঘণ্টার কিছু বেশি বাকি। ঘুরে মার্টি কর্ডের দিকে ফিরল ও। 'ঝটপট কাজ সেরে ফেলো, মার্ট। মনে রেখো, বাইরের চার কোণায়। তোমার কাজ শেষ হলে সবাই এখানে চলে আসব আমরা।'

তেরো

রান্নাঘরে, টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল মার্থা ওয়ালেস। পা জোড়া কাঁপছে ওর, দুর্বল মনে হচ্ছে হাঁটুর নীচের অংশ; কোমরে ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু বুকের ব্যথাটাই তীব্র ও সর্বগ্রাসী। তবে কোনটাই তেমন গ্রাহ্য করছে না ও। মনে শুধু একটা ব্যাপারই আছে, অন্য কিছুর গুরুত্ব নেই। পাশের কামরায় মেঝেয় পড়ে আছে কুৎসিত চেহারার বুড়োটা, ওর স্বামীর খুনী। এখনও বেঁচে আছে সে। একেবারে অনুচিত। বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই হারামজাদার।

ক্ষণিকের জন্য চোখ বুজল মার্থা। তারপর দৃষ্টি মেলে বিছানায় পড়ে থাকা টেডের দেহটা দেখল। স্বামীর কাপড় বদলে দিয়েছে ও, গোর দেওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে। ইন্ডিয়ানরা বাদ না সাধলে সকালে কবর দেওয়া হবে তাকে। মুহূর্তের জন্য অ্যাপাচিদের ব্যাপারে উদ্বেগ বোধ করল, তবে ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হলো ওর কাছে। হয়তো এখানে আসবে না রেডস্কিনরা!

স্টোভের দিকে তাকাল ও, খাবার গরম বসিয়েছে। অ্যাপাচিদের ভুলে গিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মার্থা। চলে গেছে টেড, আজীবনের জন্য। এই দুনিয়ায় একা হয়ে পড়েছে ও। যে-কারণেই হোক, বেঁচে থাকতে হবে ওকে। একটা কাজ খুঁজে নিতে হবে, নিজের দিকে খেয়াল রাখতে হবে; তবে এই জীবনটা হবে নিরানন্দ এবং শূন্য। ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতায় ভরা। টেডের কাছ থেকে ভালবাসা, সঙ্গ, নিরাপত্তা–সবই পেয়েছিল। সদয় ও আন্তরিক ছিল সে। তেমন পান করত না। অন্য কোন মহিলার প্রতিও আসক্তি ছিল না। কাজে গাফিলতি করতে তাকে দেখেনি মার্থা। দাম্পত্য জীবনটা সুখের ছিল ওদের···বুড়ো ওই শকুনটা টেডকে খুন না করলে সবকিছুই থাকত এখন!

ঘরের কোণে চলে এল মার্থা। ছোট একটা টেবিল রয়েছে এখানে। চামড়ায় মোড়া পাঁচটা ছুরি আছে টেবিলের উপর। সবচেয়ে ছোটটা তুলে নিল ও। ছয় ইঞ্চি লম্বা ওটার ব্লেড, তীক্ষ্ণধার, আগাটা সুঁইয়ের মত সুচাল।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে সব ছুরিতে শান দিয়েছিল টেড।

ছুরিটা হাতে নিয়ে ওজন পরখ করে সন্তুষ্ট হলো মার্থা, তারপর ড্রেসের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল–দুই স্তনের মাঝখানে। সতর্কতার সঙ্গে, সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় রেখেছে ওটা, কিন্তু ধারাল কিনারা শিউরে ওঠা অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে ওর ত্বকে। দেখল সামান্য অসতর্কতায় এক জায়গায় কেটে গেছে। এক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। আঙুল চালিয়ে রক্তটুকু মুছে ফেলল ও, কিন্তু আরেক ফোঁটা বেরিয়ে এল। টকটকে লাল রক্ত। জ্বলে উঠল মার্থার চোখ, ক্রূর হাসি ফুটল মুখে।

স্টোভের কাছে ফিরে এসে রাস্টি থর্টনের জন্য এক প্লেট খাবার বাড়ল ও। মূল কামরায় ঢুকে টেবিলে থর্টনের সামনে নামিয়ে রাখল প্লেটটা, তারপর এমন এক জায়গায় সরে এল যেখান থেকে জর্জ বেমিসের উপর নজর রাখতে সুবিধা হবে। দুই স্তনের ফাঁকে ছুরিটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। এখন আর শীতল লাগছে না ওটা, শরীরের উষ্ণতায় গরম হয়ে গেছে।

'ধন্যবাদ, মার্থা,' বলল বিশালদেহী। 'টেডের কথা এইমাত্র জানতে পারলাম। শুনে দুঃখ পেয়েছি।'

'ও হচ্ছে আসল খুনী,' বেমিসের দিকে ইশারা করল মার্থা।

'মার্থা, এদিকে এসো তো,' ডাকল জিম বেনেট।

বিছানার দিকে তাকাল মার্থা, ফের জর্জ বেমিসের উপর ফিরে এল ওর দৃষ্টি। পাশ ফিরে পড়ে আছে সে, ওর দিকে পিঠ দিয়ে, যেন কুৎসিত মুখটা দেখাতে অনিচ্ছুক। বেমিসের দিকে এক পা এগোল মার্থা।

'মার্থা!' চিৎকার করল র‍্যাঞ্চার। 'হয়েছে কী তোমার?'

বেনেটের কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠ থামাল ওকে। 'বলো, মি. বেনেট।'

'কথা আছে তোমার সঙ্গে। এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেল মার্থা। 'বলো।'

'খুনীটাকে নিয়ে ভেবে অযথা মাথা গরম কোরো না। আমি নিজে ওর ব্যবস্থা করব। বিশ্বাস করছ না?'

'করছি।'

'তোমার আত্মীয়স্বজন থাকে কোথায়?'

'নেই কেউ।'

'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তা হলে?'

'জানি না।'

'আমার র‍্যাঞ্চের কথা শুনেছ কখনও, মার্থা? দেশের সবচেয়ে বড়

র‍্যাঞ্চগুলোর একটা। ছোটখাট শহর বলা চলে। পঞ্চাশজনের চেয়েও বেশি রাইডার আছে আমার, এদের কেউ কেউ বিবাহিত। মহিলাদের সাহায্য প্রায়ই দরকার হয় আমাদের। তোমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে ওখানে। চলবে তো?'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে দেখল মার্থা। 'সত্যি, মি. বেনেট?'

'মিছে বলব কেন? তুমি, আমি...একই ধাতের লোক। এখন একটু পানি দাও আমাকে।'

টেবিলের দিকে ফিরল মার্থা ওয়ালেস, জিম বেনেটের প্রস্তাবটা অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর কাছে। পানি ঢালার সময় খেয়াল করল হাত কাঁপছে। ঘাড় ফিরিয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা বেমিসের দিকে তাকাল, মাত্র কয়েক ফুট দূরে লোকটা। মুহূর্তে সবকিছু বিস্মৃত হলো মার্থা। টেবিলের উপর কাপ নামিয়ে রেখে বুকের কাছে হাত নিয়ে গেল।

গলার নীচে, দুই স্তনের মাঝখানে, লুকানো ছুরিটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে। নিজের লক্ষ্য মনে পড়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এল ওর, প্রবল উত্তেজনায় আচ্ছন্ন অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। কানে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক এবং খুব চেনা একটা সুর বাজছে, মনে হলো ওর। ছুরি বের করার জন্য ব্লাউজের ভিতরে হাত ঢোকাল মার্থা, এক পা এগোল কুৎসিত আউটলর দিকে।

সমস্বরে চিৎকার শুরু করল সবাই, টের পেল মার্থা, এবং একইসঙ্গে সক্রিয়ও হয়েছে কেউ কেউ। রুলিয়া মেয়েটার গলা পুরুষদের মতই চড়া, ব্যাপারটার অস্বাভাবিকতা অদ্ভুত মনে হলো, তবে গ্রাহ্য করল না। এখন দুনিয়ার সবকিছু ফালতু হয়ে গেছে ওর কাছে। পায়ের কাছে পড়ে আছে বেজন্মাটা, বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই যে-লোকটার। মুহূর্তে জর্জ বেমিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্থা, মাথার উপর উঠে গেছে ছুরি ধরা হাত।

জিম বেনেট ঠেকাল ওকে। কীভাবে সে এখানে এসেছে, খোদা মালুম। কিন্তু এসেছে, এবং ঝটিতি মার্থার কব্জি চেপে ধরেই চেঁচাল: 'ফেলে দাও, মার্থা, ছুরিটা ফেলে দাও!'

হঠাৎ সবকিছু বড় অর্থহীন মনে হলো মার্থার। শিথিল হয়ে গেল মুঠি, আলগোছে হাত থেকে পড়ে গেল ছুরিটা। বুকে চেপে থাকা কষ্ট আর তিক্ততা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল, ব্যর্থতার হাহাকারে নিজের অজান্তে কাঁদতে শুরু করল ও।

*

পুরানো দুর্গে জনকে খুঁজে পেল রুলিয়া, কোন একটা ব্যাপারে পরামর্শ করছে

বীল আর কর্ডের সঙ্গে। এক নিমেষে সব ঘটনা বলে গেল ও, শেষে যোগ করল: 'জন, এখানে যদি আসতেই হয়, আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসা উচিত।'

'বেশ। বেনেট বিছানা থেকে উঠল কীভাবে?'

'জানি না, জন। তবে উঠেছে এবং পরপরই জ্ঞান হারিয়েছে। মি. থর্টন তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে ওকে। ক্ষত থেকে রক্ত বেরোচ্ছে আবার।'

'মার্থার কী খবর?'

'মনে হয় না আবার এরকম চেষ্টা চালাবে ও। কাঁদছে। এটারই দরকার ছিল ওর।'

বীলের দিকে ফিরল জন। 'বার্ন থেকে আরও বোর্ড নিয়ে এসো, হার্ভে। মার্ট আর আমি লোকজনকে সরিয়ে আনব এখানে।'

প্রথমে আউলদের স্থানান্তর করা হলো, তারপর বীলের আনা বোর্ড দিয়ে একটা স্ট্রেচার তৈরি করে সেটায় তোলা হলো অজ্ঞান র‍্যাঞ্চারকে, ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে এখনও।

মার্থা ওয়ালেসের সঙ্গে কথা বলল জন। 'বেনেটের সঙ্গে থাকবে তুমি। শান্ত রাখবে ওকে। জেগে উঠলে পানি খেতে দিয়ো।'

'আর কখনও ওকে ছেড়ে কোথাও যাব না আমি,' বিড়বিড় করল মিসেস ওয়ালেস।

বেমিসের উপর হামলা করার কথা তুলল না দু'জনের কেউ।

সবাই দুর্গে চলে আসার পর রোজার সঙ্গে কথা বলল জন। শূন্য দৃষ্টিতে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'কিছুই চোখে পড়ছে না,' বলল রোজা। 'ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হলেই স্বস্তি পেতাম!'

'হয়তো তাই হবে।'

'কিন্তু ঠিক উল্টোটাই ভাবছ তুমি।'

'ঠিক।'

'জন, মিনিট খানেকের জন্য আমার জায়গায় দাঁড়াবে? কাপড় বদলাতে হবে। দেখি ট্রাউজার পাই কি না, ড্রেস পরে তো পাহারা দেওয়া যায় না। একটা ঘোড়া পাওয়ার ব্যাপারে সিরিয়াস আমি। শুনতে হয়তো অদ্ভুত লাগছে, তবে ছোটবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত আমি, দক্ষ হসলারদের মত যে-কোন ঘোড়ায় চাপতে পারতাম। বেয়াড়া ঘোড়ার পিঠেও টিকে

থাকতে পারি।'

'পারবে তুমি,' সহাস্যে বলল জন। 'তবে ব্যাপার কী জানো, স্বর্গ থেকে না এলে ঘোড়া পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

'ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে নিশ্চই ঘোড়া থাকবে।'

'তা থাকবে। যাও, কাপড় বদলে এসো।'

রোজা চলে যেতে রাস্তা ধরে পাহাড়ের দিকে তাকাল জন। রাতটা নিঃশব্দ আর তুলনামূলক ঠাণ্ডা। চাঁদের ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। হালকা বাতাস বইছে। কালচে নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো নিচু মেঘের সারিকে দেখাচ্ছে পেঁজা তুলার মত, চাঁদের আলোয় রূপালি উজ্জ্বলতা পেয়েছে। শান্ত, সুনসান ভোর দেখে বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করা কঠিন।

আচমকা, খুরের দূরাগত শব্দ শুনে চমকে উঠল। আতঙ্কের হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল মেরুদণ্ডে, মনে হলো কেউ চেপে ধরেছে হৃৎপিণ্ড, নিঃশ্বাস আটকে গেছে। কান খাড়া করে শোনার প্রয়াস পেল ও, ঝুঁকে পড়েছে সামনে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গুনল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল, তারপরও কয়েকটা ঘোড়ার উপস্থিতি টের পাওয়া ছাড়া বেশি কিছু জানার সুযোগ হলো না। পিছনে কারও দৌড়ে আসার শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল ও। রোজা।

হাঁপাতে হাঁপাতে ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। পুরুষদের মত শার্ট পরেছে, আস্তিন গুটিয়ে কনুইয়ের উপর তুলে দিয়েছে। পরনে টেড ওয়ালেসের ট্রাউজার, গোড়ালি থেকে নীচে কাটা। স্কার্ফ দিয়ে মাথার চুল ঢেকে রেখেছে।

'ভড়কে যেয়ো না,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'অতিথিরা এসে গেছে।'

মনোযোগী হয়ে পড়ল রোজা, কান সজাগ, দেখে মনে হলো বাপের পোশাক পরা বাচ্চা মেয়ে। 'ঘোড়া!' ফিসফিস করল ও। 'অনেক ঘোড়া! ওহ্, জন...'

'জানি। সম্ভব হলে একটাকে দল থেকে আলাদা করে ফেলব আমরা।'

মেয়েটাকে নিরাশ করতে অনিচ্ছুক ও। ইন্ডিয়ানদের দু'একটা পনি যদি দখলও করতে পারে, তারপরও এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। অ্যাপাচিরা জন্মগতভাবে দক্ষ ঘোড়সওয়ার। ইন্ডিয়ান কোন পনিতে চড়তে পারলেও, সম্ভবত মাইল খানেক যাওয়ার আগেই পিঠ থেকে রোজাকে ফেলে দেবে ঘোড়াটা।

'দুর্গে চলে যাব আমরা,' জানাল জন। 'স্টকেডের চার কোণে পাহারা রাখব।'

ওর বাহু স্পর্শ করল রোজা। 'জন...'

'পরে। সময় থাকতে এখান থেকে সরে পড়া উচিত।'

অ্যাপাচিদের বিচ্ছিন্ন একটা দল, নাকি মূল দলের আগে আগে আসা স্কাউট? হেঁটে পুরানো দুর্গে আসার সময় আনমনে ভাবল জন। যাই হোক, স্টেশন-হাউসে তল্লাশি চালাবে ওরা, তন্নতন্ন করে খুঁজবে কোথাও কেউ লুকিয়ে আছে কি না। তারপর বোধহয় স্টেশনটা পুড়িয়ে দেবে, যেহেতু লুট করার মত কিছু ফেলে যায়নি সাদারা। তবে আগে বা পরে, দুর্গের কথা ঠিকই মাথায় আসবে ওদের।

অ্যাডোবি দালানের কাছাকাছি আসতে চড়া কণ্ঠ শুনতে পেয়ে বিস্মিত হলো জন। সমানে বীলকে গাল-মন্দ করছে রাস্টি থর্টন। তর্কে যোগ দিল সোফিয়া, চেঁচিয়ে অস্বীকার করল স্বামীর অভিযোগ।

ছুটে দুর্গে ঢুকে পড়ল জন, দেখল পিস্তল হাতে বীলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে থর্টন, চোখে খুনের নেশা। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হার্ভে বীল, চেহারায় সন্ত্রস্ত অসহায় এবং হতাশ অভিব্যক্তি। হয় ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে, নয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। থর্টনের পায়ের কাছে, মেঝেয় পড়ে আছে সোফিয়া, দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, যেন দুই মণী একটা ঘুসি খেয়েছে মুখে। মার্টি কর্ডকে দেখা গেল না কোথাও।

দ্রুত এগোল জন, দুই হোমস্টিডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

'থর্টন, আমাকে কথা দিয়েছ তুমি। পিস্তল সরিয়ে রাখো।'

'গোল্লায় যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'বলেছি না বীল যাতে আমার চোখের সামনে না আসে? হারামজাদা মিনতি করছে...'

'ধ্যেৎ! রাস্তায় এসে পড়েছে অ্যাপাচিরা, একটু পর এখানে চলে আসবে। ওদের ঠেকানোর চিন্তা করবে, তা না, মেয়েলি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া শুরু করেছ তোমরা।'

'ওদের ব্যাপারে পরে চিন্তা করব। জানপ্রাণ দিয়ে লড়ব। তবে পরে। আগে বীলের সঙ্গে লেনদেন চুকিয়ে নিই। সরে যাও সামনে থেকে!'

হার্ভে বীলের দিকে তাকাল জন, দেখল অসহায়ভাবে শ্রাগ করল সে, বলল: 'মনে হয় এই কপালে ছিল, জন। এটাই আমাদের নিয়তি। এখন শুধু একটা জিনিসই চাওয়ার আছে আমার, সমান-সমান সুযোগ। একটা পিস্তল দাও আমাকে, শো ডাউনে...'

'পাবে সুযোগ,' ত্যক্ত স্বরে বলল জন। 'সরে যাচ্ছি আমি, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে...' দু'পা সরে গিয়েই থর্টনের উদ্দেশে লাফ দিল ও।

কিছু বোঝার আগেই জনের হাতের ঝাড়ায় থর্টনের হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। ট্রিগার টেনে দিয়েছিল সে, গুলিটা মাটিতে বিঁধল। জনের ধাক্কায় পিছিয়ে গেল বিশালদেহী হোমস্টিডার, হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল দু'জনেই। হাঁটু দিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরল জন, তারপর ঝটিতি নিজের হোলস্টার থেকে পয়েন্ট ফোর-ফোরটা বের করে সপাটে নামিয়ে আনল থর্টনের মাথার একপাশে। থর্টন নেতিয়ে পড়তে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও, হাঁপাচ্ছে।

'ধন্যবাদ, জন,' ফাঁকা স্বরে বলল হার্ভে বীল।

'কাজটা তোমার জন্য করিনি,' বিরক্তি ঝরে পড়ল ওর কণ্ঠে। 'আমি চাই পিস্তলটা ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করুক থর্টন। তোমার ক্ষেত্রেও তাই। স্টকেডের সামনের কোণে একটা মাচা তৈরি করা হয়েছে। জলদি ওখানে চলে যাও। বাইরে নজর রাখবে।'

সোফিয়ার দিকে ইশারা করল বীল। 'থর্টন আবারও পিটিয়েছে ওকে।'

'যা বলছি, করো, ম্যান! সোফিয়ার ব্যাপারটা দেখব আমি।'

বার্ন থেকে পিচফর্ক নিয়ে পৌঁছে গেল মার্টি কর্ড। 'অ্যাপাচিরা আসছে,' উত্তেজিত স্বরে বলল সে। 'নিজ চোখে দেখলাম ওদের। আমি…আরে, হয়েছে কী এখানে!?'

'থর্টন আর বীল লেগেই আছে,' বলল জন। 'কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে নাকি নিজেদের মধ্যে?'

উঠে দাঁড়াল রাস্টি থর্টন, এক হাতে মাথা চেপে ধরেছে। গুঙিয়ে উঠল সে, তারপর কর্কশ গম্ভীর স্বরে বলল: 'নিকুচি করি তোমার, জন! এ-নিয়ে দু'বার আমার মাথা ফাটিয়েছ তুমি। তোমার বা বীলের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না আমি।'

'অ্যাপাচিরা বাইরে আছে, পারলে ওদের সঙ্গে তেজ দেখাও।'

'নিশ্চই দেখাব। তবে তোমার কথা কিন্তু ভুলব না। বীল কোথায়?'

'নিজেকে নিয়ে ভাবো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জন, কর্ডকে ইশারা করল। 'সবাই যেন চুপচাপ থাকে, মার্ট। প্রয়োজনে থাকতে বাধ্য করবে। বাইরে একবার নজর চালিয়ে আসছি আমি।'

পুরো কামরায় দৃষ্টি চালাল ও। জিম বেনেট এখনও অজ্ঞান, তার শিয়রে বসে আছে মার্থা, উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চারের মুখে। সোফিয়াকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেছে রুলিয়া, বিড়বিড় করে বলছে কী যেন—সম্ভবত মেয়েলি উপায়ে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি জানাচ্ছে। তিন আউটল…

'এই, জন,' চেঁচাল ক্রুস শল্টো 'অস্ত্রগুলো দিয়ে দাও আমাদের।'

'এখন না। আগে ওরা আক্রমণ করুক।'

'আমাদের কোন সুযোগই দিচ্ছ না তুমি,' গুঙিয়ে উঠল জর্জ বেমিস।

'ঠিক,' বলে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল জন।

বাইরে অপেক্ষায় আছে রোজা।

'জন, ঘোড়ার ব্যাপারটা মাথায় রেখো কিন্তু।'

'পাগল বানিয়ে ফেলবে সবাই মিলে!' তিক্ত স্বরে বলল ও, ঘুরে সরে এল ওখান থেকে।

*

পুরানো স্টকেডটা অ্যাডোবি দালান থেকে কয়েক গজ দূরে। আঙিনার কাছাকাছি, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাচা তৈরি করেছে কর্ড আর বীল। মাচাটা বোর্ডের তৈরি, ত্রিকোণাকৃতির, উপরদিক ছাড়া সবদিক থেকে আসা তীর ঠেকিয়ে দেবে। ভিতরে একজন লোক দাঁড়াতে পারবে। বোর্ডের দেয়াল অবশ্য বুলেট ঠেকাতে পারবে না, তবে পাহারা দেয়ার জন্য এরচেয়ে ভাল উপায় আর নেই। ভিতরে মাটির তৈরি ছাঁচের উপর দাঁড়াতে হবে, চাইলে ডিনামাইটের স্টিকও ছুঁড়ে ফেলা যাবে মোটামুটি দূরত্বে।

'কিছু দেখা যাচ্ছে, বীল?' নিচু স্বরে জানতে চাইল জন।

'স্টেশনের দক্ষিণে জড়ো হচ্ছে ব্যাটারা,' কর্কশ স্বরে জানাল সে। 'স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে সবাই! কিচ্ছু করছে না, শুধু দেখে যাচ্ছে।'

'ক'জন?'

'ত্রিশজনের মত হবে। রাস্তায় আরও বেশি,' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'ঘোড়া থেকে মাত্র নেমেছে এরা। ক্রল করে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছে।'

'চোখ রেখো ওদের উপর।'

অ্যাডোবি দালানে দ্রুত ফিরে এল জন। ভিতরটা প্রায় অন্ধকার, মাত্র একটা লণ্ঠন জ্বলছে। দরজা থেকে জুয়াড়ীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ও: 'মার্ট, একটা স্টিক দাও তো।'

দরজায় আবছা একটা কাঠামো দেখা গেল। ওর মুঠোয় এক আঁটি ডিনামাইট ধরিয়ে দিল মার্টি কর্ড। 'সবকিছু তৈরি করা আছে, জন। ফিউজ আর ক্যাপ ফিট করেছি। প্রয়োজনে ফিউজ আরও ছোট করে নিতে পারো। রোজা কোথায়?'

'ভিতরে নেই?'

'মিনিট খানেক আগে তোমার পিছন পিছন বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

খিস্তি আওড়াল জন। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল, খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু রোজা ও'নীলের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। ছায়াঘেরা যে-কোন জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারে মেয়েটা। কূপের কাছাকাছি জন্মানো খর্বকায় জুনিপার আর গুল্ম জাতীয় পাইনের কারণে খোদ দুর্গটাই আড়ালে পড়ে গেছে, অন্ধকার দেখাচ্ছে জায়গায় জায়গায়। ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, ভাবল জন, ফিসফিস করে ডাকল: 'রোজা! রোজা! কোথায় তুমি?'

উত্তর নেই।

'বলল ও নাকি একটা ঘোড়া ধরবে,' জানাল কর্ড। 'বারবার বলছিল এখান থেকে বেরোতে পারলে আর্মির কোন পেট্রল বাহিনীকে খুঁজে বের করবে। কিন্তু···ওহ্, খোদা! ও নিশ্চই বাইরে যায়নি? ইন্ডিয়ানদের পনি চুরি করতে বেরিয়ে যায়নি তো?'

'কীভাবে জানব আমি? ওর উপর নজর রাখোনি কেন?'

'একা সবার উপর নজর রাখব কীভাবে?' শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে বলল মার্টি কর্ড। 'বাইরে ইন্ডিয়ানরা ক'জন?'

'এখানে প্রায় ত্রিশজনকে দেখেছে বীল। রাস্তায় এরচেয়েও বেশি আছে। ক্রল করে স্টেশনের দিকে আসছে ওরা।'

'আমি তো জানতাম রাতের বেলায় আক্রমণ করে না ইন্ডিয়ানরা।'

'এখনও আক্রমণ করেনি ওরা। হয়তো ধরে নিয়েছে স্টেশনে নেই কেউ। যাই হোক, ওরা কী করে দেখতে চাই আমি। রোজাকেও খুঁজে বের করতে হবে।'

কথা বলার ফাঁকে দু'পাশে দৃষ্টি চালাল জন। সম্ভবত ধারে-কাছে আছে রোজা, একটা ঘোড়া দখল করার অপেক্ষায়। তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই ওর। দুর্গ থেকে একশো গজ দূরে যেতে পারে কি না সন্দেহ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগোল জন।

দালানের সামনে থেকে স্টকেডের কোণে পৌঁছে গেল ও। দক্ষিণ আর পশ্চিমে জুনিপার, স্ক্রাব পাইন, মেস্কিট এবং অরগান-পাইপ ক্যাকটাসের গুচ্ছ ইতস্ততভাবে জন্মেছে। স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথে, মাঝামাঝি দূরত্বে বার্নের অবস্থান। এক ব্লক এগোলে ইন্ডিয়ানদের মুখোমুখি হয়ে পড়বে, আর এর অর্ধেক দূরত্বে গেলে রেডস্কিনদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারবে।

এক আড়াল থেকে আরেক আড়াল ব্যবহার করে এগোতে থাকল ও। কিছুক্ষণ পর মাটির উপর শুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। শেষে, ক্যাকটাস গুল্মের কিনারায় পৌঁছে, থেমে সামনের আঙিনা জরিপ করল। বীলের

রিপোর্ট পাওয়ার পর কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেছে, এই ফাঁকে স্টেশন-হাউসে পৌঁছে গেছে ইন্ডিয়ানরা। চারপাশে খোঁজাখুঁজি শেষে বুঝে গেছে যে স্টেশন জনশূন্য এবং পরিত্যক্ত। সমানে চেঁচাচ্ছে ওরা, বাড়ির এদিক-ওদিক ঢুঁ মারছে। যুবক এক ইন্ডিয়ানকে দেখা গেল দরজায়, চেঁচিয়ে আর বাতাসে হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্যদের। মুহূর্তে তাকে ঘিরে ধরল সবাই। ইন্ডিয়ানের উত্তেজনার কারণ অনুমান করতে পারছে জন। বাড়ির ভিতরে দুটো লাশ ফেলে এসেছে ওরা–পিটার স্লেড আর টেড ওয়ালেসের। সুযোগ পেয়ে দু'জনের মাথা মুড়ে নিয়েছে যুবক, বাড়ি গিয়ে স্কুঅদের কাছে নিজের বীরত্ব জাহির করতে পারবে। মৃত ওয়ালেস বা স্লেডের জন্য এতে বাড়তি এমন কোন ক্ষতি হয়নি বলেই জনের ধারণা।

স্ক্যাল্প হাতে ইন্ডিয়ানকে ঘিরে ধরেছে প্রায় পনেরোজন। অতি উৎসাহী রেডস্কিনদের সঙ্গে নিজের দূরত্ব মেপে নিল জন। দাঁড়িয়ে যদি ছোঁড়ে, ডিনামাইটটা বোধহয় জায়গামত পৌঁছে যাবে। স্টিকটা বের করল ও, অন্য হাতে ছুরি তুলে নিল, কেটে ফিউজ ছোট করে ফেলল। ডিনামাইট ব্যবহার করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আছে বলে সন্তুষ্ট বোধ করল, ফিউজটা পুড়তে কতক্ষণ লাগবে জানা থাকায় ওর নিজের বিপদের সম্ভাবনা কম, কার্যকরীও হবে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ফিউজে ধরাল, তারপর সন্তর্পণে ছুঁড়ে দিল স্টিকটা। বাতাসে অর্ধবৃত্ত তৈরি করতে করতে ছুটল ডিনামাইট, হিসহিস শব্দে পুড়ছে ফিউজ। ইন্ডিয়ানদের পায়ের কাছে পড়ল ওটা। মুহূর্ত খানেক কিছুই ঘটল না। নিঃশ্বাস আটকে দাঁড়িয়ে আছে জন। উদ্বিগ্ন অপেক্ষায় বেশিক্ষণ থাকতে হলো না, একটু পরই দানবীয় শব্দে বিস্ফোরিত হলো ওটা। উজ্জ্বল আলো আর বজ্রপাতের মত তীক্ষ্ণ শব্দে মুখর হয়ে উঠল জায়গাটা। মাটিতে পড়ে গেল ইন্ডিয়ানরা। কয়েকজন উঠল না। অন্যরা যে যে-দিকে পারে ছুটছে, সমানে চেঁচাচ্ছে প্রবল আতঙ্ক আর গায়ে পড়া স্প্লিন্টারের যন্ত্রণায়।

দক্ষিণে, ঝোপের কাছাকাছি সব ঘোড়া রেখেছিল ইন্ডিয়ানরা। আতঙ্কে লাফাতে শুরু করল ওগুলো। একটার পিঠে এক রাইডারকে দেখতে পেল জন, স্যাডলে টিকে আছে কোনরকমে, বাতাসে উড়ছে রাইডারের দীঘল কালো চুল...

অসম্ভব! ভুল দেখছি আমি, ভাবল জন।

তবে ঠিকই দেখেছে ও। একটা পনির পিঠে চেপে বসেছে রোজা ও'নীল!

নিজেকে সামলে নিল জন। কয়েক মুহূর্ত পরই বিস্ময় আর বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে নেবে ইন্ডিয়ানরা, খেপে গিয়ে জ্যান্ত মানুষের স্ক্যাল্প শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। ওরা এখন জেনে গেছে যে ধারে-কাছে কোথাও আছে সাদা মানুষ।

ঘুরেই দুর্গের উদ্দেশে প্রাণপণে ছুটল ও।

চোদ্দ

নিজেকে নিয়ে বিস্ময় কাটছে না রোজার। গতকালও পশ্চিমা এলাকার ধুলো, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ আর খরতাপ নিয়ে ঘৃণা ছিল মনে, কিন্তু এখন অচেনা একজন মানুষের ঘর্মাক্ত কাপড় পরনে ওর, অথচ একটুও খারাপ লাগছে না। মুখটা কঠোর হয়ে গেছে ওর, হাতের নখ ভেঙে গেছে কয়েক জায়গায়, আলুথালু হয়ে গেছে চুল। কিন্তু এ-নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, পরোয়াও করছে না।

তিন কূপের একটার ছায়ায় ঘাপটি মেরে বসে আছে ও। মিনিট খানেক আগে জনের কাছে বীলকে রিপোর্ট করতে শুনেছে। সামনে আর আঙিনার দক্ষিণ প্রান্তে চলে এসেছে অ্যাপাচিরা। কয়েকজন স্টেশন-হাউসের দিকে এগোচ্ছে। তার মানে, ঘোড়া থেকে নেমেছে ওরা এবং ঘোড়া ছেড়ে গেছে। কোন ঘোড়া যদি মুক্ত থাকে, চেষ্টা করলে একটা হয়তো ধরতে সক্ষম হবে ও।

নিকট অতীতে—অন্য যে-কারও চেয়ে নিজের ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিল রোজা—ও ছিল স্বার্থপর, লক্ষ্যহীন একজন মানুষ; কেবলই নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছিল; যদিও উদার ও আন্তরিক একটা মন আছে ওর, সময়ে সময়ে অন্যের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতেও অনীহা বোধ করে না। ঘোড়ার ব্যাপারে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, যদি ধরতেও পারে, পালাতে পারবে না বললেই চলে। অ্যাপাচিদের ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলে অবশ্যই সেনাবাহিনীকে খুঁজে বের করতে হবে। মেলপেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি অঞ্চল, একটা মেয়ের পক্ষে কোনরকম পানি বা সাহায্য ছাড়া পাড়ি দেওয়ার চিন্তা

দুঃসাহস বৈকি। হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, এই এলাকায় জীবনে কখনও আসেনি রোজা, অথচ সব পাহাড়, উপত্যকা, ক্লিফ বা মরু অঞ্চলের প্রতিটি ভাঁজ বা অ্যারোয়ো ইন্ডিয়ানদের নখদর্পণে। অন্ধকারে হাজারটা গুলি করলে যেমন টার্গেটে লাগার সম্ভাবনা থাকে না, ওর বর্তমান অবস্থাও তাই–তিক্ততার সঙ্গে আবিষ্কার করল রোজা।

তবে, অবচেতন মনে এক ধরনের তাগাদা আর প্রেরণা বোধ করছে ও, জানে কী করছে বা কী করতে হবে। হয়তো দেরি হয়ে গেছে, তবে বোধোদয় তো হয়েছে! জ্যাকের মত পশ্চিমকে চিনতে শুরু করেছে, পশ্চিমের একজন হিসাবে আচরণ করছে–অনেক আগেই যেটা করা উচিত ছিল। একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে এই দায়িত্ব ছিল ওর।

জনের কণ্ঠ শুনতে পেল রোজা, ডাকছে ওকে। নীরব থাকল ও। সন্তর্পণে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল, এক গুচ্ছ জুনিপারের গাঢ় ছায়ায় সরে এল। স্ক্রাব পাইনের আড়ালে পৌঁছে গেল। পাশেই রয়েছে বিশাল সেগুয়েরো গাছ, এবং তারও পাশে মেস্কিটের ঝোপ। দ্রুত, প্রায় অনায়াসে স্টেশন-হাউসের দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এল রোজা। কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছে ইন্ডিয়ানরা।

আচমকা থমকে দাঁড়াল ও, মাটি কামড়ে পড়ে থাকল। আরেকটু হলে এক ইন্ডিয়ানের উপর চড়াও হয়েছিল! রেডস্কিনের পনিটা দেখতে পেয়েছে ওকে, অন্তত ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে, কারণ হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ওটা, অস্থির ভঙ্গিতে নড়াচড়া শুরু করল। তবে রাইডারের মনোযোগ বাড়ির দিকে ছিল বলেই রক্ষা। ঘোড়ার অস্থিরতা বা বিচলিত ভাব গ্রাহ্য করল না সে।

অ্যাপাচিটা শীর্ণদেহী, শরীরের রঙ গাঢ় তামাটে; পরনে জীর্ণ পোশাক। কালো চুলগুলো ব্যান্ডের সাহায্যে নিচু করে বাঁধা। গাল আর কপালে রঙের উল্কি। পালকের দুটো স্পিয়ার ও একটা ধনুক বহন করছে সে, ঘাড়ের উপর স্লিঙে রয়েছে অসংখ্য তীর। বয়স্ক দেখাচ্ছে ইন্ডিয়ানকে, তবে নিশ্চিত নয় রোজা। দেখল পনির পিঠ থেকে ছেঁচড়ে নামল সে, হনহন করে এগোল বাড়ির দিকে–পিছনে রয়ে গেছে ঘোড়াটা!

আনন্দে নেচে উঠল ওর মন। বুকের খাঁচার সঙ্গে দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হাড় জিরজিরে শীর্ণ পা-অলা পেইন্ট পনিটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, পঙ্খীরাজের মত লোভনীয় বাহন মনে হচ্ছে ওটাকে। ঘোড়াকে ছাড়িয়ে গেল রোজার দৃষ্টি, পনির পিঠে আসীন ইন্ডিয়ানদের দেখতে পাচ্ছে, তবে তাদের কারও ব্যাপারে ভাবছে না ও। ক্লান্ত পনিটার উপর সমস্ত মনোযোগ।

স্যাডল-ব্রিডল নেই ওটার। কুৎসিত মাথার পিছনে এক গোছা ঝুঁটি রয়েছে। ব্যস, এই হচ্ছে *"ব্রিডল"*। ইন্ডিয়ান লোকটা যদি ওভাবেই ঘোড়াটাকে চালনা করে থাকে, তা হলে ও-ও পারবে। না পারার কিছু নেই। একবার পিঠে চাপতে পারলেই হলো!

কিন্তু পিঠে চাপবে কীভাবে? ঘোড়াটার কেশর অনেক লম্বা। এটা অবশ্য কাজে আসতে পারে। লোকজনকে কেশর ধরে ছুটতে দেখেছে ও, ঘোড়ার গতির সঙ্গে সামলে নিয়ে লাফিয়ে পিঠে চাপতে দেখেছে। সত্যি কথা বলতে কি, একবার ওভাবে ঘোড়ার পিঠে চাপার চেষ্টাও করেছে ও, ওদের র‍্যাঞ্চে। ওর বাবা এ-ধরনের অলেডিসুলভ প্রচেষ্টা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তবে ইচ্ছে অপূর্ণ রাখেনি রোজা। যে-কোন স্টেবলবয়ের মতই ঘোড়ার পিঠে চাপতে দক্ষ ও চৌকস হয়ে উঠে ও।

কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা। এখন কি পারবে? শরীরের মাংসপেশি এখন আর আগের মত অভ্যস্ত বা শক্তিশালী নয়, সঠিক সময়ে সক্রিয়ও হতে পারবে না। অনভ্যাসে ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলেছে। ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা···কিন্তু সফল হতেই হবে!

হাঁটু গেড়ে বসল ও, বড়বড় নিঃশ্বাস ফেলছে, উত্তেজনা দমিয়ে রাখতে চাইছে। ছুটে যাওয়ার জন্য দূরত্ব একটু কম, হিসাব করল রোজা, তবে কাজ হয়ে যাবে। শরীরের সমস্ত স্নায়ু আর পেশি শিথিল করে ফেলল ও, মনোযোগ দিল অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আচমকা চোখ ঝলসানো আলো এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে প্রায় বিমূঢ় বোধ করল। আরেকটু হলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিল, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। দেখল হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল শঙ্কিত পনিটা, মাতালের মত মাথা নাড়ল বার কয়েক; দুই কদম পিছিয়ে গেল। কোন কিছু চিন্তা করা ছাড়াই সরাসরি ছুটল রোজা। ছুটে গিয়ে কেশর চেপে ধরল, ঘোড়াটা পাশ ফিরতে ঝুলে পড়ল কেশর ধরে। ঝাড়া মেরে আপদ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল ঘোড়াটা, বাতাসে ঝাঁকি খেল রোজার হালকা শরীর। গড়ান খেল ও, শরীর মোচড়াল, আরেকটু হলে ওপাশে পড়ে যাচ্ছিল; কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি আর পুরানো অভ্যাসের কারণে কোনরকমে সিধে হয়ে থাকতে সক্ষম হলো। পনির পিঠে চেপে বসল ও, দুই হাঁটু দিয়ে গায়ের জোরে চেপে ধরল হাড় জিরজিরে পনির পেট, দীর্ঘ কেশর ধরে রাখল দৃঢ় হাতে।

ছুটল ঘোড়াটা, চোখের নিমেষে খোলা আঙিনা পেরিয়ে গেল। মুক্ত অন্য ঘোড়াগুলোও পিছু নিয়েছে, ঘিরে রেখেছে শীর্ণ পনিটাকে। স্টেশন-হাউসের

ধারে-কাছে সমানে চেঁচাচ্ছে শঙ্কিত ইন্ডিয়ানরা, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে এদিক-ওদিক। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে বার্ন পেরিয়ে গেল রোজা, পিউতে ওয়েল্‌স ছাড়িয়ে খোলা প্রান্তরে চলে এল।

কোন্ দিকে যাচ্ছে, প্রথমে এ-নিয়ে গুরুত্ব দিল না, ভাবলও না তেমন। উত্তেজনা কমে আসতে বাস্তববুদ্ধি আর বিচক্ষণতা জন্ম নিল মনে, বোঝার চেষ্টা করল কী করা উচিত। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে এগোতে হবে ওকে, এমন রুট বেছে নিতে হবে যেখানে পৌঁছতে না পারলেও যাত্রার শেষে কিছু পাওয়ার প্রতিশ্রুতি অন্তত থাকবে। একইসঙ্গে পিছনের ট্রেইলেও নজর রাখতে হবে।

হল্টার ধরে পড়ে থাকল রোজা। নিজ থেকে গতি কমিয়ে ফেলেছে পনি। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ও, ইন্ডিয়ানদের কয়েকজনের একটা দলকে দেখে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়ার যোগাড় হলো। আসছে ওরা! ডিনামাইটের বিস্ফোরণে হতচকিত হয়েছে ঠিকই, তবে কেউ কেউ বিচক্ষণতা বা উপস্থিত বুদ্ধি হারায়নি। এরকম কিছু হবে, অনুমান করা উচিত ছিল। সবাইকে তো ঠকানো যায় না। সবচেয়ে কাছের লোকটা মাত্র কয়েক গজ দূরে চলে এসেছে! রোজা দেখতে পেল, ধনুক তুলছে লোকটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী মনে করে নামিয়ে ফেলল।

এর তাৎপর্য একটাই–এখনও কিছুটা সম্ভাবনা আছে ওর।

ঘোড়ার দিক পরিবর্তন করার কায়দা ইতোমধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছে ও। শরীর বাঁকিয়ে নিলেই হলো, ডান দিকে কাত হলে ডানে মোড় নিচ্ছে ওটা। বামে শরীর নামিয়ে দিলে বামে মোড় নিচ্ছে। খানিকটা পশ্চিমে, পাহাড়ের উদ্দেশে দিক পরিবর্তন করল ও, তারপর পিছন ফিরে তাকাল। তিনজন অ্যাপাচি প্রায় ধরে ফেলেছে ওকে। সবচেয়ে কাছের লোকটার মুখে উল্কির দাগ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ধনুকের ছিলায় তীর লাগিয়ে নিশানা করছে লোকটা!

তারমানে রেঞ্জের মধ্যে আছে ও...

জ্যাকের কাছে শুনেছিল, ইন্ডিয়ানরা জাত লড়িয়ে হলেও তীর-ধনুকে কোন কোন ইন্ডিয়ানের দক্ষতা মোটেও সমীহ করার মত নয়। রিজার্ভেশনে এক প্রতিযোগিতায় জ্যাকের দক্ষতা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ওর। ঘোড়ায় ছুটন্ত অবস্থায় পাঁচবারের মধ্যে চারবারই ছুটন্ত টার্গেটে তীর বিদ্ধ করেছিল জ্যাক।

'ঈশ্বরের কৃপা যে সব ইন্ডিয়ান এমন দক্ষ নয়,' বলেছিল সে। 'যদি হত,

তা হলে আমাদের কাজ অনেক কঠিন হয়ে যেত।'

সেনাবাহিনীর কাজকর্ম বা ভাল-মন্দ নিয়ে তখন আগ্রহ ছিল না ওর কিন্তু এখন, এ-ধরনের টুকিটাকি অথচ দরকারী সব তথ্য মনে করার চেষ্টা করল। নরম মাটি আর বালিয়াড়ি সম্পর্কে ওকে বলেছে জ্যাক, এ-মুহূর্তে তেমন জমি পাড়ি দিচ্ছে। আলগা মাটি যে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিচ্ছে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। এমন জমি পাড়ি দেওয়ার সময় ঘোড়াকে ছোটানোই নিরাপদ, কিন্তু দ্রুত শক্তি হারিয়ে ফেলবে ঘোড়া–বলেছিল জ্যাক। তুলনায় শক্ত ঝুরঝুরে মাটির জমি ধরে দ্রুত এগোতে পারে ঘোড়া, তবে বিপদের একটা সম্ভাবনা সবসময় মাথায় রাখতে হবে–সহজে ভেঙে যেতে পারে এসব মাটি, পরিণতিতে ঘোড়ার পা মচকে যেতে পারে। ঝুরঝুরে জমিতে কখনও ঘোড়া ছুটিয়ো না, উপদেশ দিয়েছিল জ্যাক।

বাতাসে শিস কেটে ওর মাথার পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা তীর। অন্য একটা শার্টের আস্তিনে আঁচড় কেটে চলে গেল। ঝুলে থাকল শার্টের ছেঁড়া অংশটুকু। আবারও পিছন ফিরে তাকাল রোজা। কিছুটা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে! পিছিয়ে পড়েছে তিন অ্যাপাচি। গতিতে পারবে না বুঝতে পেরে ভিন্ন পথ ধরল সামনের লোকটা। ঘোড়ার গতি কমিয়ে ধনুকের ছিলায় তীর লাগাল। মুহূর্তের জন্য উল্লাস বোধ করল রোজা, পরক্ষণে উপলব্ধি করল এগিয়ে থাকার সুবিধাটা বিসর্জন দিতে হবে। উত্তরে ছুটে গেলে লাভ হবে না, কোন গন্তব্য নেই ওদিকে। পশ্চিমে বাঁক নিতে হবে, পাহাড়ের মোড় ঘুরে টুলারোসার ট্রেইলে ফিরে আসতে হবে।

ভাগ্যে যাই থাকুক, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। অনুমানের উপর নির্ভর করলেও যৌক্তিক ও সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছে ঝুঁকিটা। পিউতে হিল্সের আশপাশে সব বসতিতে হামলা চালিয়েছে অ্যাপাচিরা। আর্মি নিশ্চই খবরটা পেয়েছে। সম্ভবত বসেও নেই তারা। জ্যাকের কাছ থেকে যা শুনেছে, অ্যাপাচিদের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর কার্যপন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে: *"খুঁজো, আটকাও এবং শেষ করে ফেলো"।* এতক্ষণে বোধহয় খোঁজাখুঁজির পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো পাহাড়ের কাছাকাছি কোন পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে ওর। জ্যাক বলত: 'একটু বুদ্ধি খাটালে ঠিকই ওদের খুঁজে বের করতে পারবে তুমি।' ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে একটুও পছন্দ করে না জ্যাক ও'নীল।

মোড় নেওয়ার কারণে অ্যাপাচিদের সঙ্গে দূরত্ব কমে গেছে। ব্যাপারটা উৎসাহিত করে তুলল রেডস্কিনদের। তিনজনের উত্তেজিত চিৎকার কানে এল

রোজার। কানের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা তীর। গ্রাহ্য করল না ও। প্রথম পাহাড়ের কাছাকাছি চলে এসেছে প্রায়। মিনিট কয়েকের জন্য দক্ষিণে সরে যেতে হবে, এবং চিন্তার বিষয়–কাজটা করার সময় মাঝখানের দূরত্ব আরও কমে যাবে।

নরম, বালিময় মাটি পেরিয়ে যাচ্ছে পনি। ওটাকে ছোটার মধ্যে রাখতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে রোজা। পাঁজরে চাপড় মারছে, চিৎকার করছে, জুতো দিয়ে পাছায় লাথি মারছে। একই জমি ধরে ছুটে আসছে তিন ইন্ডিয়ান, এবং একজন পিছিয়ে পড়েছে দেখে খানিকটা উৎসাহ বোধ করল রোজা। দক্ষিণে মোড় নিল ও, পনির পিঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। পিঠের উপর ঢেউ খেলছে ওর দীঘল চুল। তলপেট এবং দুই পায়ে ঘা হয়ে গেছে লাগাতার ঝাঁকুনি আর ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে ঘর্ষণে। একসময় সারাদিন রাইড করতে পারত, কোন সমস্যাই হত না, কিন্তু সেটা বহুদিন আগের কথা। রোজার আশঙ্কা হলো কাল হয়তো হাঁটতেও পারবে না। অস্বাভাবিক হলেও, চিন্তাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে না হেসে পারল না রোজা। এই তিন আপদকে খসাতে না পারলে আগামীকাল বলে ওর জীবনে কিছু আসবে না।

পাহাড়ের সমান্তরালে, আরও দক্ষিণে চলে এসেছে ও। আরেকটু হলে ট্রেইল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে আসতে হলো। মাশুল হিসাবে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কয়েক গজ দূরত্ব বিসর্জন দিতে হলো। ঝুঁকি নিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ও, দেখল আঙিনা ধরে ছুটে আসার সময় যে-দূরত্বে ছিল, এখন সেই দূরত্বে আছে দুই ইন্ডিয়ান; অন্যজন বেশ পিছিয়ে পড়েছে। সজোরে পেইন্টের পাঁজরে গোড়ালি চালাল রোজা। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ঘোড়াটাকে, পারলে মিশে যায় ওটার পিঠের সঙ্গে, তীর বেঁধার শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে আছে পিঠ।

পাহাড়ী একটা ব্লাফের কিনারে বাঁক নিয়েছে ট্রেইল। মোড় পেরোনোর সময় পিছন ফিরে তাকাল ও, অ্যাপাচিদের দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে এখন। অন্যজন অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে। নাছোড়বান্দা দু'জনের একজন পিছিয়ে পড়ছে, তবে অন্যজন দূরত্ব বাড়তে দেয়নি। আশঙ্কার কথা, দূরত্ব কমিয়েও ফেলতে পারে।

সহসা অন্য একটা জিনিস দেখতে পেল রোজা। আবছা অন্ধকারে পুবে, পিউতে ওয়েল্সের দিকে আগুনের লালচে আভা চোখে পড়ল। তারমানে, স্টেশন-হাউসে বা বার্নে আগুন লাগিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, কিংবা দুটোতেই। ক্ষণিকের জন্য হতাশায় মুষড়ে পড়ল ও, তারপরই মনে পড়ল স্টেশন ছেড়ে

সবাই পুরানো দুর্গে চলে গেছে। পুড়বে, এমন কিছুই নেই সেখানে।

ট্রেইলটা এদিকে চড়াইয়ের আকারে উঠে গেছে, তবে ঘোড়ার গতি কমাল না ও। এভাবে টানা ছুটতে পারবে না জানে, কিন্তু উপায় নেই। এ-পর্যন্ত কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে জানা নেই ওর, তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে কুৎসিত হলেও ছুটতে জানে বটে মাসট্যাঙ পনিটা। কাহিল চেহারার ইন্ডিয়ান মাসট্যাঙ। কেউ কেউ পেইন্ট বা ক্যালিকো বলে এমন ঘোড়াকে।

জীবনে প্রথম মাসট্যাঙ দেখে করুণার হাসি হেসেছিল রোজা। ওর বাবার স্টেবলে ছিল শক্তিশালী ও সুন্দর সব ঘোড়া—থরোব্রেড, মরগান বা অ্যারাবিয়ান জাতের। আধ-বুনো মাসট্যাঙগুলোকে ওর কাছে মনে হত প্রকৃতির উদ্ভট সৃষ্টি। মাসট্যাঙ সাধারণত খাটো, গাট্টাগোট্টা শরীরের হয়। জ্যাকের কাছে শুনেছে এরা আসলে বার্ব এবং অ্যারাবিয়ান ঘোড়ার শঙ্কর। পশ্চিমে কয়েক পুরুষ ধরে বুনো জীবন কাটানোর পর এমন এক চেহারা ও আকার পেয়েছে যা প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের সঙ্গে মানানসই। দিনে দিনে দারুণ শক্তিশালী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে মাসট্যাঙ। সহজে ক্লান্ত হয় না। অফুরন্ত দম এদের। কথাটা আগে বিশ্বাস করেনি রোজা, কিন্তু এখন করছে। সামান্য দ্বিধাও নেই মনে। বালিময় মাটি ধরে যেভাবে ছুটেছে ছোটখাট শীর্ণ পনিটা, নির্ঘাত কয়েক মাইল পিছনে পড়ে যেত থরোব্রেড জাতের যে-কোন ঘোড়া। মাইলের পর মাইল ছুটে আসার পর এখন ঢালু জমি ধরে উঠে যাচ্ছে। রাইডার না থামলে ওটাও থামবে না।

জীবনে আর কখনও কোন মাসট্যাঙের প্রতি অবজ্ঞা বোধ করবে না রোজা।

দুই অ্যাপাচি কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে দেখে গতি কমাল ও। রীজে উঠে এল, নীচের উপত্যকায় নামল, তারপর চড়াই ধরে বিস্তীর্ণ উপত্যকার অন্য প্রান্তের দিকে এগোল। জনের কাছে শুনেছে সোফিয়া থর্টন আর হার্ভে বীলকে এখানেই পেয়েছিল সে, তবে জায়গাটার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারল না রোজা। সামনের দিকে তাকাল ও, এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিল। এ-ছাড়া যাবে কোথায়? কোন গন্তব্য জানা নেই। পিছন ফিরে তাকাল আবার, এক অ্যাপাচিকে দেখতে পেল। দূরত্ব কমিয়ে এনেছে লোকটা।

পনির পাঁজরে লাথি চালাল রোজা। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে দিল ওটা।

আরও একটা পাহাড়ে উঠে এল ওরা, তারপর ওপাশের উপত্যকা পাড়ি দিল। পরের রীজে উঠে কয়েক মাইল বিস্তীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোল। খাটো আকৃতির গাছপালার আড়াল পাচ্ছে এখানে। একটু পর ফের নিচু হয়ে

গেল ট্রেইল, নিয়মমাফিক চড়াইয়ের আকারও পেল, পাহাড়ের কিনারা ঘুরে চলে গেছে ওপাশে। কয়েকবারই রোজার মনে হলো পিছনের অ্যাপাচিকে খসিয়ে ফেলতে পেরেছে, তবে আসলে সেটা ঘটেনি। পাহাড়ের কিনারে পৌঁছে দেখল মরিয়া চেষ্টায় গতি বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যাপাচি, যেন পণ করেছে এখানেই এসপার-ওসপার করে ফেলবে। রণহুঙ্কার ছাড়ল সে, উল্লাসভরা কণ্ঠে, স্পষ্ট শুনতে পেল রোজা। শেষবারের মত পিছন ফিরে তাকাল ও, মাত্র কয়েক গজ দূরে দেখতে পেল লোকটাকে। ধনুক উপরে তুলল সে, পালক লাগানো একটা তীর ছুঁড়বে এখনই!

একটা কিছু করতে হবে! এত কাছ থেকে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। প্রায় অসম্ভব। এভাবে ছুটতে থাকলে স্রেফ খুন হয়ে যাবে ও। বাম দিকে নিচু একটা জায়গা চোখে পড়ল। খাদের গভীরতা দেখার সুযোগ হলো না ওর, খুব বেশি না হলে হয়তো বেঁচে যাবে। বাম দিকে নুয়ে পড়ল ও, ঘোড়াকে খাদের কিনারায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। নির্দেশ তামিল করল পনিটা, বলা যায় কিনারার দিকে এগোল। ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে এল ওটা, আচমকা ঝাঁকুনিতে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো রোজার দেহ। পাহাড়ী ঢালের উপর আছড়ে পড়ল ও। গড়াতে শুরু করল। সহসা মাথার সঙ্গে সংঘর্ষ হলো ভারী একটা কিছুর, এরপর আর কিছুই মনে রইল না ওর।

*

জ্ঞান ফিরে পেয়ে চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখতে পেল রোজা ও'নীল। মাথা দপদপ করছে। তীর বেঁধা বাহুতে আগুন জ্বলছে যেন, এমন যন্ত্রণা বোধ করছে। দেহের সমস্ত পেশিতে চাপ চাপ ব্যথা। অস্বাভাবিক একটা শব্দ কানে এল। গড়ানো পাথরের আওয়াজ, অ্যাপাচি লোকটার পায়ের আঘাতে মাটি থেকে উপড়ে এসেছে। মুহূর্ত খানেক পরই তাকে দেখতে পেল রোজা, পাহাড়ী ঢালে, ওর কিছুটা উপরে। আবছা একটা কাঠামো, ঝাপসা দেখাচ্ছে, কেবল হাতের ছুরিটা ছাড়া। চাঁদের আলোয় ঝিলিক মারছে ধারাল ফলা।

স্থির পড়ে থাকল ও, নিঃশ্বাস আটকে রেখেছে। পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল মাথার, ঠিক ওটার পাশে পড়ে আছে এখন, কাঁটাজাতীয় একটা গুল্ম রয়েছে পায়ের দিকে। ট্রেইল থেকে বেশি দূরে নয়। সন্তর্পণে ওকে পেরিয়ে গেল ইন্ডিয়ান, খাদের তলায় অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করল লোকটা, শব্দ শুনে বুঝতে পারল রোজা।

আচমকা চিন্তাটা এল মাথায়। লোকটার আগেই যদি এখন রাস্তায় চলে যায়, হয়তো দুটো ঘোড়াই ধরতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসার প্রয়াস পেল

রোজা, কিন্তু ব্যর্থ হলো, এবং এক মুহূর্ত পরে চেষ্টা করার সাহসও হারিয়ে ফেলল। পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যাপাচি! ও নড়াচড়া করলেই শুনতে পাবে সে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশি চালাল, একসময় ওকে ছাড়িয়ে গেল সে, শব্দ শুনে বুঝতে পারল রোজা, পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠছে। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল লোকটা। খুরের শব্দ মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। এবার নিশ্চিন্তে ট্রেইলে চলে যেতে পারবে, ভাবল ও–যদি পারে। খাড়া ঢাল ধরে ওঠা সহজ হবে না। মনে হলো শরীরের কোন পেশি অক্ষত নেই, চাপচাপ যন্ত্রণা বোধ করছে। ক্রল করে উঠে দাঁড়াল ও, এগোনোর চেষ্টা করল। পিছলে যাচ্ছে শরীর। একটু এগোয় তো পরমুহূর্তে পিছলে নেমে আসে। চেষ্টা চালিয়ে গেল নাছোড়বান্দার মত।

একসময় সফল হলো ও। রাস্তার কিনারে উঠে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, বড়বড় শ্বাস নিচ্ছে। এত ক্লান্ত যে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবার সুযোগ নেই। মাথাটা যখন পরিষ্কার হলো, প্রথমেই নিজের একাকীত্ব উপলব্ধি করল। উধাও হয়ে গেছে পেইন্ট ঘোড়াটা। হয় পালিয়ে গেছে, কিংবা অ্যাপাচি লোকটা নিয়ে গেছে ওটাকে।

তিক্ত মনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল রোজা। শেষে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল, টলমল পায়ে এগোল রাস্তা ধরে। পাথরে পা লেগে হোঁচট খেল একবার, অজান্তে ফুঁপিয়ে উঠল, সারা শরীরে থামার আকুতি। নিজেকে বোঝাল, এখনই থেমে গেলে চলবে না। একটা ঘোড়া চুরি করেছিল ও। অ্যাপাচিদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছে। কাজ সহজ হয়ে গেছে ওর। পেট্রল বাহিনীকে খুঁজে বের করতে হবে এখন। কে জানে, হয়তো মাইল কয়েক দূরে পাহাড়ের ওপাশে আছে তারা! হয়তো পাঁচ মাইল। কিংবা দশ। এগোতে হবে ওকে। পা চালাতে হবে। এক পা এক পা করে এগোবে...একসময় সব দূরত্বই শেষ হয়!

পুব আকাশ ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে। মাটির বুক থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে রাতের ছায়া। সকালের পাখিরা গান গাইতে শুরু করেছে। নতুন একটা দিনে গতকালের সমস্ত তিক্ততা বিস্মৃত হয়েছে রোজা, খেয়াল করল না এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ওকে অনুসরণ করল একটা জে*, সমানে চেঁচিয়ে অবজ্ঞা করছে ওকে। আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে

---

* জে (Jay) : সুন্দর পালকঅলা এক ধরনের পাখি বিশেষ

ওকে দেখছে কৌতূহলী চিপমাঙ্কে র দল।

সদ্য উদয় হওয়া সূর্যের আলো পিউতে ওয়েল্‌সে ফেলে আসা বন্ধুদের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে। এতক্ষণে নিশ্চই অ্যাপাচিদের নৃশংসতা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে ওরা। হয়তো খুন হয়ে গেছে সবাই।

কে জানে, কিংবা প্রাণপণ লড়ছে ওরা!

সময় নেই। জলদি পৌঁছতে হবে ওকে। ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও, উঠে দাঁড়াল। গলা শুকিয়ে কাঠ হতে বাকি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, এমনকী হাঁটা বা দৌড়ানোর সময়ও গলায় ব্যথা বোধ করছে। যত কষ্টই হোক, থামা যাবে না। পাহাড়ে কোথাও নিশ্চই আর্মির পেট্রল বাহিনী রয়েছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। যেভাবে হোক তাদের খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য তাদের খুঁজে পেতে হবে এমন কোন কথা নেই, বরং আর্মি ওকে খুঁজে পেলেও কাজ হয়ে যাবে।

পনেরো

হার্ভে বীলের হাতে ডিনামাইটের চারটা স্টিক ধরিয়ে দিল জন ক্যালকিন, তারপর বক্সে হাত ঢুকিয়ে দিল আরও বের করার জন্য। চেঁচিয়ে রাস্টি থর্টনকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

'পিছনের কোণে, অন্য লুকআউট পোস্টে পাহারা দেবে তুমি,' থর্টনকে কাজ বুঝিয়ে দিল ও। 'দুটো পিস্তল আর প্রায় ত্রিশটা বুলেট আছে তোমার কাছে। এই নাও চারটে স্টিক। গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। লাল চামড়ার কোন ব্যাটা যদি উঁকি দেয়, খুন করে ফেলবে, নইলে আসল হামলার জন্য অপেক্ষায় থেকো। ডিনামাইট ব্যবহার কোরো সাবধানে। সবক'টাই যেন কাজে আসে।'

ভুরু কুঁচকে স্টকেডের কোণে তৈরি লুকআউট পোস্টের দিকে তাকাল হোমস্টিডার। 'আসলে কী করতে বলো আমাকে? চাও আমি খুন হয়ে যাই?'

---

* চিপমাঙ্ক (Chipmunk) : আমেরিকার ডোরাকাটা কাঠবিড়ালী বিশেষ

'ঠিক কাজই দিয়েছি তোমাকে। এখানে থাকার চেয়ে বরং ওখানেই ঢের কারিশমা দেখাতে পারবে। মাচার কারণে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাবে, ডিনামাইট ছুঁড়তে সুবিধা হবে।'

'অ্যাপাচিরা ঘিরে ফেলবে জায়গাটা।'

'ফাঁকিটা বুঝতে সময় লাগবে ওদের।'

'তুমি নিজে একটা লুকআউটে যাচ্ছ না কেন?'

'তা হলে আউটলদের সামলাবে কে? তিনজন ওরা।'

'ওদের একজনকে লুকআউটে বসিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'কীসের ভয় করছ তুমি? বীল তো তোমার মত এত কচকচায়নি।'

কর্কশ স্বরে হেসে উঠল থর্টন। 'তোমাকে বেকুব বানিয়ে ছাড়ব আমি, জন। যত ইন্ডিয়ানই আসুক, দেখবে কেউ যদি বেঁচে থাকে তো, সেই লোক হব আমি। হতচ্ছাড়া ডিনামাইট দাও এবার!'

'বুঝে-শুনে খরচ কোরো,' বিশালদেহী হোমস্টিডারকে সতর্ক করল জন। 'সবক'টাই যেন কাজে আসে। ইন্ডিয়ানরা চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, তবে মনে হয় না ভোরের আগে হামলা করবে। এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ।'

'কীভাবে?'

'ওদের যদি আটকে রাখতে পারি, ততক্ষণে হয়তো এখানে এসে পড়বে আর্মি। সময় নেওয়ার জন্য লড়ব আমরা, থর্টন। দু'তিনজন ইন্ডিয়ান যদি কোণে ঘোরাফেরা করে বা উঁকি দেয়, পিস্তল ব্যবহার কোরো। বড়সড় দলের জন্য ডিনামাইট রাখতে হবে।'

আর তর্ক করল না দাড়িঅলা, ডিনামাইট নিয়ে চলে গেল। অ্যাডোবি দুর্গে ঢুকল জন। অন্ধকারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ও। টের পেল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রুলিয়া, আলতোভাবে ওর বাহু স্পর্শ করল মেয়েটি।

'জন, রোজার কোন খবর পেয়েছ? হয়তো আশপাশে কোথাও আছে ও।'

'কিছু করার নেই আমাদের,' বিষণ্ন স্বরে বলল ও, আশা করছে প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলবে মেয়েটি।

'ওকে খুঁজে বের করা উচিত।'

'সম্ভব নয়। অ্যাপাচিরা চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাদের। দুর্গ ছেড়ে ত্রিশ-চল্লিশ গজ যাওয়ার আগেই ধরা পড়ে যাব।'

'না জানি কী ঘটেছে বেচারীর ভাগ্যে…'

'আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে কোনভাবে একটা ঘোড়া ধরে ফেলেছে ও। দেখেছিও ওকে। আমার মতামত যদি জানতে চাও, এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই ওর।' রুলিয়ার হাতে সান্ত্বনার চাপ দিল ও। 'তারপরও, অনেক অসম্ভব ঘটনাই ঘটে যায়। ও যাতে পালাতে পারে, সেই প্রত্যাশা করা উচিত আমাদের।'

কামরার ওপাশ থেকে ওকে ডাকল কর্ড। 'জন, বার্নে আগুন লাগিয়েছে হারামজাদারা! এরপর স্টেশন-হাউসে লাগাবে।'

জানালার কাছে সরে এল ওরা। অল্প সময়ে আগুন ধরে গেছে জীর্ণ বার্নে। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, ছাদের কিনারা ছুঁয়ে ফেলেছে। আবছা আলোয় দেখা গেল ছোটাছুটি করছে ইন্ডিয়ানরা, স্টেশন-হাউসে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করল জন। বার্নের ভিতরটা গ্রাস করছে আগুনের শিখা।

'এখানে বেশিক্ষণ টিকতে পারব না আমরা,' মন্তব্য করল কর্ড।

'টিকতে পারব না বটে,' একমত হলো জন। 'তবে যতক্ষণ সম্ভব...' কথাটা শেষ করল না ও, মাথার উপর দৃষ্টি চালাল। সন্তুষ্ট যে দুর্গের ছাদ বলতে কিছু নেই। দু'পাশে, ছাদের কিনারা বরাবর শেল্ফের কাভার তৈরি করেছে কর্ড আর বীল, ছয় ফুট প্রশস্ত ওগুলো; আংশিক এবং লুকানো একটা ছাদ। দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটে আসা তীর থেকে রক্ষা করবে ওদের। বাইরে থেকে দেখা যাবে না বলে কেউ আগুন লাগাবে, এমন ভয়ও নেই।

জ্বলন্ত বার্নের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে গেছে চারপাশ। খুঁটিয়ে সবকিছু দেখে নেওয়ার সুযোগ হলো জনের। মাটির মেঝে, ছাদহীন, মজবুত চার দেয়াল—প্রায় আঠারো ফুট উঁচু। পিয়েরে আরমান্ড বুঝে-শুনেই তৈরি করেছিল দুর্গটা। জানত কাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, কী পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সহজে দেয়াল ভাঙতে পারবে না ইন্ডিয়ানরা। দেয়াল টপকাতে হলে মই লাগবে, উঠতে পারলেও ভিতরে ঢুকতে হলে লাফ দিতে হবে। আঠারো ফুট উপর থেকে লাফ দিলে পা ভাঙার ঝুঁকি নিতে হবে।

জানালাগুলো যাচাই করল জন। মোট ছয়টা। দুটো পিছন দিকে, দুটো সামনে আর একেক পাশে একটা করে। দুই ফুট চওড়া, চার ফুট উঁচু, দুই ফুট পুরু দেয়ালের মাঝখানে কাটা। বার্ন থেকে আনা কাঠ দিয়ে আংশিক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাঠের বাধা সরানো সম্ভব, তবে সহজ হবে না। পিছনের দরজায়ও ব্লক রাখা হয়েছে। সামনের দরজায় ব্লক দেওয়ার জন্য

কাঠ কেটে রাখা হয়েছে।

শেল্ফের নীচে এক ম্যাট্রেসে পাশাপাশি বসে আছে তিন আউটল। অন্য একটা ম্যাট্রেসে শুয়ে আছে জিম বেনেট, শিয়রের পাশে বসেছে মার্থা। একপাশে, দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে সোফিয়া থর্টন। মুখ অভিব্যক্তিহীন। গত কয়েক ঘণ্টায় বলতে গেলে তেমন কথাই হয়নি; তাই মহিলার মানসিক অবস্থা আঁচ করা সম্ভব হলো না জনের পক্ষে। হার্ভে বীলের সঙ্গে যখন এখানে এসেছিল, সোফিয়াকে ক্লান্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে দেখেনি। কিন্তু স্বামীর আগমনের পর মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছে সে।

চেঁচিয়ে জনের মনোযোগ আকর্ষণ করল ব্রুস শল্টো, ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ার জন্য মুক্তি চাইছে। মিনতি শুরু করেছে জর্জ বেমিস। কোরাসে যোগ দিল তৃতীয় আউটল টার্কি বুন। কাউকে পাত্তা দিল না জন। জিম বেনেটের অবস্থা সম্পর্কে রুলিয়ার কাছে জানতে চাইল।

'মিনিট কয়েক আগে জেগেছে,' জানাল মেয়েটি। 'দারুণ দুর্বল। উঠে বসার চেষ্টা করেছিল, পারেনি।'

স্টেশন-হাউসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। রক্তলাল বর্ণ পেয়েছে পুরো আকাশ। দুর্গের ভিতরে কোমল গোলাপি আভা। প্রায় জোর করে রুলিয়াকে কামরার ওপাশে নিয়ে গেল জন, সোফিয়া থর্টনের পাশে বসিয়ে দিল। 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই,' বলল ও। 'আপাতত আগুন নিয়ে ব্যস্ত আছে ওরা। ওদের পরের ভাবনা আমরা, তবে মনে হয় না সকালের আগে কিছু ঘটবে। এই, মার্ট?' গলা চড়িয়ে ডাকল ও।

'বলো।'

'বাড়তি কাঠ এনেছ দেখলাম। একটা মই হলে কেমন হয়, দেয়ালের উপর দিয়ে যাতে দেখা যায়?'

'দেখি কী করা যায়,' বলে এগিয়ে এল জুয়াড়ী, পরক্ষণে আপনমনে হেসে উঠল। 'জবর কাজ দিয়েছ, জন! কখনও ভাবিনি কাঠমিস্ত্রী হতে হবে। পারব কি না কে জানে! বেঁচে থাকতে হলে সবই শিখতে হয় কিছু না কিছু, তাই না?'

রক্তিমাভা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। দুর্গের ভিতরে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। ঘড়ি দেখল জন। চারটার বেশি বাজে। এক ঘণ্টার মধ্যে ভোর হবে, ভোরের প্রথম আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। বার্ন, স্টেশন-হাউস আর হসল্যারের কেবিন জ্বলছে এখনও, দু'একটা কাঠামো

অনুজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে।

জেগে উঠেছে জিম বেনেট। আর্মিকে নিয়ে গজগজ করতে শুরু করল সে। 'আকাশে আলো চোখে পড়ার কথা ওদের। ব্যাটারা করছে কী? এতক্ষণে তো পৌঁছে যাওয়ার কথা। আছে কোথায় ওরা?'

'পাহাড়ে বোধহয়,' অনুমান করল জন। 'কিছু হোমস্টিডার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, ওরা নিশ্চই হামলার খবর পৌঁছে দিয়েছে। পেট্রল বাহিনী বেরিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ের বাধার কারণে আগুনের আলো চোখে পড়ছে না ওদের।'

'সকালের মধ্যে পৌঁছবে এখানে?'

'তাই আশা করছি আমরা,' শুকনো স্বরে বলল মার্টি কর্ড।

দুটো মই তৈরি করেছে সে। তেমন মজবুত হয়নি, তবে দেয়ালের চূড়া পর্যন্ত ওঠা যাবে। অনায়াসে সইতে পারবে একজনের ওজন। নিজে চড়ে পরখ করেছে কর্ড।

'একটা পিস্তল দাও আমাকে,' দাবি জানাল বেনেট। 'অ্যাপাচি হামলার সময় এখানে অসহায়ভাবে পড়ে থাকতে চাই না আমি।'

'দিয়ে দাও, মার্ট,' নির্দেশ দিল জন। 'অন্যগুলো রুলিয়ার কাছে রেখে যাও।'

পুরো কামরা ঘুরে-ফিরে দেখল ও, জানালা আর দুই দরজার কাছে থেমে কান পেতে শব্দ শুনল। দুই দরজায় ব্যারিকেড খাড়া করা হয়েছে। থর্টন বা বীল ভিতরে আসার সময় দ্রুত ব্যারিকেড নামিয়ে ফেলতে হবে। এ-পর্যন্ত দুই লুকআউট থেকে কোন শব্দ শুনতে পায়নি ওরা, আর গত এক ঘণ্টা যাবৎ নীরবই রয়েছে অ্যাপাচিরা। হয়তো চলে গেছে ওরা, তবে কথাটা একটুও বিশ্বাস করে না জন। সম্ভবত ভোর হওয়ার অপেক্ষায় আছে ওরা।

মইয়ে চড়ল জন। দেয়ালের উপরে উঠে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। নিচু একটা উপত্যকায় পিউতে ওয়েল্সের অবস্থান। পশ্চিমে ন্যাড়া পাহাড়সারি, অন্য তিন দিকে বিস্তীর্ণ উপত্যকা আর দিগন্ত দেখা যাচ্ছে। পুরো উপত্যকার তুলনায় ওয়েল্সের চারপাশে জন্মানো ঘন গাছপালা দুর্গটাকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে। জুনিপার বা পাইনের নীচে মেস্কিট, ক্যাকটাস, গ্রীজউড, সেজ আর স-ঘাস জন্মেছে; এমন জায়গায় শত শত অ্যাপাচি নির্বিঘ্নে লুকিয়ে থাকতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যথেষ্ট কাভার রয়েছে, ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখা যাবে ওখানে। অন্য দিকে অবশ্য অতটা কাভার নেই। জনের ধারণা, দক্ষিণ দিক থেকে আসবে অ্যাপাচিরা, তবে কাছাকাছি এসে চারদিকে

ছড়িয়ে পড়বে ওরা, দুর্গকে ঘিরে ফেলবে।

ডিনামাইট এবং বুলেট যদি সতর্কতা আর বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, হয়তো অ্যাপাচিদের অনেকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওরা। তবে সেনাবাহিনী না পৌঁছালে আগে বা পরে, একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওরা। দীর্ঘ সময় ইন্ডিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত অ্যামুনিশন নেই ওদের।

এই যখন অবস্থা, সবচেয়ে খারাপ সময়টা উপস্থিত হলে মেয়েদের নিয়ে কী করবে ও? কী করা উচিত? তিনদিন আগে, সবে যখন ইন্ডিয়ানরা হামলা শুরু করেছে, ক্যামেরনের এক সেলুনে ছিল ও। শুরুতে ইন্ডিয়ান এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বসতি গড়েছে এমন পরিবারের সমস্যা ছিল ব্যাপারটা, সেলুনে বসে হুইস্কির গ্লাসে ঝড় তুলেই ক্ষান্ত ছিল লোকজন। এক বুড়ো বলছিল: 'স্ত্রী নিয়ে কেউ যদি আটকা পড়ে, একটা কাজই করার আছে তার–দুটো বুলেট রেখে দেওয়া উচিত। একটা নিজের জন্য, অন্যটা স্ত্রীর জন্য।'

'এ-ছাড়া আর কিছুই করার নেই,' একমত হয়েছিল এক শহুরে লোক। 'মহিলাদের সঙ্গে কী আচরণ করে ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা, বহু গল্প শুনেছি। প্রথমে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, তারপর মেঝেয় আছড়ে ফেলে। একজনের পর একজন ধর্ষণ করবে। শেষে কাঠি আর ছুরি ব্যবহার করে ওরা। তারপর…'

তালু দিয়ে মুখ মুছল জন। শহুরে লোকটা স্রেফ শোনা গল্প বলছিল, কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেনি কেউ। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ে অভিজ্ঞ অনেকেই এমন আরও কয়েকটা গল্প বলেছে। মেয়েদের ব্যাপারে বলেনি এরা, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দিনীকে যে নরকের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

ধরা যাক, ও-ই হতভাগ্য সেই লোক। স্বামী না হলেও চারজন মহিলার দায়িত্ব চেপেছে কাঁধে। অ্যাপাচিদের যখন আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, কী করবে তখন? গুলি করবে মেয়েদের? পেটে অস্বস্তি বোধ করল জন, দলা পাকিয়ে উঠছে কী যেন, অসুস্থ ও দুর্বল মনে হলো নিজেকে। মই বেয়ে নীচে নেমে এল ও।

'কিছু দেখতে পেলে?' জানতে চাইল কর্ড।

'অনেক জায়গা দেখলাম। চারপাশ নীরব, নিথর। চিহ্নও নেই ওদের।' রুলিয়ার দিকে ফিরল ও, এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির পাশে বসল, ম্যাট্রেসের উপর বিছিয়ে দিল ক্লান্ত দেহ।

'কতক্ষণ সময় পাব আমরা?' জানতে চাইল রুলিয়া।

'হয়তো কয়েক মিনিট, কিংবা কয়েক বছর,' বলেই চুপ মেরে গেল ও। নীরবে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। 'মরার কথা কখনও ভাবি না আমি। মৃত্যুর একেবারে কাছাকাছি অনেকবার গেছি, ফিরেও এসেছি কোন না কোনভাবে। এতবার গিয়েও প্রতিবারই মনে হয় শেষ রক্ষা হবে না। বাড়ির কথা মনে পড়ে, চলে যেতে ইচ্ছে করে, অসমাপ্ত যত কাজ আছে সবই শেষ করে ফেলতে ইচ্ছে হয়।'

চুপ করে থাকল রুলিয়া। অনেকক্ষণ কেটে গেল, শেষে আড়ষ্ট স্বরে জানতে চাইল: 'সত্যি করে বলো তো, আসলে কতটা সম্ভাবনা আছে আমাদের?'

'আশার কী শেষ আছে?'

'সবাই মারা পড়ব, এই তো বলতে চাও? মিথ্যে বলার দরকার নেই, জন।'

'বুঝতে পারছি না। পরিস্থিতি খুব খারাপ। তবে এখনও বেঁচে আছি।'

'মি. বীল বলছে এই বেঁচে থাকার কোন মূল্য নেই। কিছু সময়ের জন্য আছি বটে, তবে সকালের আগেই খুন হয়ে যাব সবাই।'

'হয়তো। ওর মত অতটা নিরাশায় ভুগতে রাজি নই আমি। বলেছি তো, আশা নিয়েই বেঁচে থাকে মানুষ। যার সামনে কোন লক্ষ্য বা প্রত্যাশা থাকে না, সে বেঁচেও থাকতে পারে না।'

আবার নীরব হয়ে গেল ওরা।

'অদ্ভুত একটা ব্যাপার কী জানো, জন? একসময় পুরুষদের ভয় পেতাম আমি। বাবার কারণেই এর শুরু। মাকে পেটাত সে। এতিমখানায় দু'জন লোক ছিল যারা সুযোগ পেলেই পেটাত মেয়েদের। স্কুলে এক শিক্ষকের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে, খুবই সদয় আর আন্তরিক ছিল সে। কিন্তু এক রাতে তাকেও নৃশংস হয়ে উঠতে দেখেছি।' ক্ষণিকের জন্য থামল রুলিয়া। 'এখানে মি. শল্টো আর মি. থর্টনের মধ্যেও একই রূপ দেখতে পেয়েছি।'

'তোমার সব ছাত্রও কি এমন?' হালকা সুরে জানতে চাইল জন।

'মাথা খারাপ!'

'বুঝলে তো, সব লোকই খারাপ নয়?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি একজন। এমনকী মার্টি কর্ডের মত জুয়াড়ীর মধ্যেও যথেষ্ট ভদ্রতা বা রুচিবোধ রয়েছে। পৃথিবী আসলে বড় অদ্ভুত জায়গা!'

*

মার্টি কর্ড পুরোপুরি নিঃসঙ্গ মানুষ। দোষটা নিজের পেশাকে দেয় কর্ড।

বছরের পর বছর ধরে ঘোরাফেরার মধ্যে আছে ও, এক শহর থেকে আরেক শহরে চলে যাচ্ছে। কোথাও যে থিতু হতে পারে না, তার বন্ধুও জোটে না; আর যে-লোক অন্যের ট্যাকের টাকা হাতিয়ে নিতে অভ্যস্ত—সৎ বা অসৎ যে-উপায়ে হোক—সব সমাজেই অবাঞ্ছিত ও অনাহূত হিসাবে দুর্নাম জুটে যায় তার।

নেহাত বাধ্য হয়ে ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে সে, এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে চলতেও শিখেছে, অভ্যস্ত করে নিয়েছে নিজেকে। তবে আজ সকাল থেকে কেন জানি নিজের একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতার জন্য আফসোস হচ্ছে। বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী জুটিয়ে নিয়েছে সবাই—জন যেমন রুলিয়াকে পেয়েছে, তেমনি স্বামীকে হারালেও সহানুভূতিশীল এবং দয়ালু একজন মানুষকে খুঁজে পেয়েছে মার্থা ওয়ালেস। সোফিয়া আর থর্টনের মধ্যে ভালবাসা, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং ভয়ের বন্ধন রয়েছে যেটা যে-কোন সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে, কিন্তু ওরা কেউই নিঃসঙ্গ নয়। তিন আউটলও একাট্টা। কেবল ও-ই একা।

বাস্তববাদী বলে নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে অভ্যস্ত কর্ড। জুয়াড়ী হওয়ায় নিজেকে ঠকাতে জানে না ও, জানে না কল্পনাপ্রবণ হতে। সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল ও। পাহাড় থেকে এখানে চলে এসেছে অ্যাপাচিরা। বেশিরভাগ দালানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, সকালের আগেই দুর্গের উপর হামলে পড়বে। রক্তপিপাসু ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে মাত্র সাতজন রয়েছে ওরা, যাদের মধ্যে জিম বেনেট শয্যাশায়ী আর তিন আউটলকে এক ফোঁটা বিশ্বাস নেই। কারও কাছে রাইফেল নেই, আছে শুধু পিস্তল এবং কয়েক আঁটি ডিনামাইট। খুব সতর্কতার সঙ্গে গুলি না ছুঁড়লে এক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে সমস্ত অ্যামুনিশন। নাহ্, কোন সম্ভাবনাই নেই ওদের। সূর্য মাঝ-আকাশে উঠে আসার আগেই মারা পড়বে সবাই।

কেউ ওর অভাব বোধ করবে না, তিক্ততার সঙ্গে উপলব্ধি করল মার্টি কর্ড। আউটলদের ছাড়াও দিব্যি চলবে দুনিয়াটা। এমন করুণ পরিণতিই পাওনা ছিল ওদের। কিন্তু অন্যদের কী হবে? থর্টনকে পছন্দ নয় ওর। তবে হার্ভে বীলের ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না—কিংবা সোফিয়াকেও দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু জিম বেনেট, মার্থা ওয়ালেস, জন বা রুলিয়ার এমন পরিণতি মোটেও প্রাপ্য হতে পারে না। ভালমানুষ ওরা। ওদের বেঁচে থাকার দরকার আছে, তেমনি এদের মৃত্যুতে ক্ষতিও হয়ে যাবে। এরা একেকজন সভ্যতার একেকটা অংশ। গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চিন্তাটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিল। ছোট্ট এই জীবনে আসলে কার গুরুত্ব বেশি? জীবনের সার্থকতা কী? মূল্যই বা কতটুকু? জর্জ বেমিসের কথাই ধরা যাক। অতীতে যাই ছিল না কেন, এখন পুরোদস্তুর মন্দ লোক। ঠাণ্ডা মাথার নৃশংস খুনী। নীচ জঘন্য একজন মানুষ। ইন্ডিয়ান হামলার পরও যদি সে বেঁচে থাকে, সমাজের কেউ তাকে স্বাগত জানাবে না, বরং সবাই বেমিসের মৃত্যুই প্রত্যাশা করবে। দুনিয়ার বুকে এক রত্তি দাম নেই মানুষটার, সে মরে গেলে কারও কিছু যাবে-আসবে না। তার বেঁচে থাকা যদি এতই অর্থহীন হয়ে থাকে, তা হলে সে জন্ম নিল কেন? জীবনের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠবে বা অনুতাপ করবে সে?

হঠাৎ বোধোদয় হলো ওর–সময় চলে যাচ্ছে! ফিকে হয়ে এসেছে আকাশের রঙ, ধূসর ছোপ লাগতে শুরু করেছে জায়গায় জায়গায়। মইয়ের কাছে এসে ধাপ বেয়ে উঠে এল কর্ড, দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। পুব দিকে, হালকা হয়ে গেছে ছায়ার ঘনত্ব। দুর্গের লাগোয়া গুল্মের সারি জরিপ করল ও, অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখতে চাইছে। কূপের কাছাকাছি নড়ে উঠল কী যেন। বাম দিকে মেস্কিট ঝোপের কাছে চট করে সরে গেল একটা ছায়া, স্থান বদল করল। অ্যাপাচি! অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এগিয়ে এসেছে ওরা, অবস্থান নিয়েছে জায়গামত। হামলার সঙ্কেত পাওয়ার অপেক্ষায় আছে এখন! দু'জনকে স্পট করতে সক্ষম হলো কর্ড, তবে জানে যে পঞ্চাশজন থাকতে পারে ওখানে…এমনকী একশোজন হওয়াও বিচিত্র নয়…

'খেলা শুরু হলো বলে,' পোকার খেলোয়াড়সুলভ নির্লিপ্ত স্বরে স্বগতোক্তি করল মার্টি কর্ড। 'জন, দোস্ত, সময় হয়ে গেছে!'

ষোলো

রুলিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল জন।

'বাড়তি পিস্তলগুলো তোমার কাছে রেখো,' নিচু স্বরে মেয়েটিকে নির্দেশ দিল ও। 'সবসময় কাভারে থাকবে। সোফিয়া থর্টনের উপর একটা চোখ

রেখো কিন্তু। পারলে ব্যস্ত রেখো ওকে।'

'আমাদের নিয়ে চিন্তা কোরো না, জন।'

উঠে দাঁড়াল জন। ঘুরে এগোবে, টের পেল আচমকা ওর ট্রাউজারের পা খামচে ধরেছে সোফিয়া থর্টন।

'জন, ওখানে একা আছে মানুষটা! কখনও কি ওর সঙ্গে দেখা হবে আমার?'

মানুষটা, ভাবল জন, *কার কথা বলছে মহিলা?* বীল আর থর্টন, দু'জনেই বাইরের লুকআউটে রয়েছে।

'রাস্টি এবং হার্ভে,' সতর্ক কণ্ঠে বলল ও। 'লুকআউটে রয়েছে ওরা। পরিস্থিতি খারাপ হলে ভিতরে নিয়ে আসব ওদের।'

ট্রাউজার ছেড়ে দিল সোফিয়া। তেল চিটচিটে কাপড়ে ঘামে ভেজা হাত মুছল জন।

'রাস্টিকে ব্যাখ্যা করা দরকার কী কারণে ওকে ফেলে এসেছি আমরা,' দুর্বল স্বরে বলল মহিলা। 'কিন্তু মনে হয় না আমার কথা শুনবে বা বিশ্বাস করবে ও। ওর স্বভাবই এমন, খারাপ জিনিসটাই আগে বিশ্বাস করে।'

'আচ্ছা! ওর অবস্থায় পড়লে বোধহয় যে-কেউ সন্দেহবাতিক হয়ে উঠত।'

'কোন অন্যায় করিনি আমি, জন! হার্ভেকে ভালবাসি ঠিকই, কিন্তু শপথ করে বলছি ওই জঘন্য কাজটা আমি করিনি...'

'বেশ, করোনি তুমি। রুলিয়া, ওর দিকে খেয়াল রাখবে?' বলেই দ্রুত সরে পড়ল জন। বেচারী রুলিয়ার মাথা খারাপ করে দেবে মহিলা, তবে কিছু করার নেই ওর। হাতে অনেক কাজ পড়ে আছে, মিসেস থর্টনের বকবকানি শুনলে কোন কাজই হবে না।

কিন্তু যাবে কোথায়? মার্থা ওয়ালেসের ফাঁদে আটকা পড়ল ও।

'জন, মি. বেনেট এখন গভীর ঘুমে অচেতন। ও আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ব্যাপারটা ঘটার সময় যেন ওকে জাগিয়ে দেই। আমার তো মনে হয় হামলা হওয়ার আগের কথা বোঝাতে চেয়েছে ও। ওকে জাগিয়ে...'

'দরকার নেই! একটা গুলি ফুটলে এমনিতে জেগে যাবে সে। যেখানে আছে, ওখানেই রাখো ওকে। ঠিক আছে? পরে হয়তো ওকে দরকার হবে আমাদের। শুরুতেই চড়াও হবে না ইন্ডিয়ানরা।'

বেনেটের ম্যাট্রেসের কাছে চলে গেল মার্থা।

মইয়ের উপর থেকে সাড়া দিল মার্টি কর্ড। 'আলো ফুটছে, জন। মিনিট

কয়েকের মধ্যে হামলা করবে ওরা।'

'বেশ। মাথা নিচু করে রেখো। মনে রেখো, তীর কিন্তু শব্দ করে না।'

তিন আউটল পিস্তল ফিরে পাওয়ার জন্য সমানে চেঁচাচ্ছে। মরিয়া হয়ে উঠেছে বেমিস। সবার বাঁধন পরখ করল জন। 'উঁহুঁ, সময় হয়নি,' দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিল।

'কেন? কারণটা কী, শুনি? কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে নরক নামিয়ে আনবে অ্যাপাচিরা।'

'হয়তো ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমরা। যদি তাই ঘটে, তা হলে এখন যেভাবে আছ ওভাবেই রাখব তোমাদের। পরে, সুযোগ হলে আইনের হাতে সোপর্দ করব। এটাই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা, শল্টো বাবু।'

'জারজ একটা কুত্তা তুমি! আর এক ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ব সবাই!'

'হয়তো। মরার আগে তোমাদের এখানে রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারি। একেবারে জায়গামত, তাই না, কসাইখানায়? কাটাকাটিতে অ্যাপাচিদের দক্ষতা কেমন, জানো তো? নিশ্চয়তা চাও? তা হলে শুনে রাখো, খোদার কসম, কারও চামড়া কীভাবে ছিলতে হয়, ওদের চেয়ে বেশি জানে না কেউ।'

'এমন জঘন্য কাজ করতে পারো না তুমি, জন!'

'পারি না? কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার? তা হলে জিম বেনেটকে জিজ্ঞেস কোরো। মার্থা ওয়ালেসও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। নইলে স্টেজ ড্রাইভার পিটার স্লেডের ভূত, বা ওর মত যাদের পিছনে ফেলে এসেছ, তাদের কাছে জানতে চাও। বাইরে হার্ভে বীল নামে এক লোক আছে। ওর ধারণা আমরা আসলে মরে গেছি। হয়তো ঠিকই বলেছে। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি, শল্টো, তোমাদের কারও বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। কীভাবে মারা যাবে, শুধু এটাই নিশ্চিত নয়। বুঝেছ?'

জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভেজাল শল্টো। 'ছেড়ে দাও আমাদের, জন। পিস্তল দিয়ে দাও। জান-প্রাণ দিয়ে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে লড়ব। শুধু এই বলার আছে আমাদের।'

'দেখা যাক, তোমাদের কাজে লাগাতে পারি কি না। ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরো, দুশ্চিন্তা করে আরও দু'এক ছটাক ঘাম ঝরাও।'

খিস্তি আওড়াতে শুরু করল আউটল নেতা। তার মুখে একটা বুট চেপে ধরল জন। 'মুখটা বন্ধ রাখো, চান্দু। কীভাবে মরলে, এ-নিয়ে একটুও

পরোয়া করি না আমি। এখনই মরতে চাও নাকি, বলে ফেলো তা হলে, কাজটা সেরে ফেলি ঝটপট?'

রক্ত মেশানো থুথু উগরে দিল ব্রুস শল্টো, তারপর সত্যি সত্যি চুপ হয়ে গেল। দরজার কাছে চলে এল জন। ভারী পাঁচ ফালি কাঠ দিয়ে ব্লক তৈরি করা হয়েছে। ঝুঁকে কাঠের চেরা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল, একটা কূপ আর লাগোয়া ঝোপঝাড় চোখে পড়ল ওর। কিছুই নড়ছে না।

নজর রেখে চলল ও। ভারী ঘাসের বুকে আলোড়ন উঠেছে। এক অ্যাপাচি চুপিসারে এগিয়ে আসছে। ঠিক পিছনে আরেকজন। গাছপালার আড়ালে তৃতীয়জনকে স্পট করতে সক্ষম হলো জন। রাইফেল থাকলে তিনজনকেই ফেলে দিতে পারত, কিন্তু পিস্তল দিয়ে এতদূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা যাবে না। ট্রাউজারের সঙ্গে ঘর্মাক্ত দুই হাতের তালু মুছল ও। হতচ্ছাড়া অ্যাপাচীরা কীসের অপেক্ষায় আছে? যে-কারণেই হোক, ওর অসুবিধা কী? বরং যেভাবেই হোক, সময় ক্ষেপণ তো হচ্ছে। প্রতিটি মিনিটই মূল্যবান। সেনাবাহিনীর এখানে পৌঁছার সম্ভাবনা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে ক্রমশ···

ফ্যাকাসে সকালের নিস্তব্ধতা চিরে দিয়ে গগনবিদারী চিৎকার ভেসে এল। তীক্ষ্ণ, চড়া, বুনো চিৎকার; শুনলেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে যে-কারও। শত্রুর মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হামলার শুরুতে এভাবেই চিৎকার করে অ্যাপাচিরা। শত শত যোদ্ধার মিলিত কণ্ঠ কানের পর্দায় কাঁপন তোলে, মেরুরজ্জুয় ছড়িয়ে দেয় ভয়ের শীতল শিহরণ। নিজেকে সামলে নেওয়ার প্রয়াস পেল জন। তিন ইন্ডিয়ানকে ঝটিতি উঠে দাঁড়াতে দেখতে পেল। চিতার ক্ষিপ্রতায় ছুটে আসছে ওরা।

হঠাৎ করে মাটি থেকে উদয় হয়েছে যেন, চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে শুরু করল অ্যাপাচিরা। দরজায় ব্লক হিসাবে দাঁড় করানো কাঠে তীর বেঁধার তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে পেল জন। অন্য একটা সুর তুলে ওর কানের পাশ দিয়ে চলে গেল।

হামলার খণ্ডচিত্র দেখতে পাচ্ছে ও, তবে বাইরের সত্যিকার অবস্থা আঁচ করতে অসুবিধা হলো না। প্রতিটি দিক থেকে ছুটে আসছে অ্যাপাচিরা। দুই দরজায় আক্রমণ করবে একইসঙ্গে। জানালাও বাদ দেবে না। তারমানে এখানে থাকা উচিত হবে না ওর। তিনটা জানালা ছাড়াও একটা দরজা কাভার করতে হবে ওকে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন, কর্ডের উদ্দেশে চিৎকার করল: 'মার্ট, জলদি এখানে চলে এসো! রুমের বাকি অর্ধেক কাভার কববে তুমি–তিনটা

জানালা আর পিছনের দরজা!'

বাইরে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। নিশ্চই বীল আর থর্টন। কিন্তু এখনই গুলি শুরু করল কেন ওরা? অপর্যাপ্ত অ্যামুনিশনের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল?

ব্লকের ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকাল জন। দেখতে পেল এক অ্যাপাচিকে। দরজার চেরা বরাবর স্পিয়ার ঢুকিয়ে কাঠের ব্লকে ঠেলা দিচ্ছে। নির্দ্বিধায় গুলি করল জন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ইন্ডিয়ান। কিন্তু অন্য একজন তার জায়গায় এসে দাঁড়াল। ফের গুলি করল জন। ঝুঁকি নিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল একবার। মই থেকে নেমে এসেছে মার্টি কর্ড, পিছনের দরজা বরাবর অবস্থান নিয়েছে। চোখের কোণ দিয়ে পিছনের একটা জানালা বরাবর এক ইন্ডিয়ানের কাঁধ আর মাথা দেখতে পেল জন। চট করে ঘুরেই গুলি করল ও। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। ফের গুলি করল ও, এবার নিশানা করে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপাচির মুখটা উধাও হয়ে গেল জানালা থেকে।

আরও এক অ্যাপাচি হাজির হয়ে গেছে জানালায়, ডাইভ দিয়ে ভিতরে পড়ল সে। ধূলিময় মেঝেয় গড়ান খেল লোকটা, উঠে বসে স্পিয়ার তুলল ছোঁড়ার জন্য। তার বুক ফুটো করে দিল জনের গুলি।

বাইরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। ডিনামাইট ফাটিয়েছে কেউ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল, তারপর আরও একটা। পিস্তল রিলোড করল জন, আড়চোখে দেখল কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসেছে জিম বেনেট।

'দরজার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও,' বলল র‍্যাঞ্চার। 'জানালা নিয়ে চিন্তা করো তুমি।'

নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সায় জানাল জন। র‍্যাঞ্চারকে দরকার ওদের। জানালাগুলো…গোল্লায় যাক! আরও এক অ্যাপাচি ঢুকে পড়েছে ঘরে। তবে মরার জন্য। জনের গুলির তুবড়িতে উড়ে গেল তার মুখ। মেঝেয় শরীর পড়ার আগেই মারা গেল সে। পিছন-দরজার পাশ থেকে, দেয়াল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়া এক ইন্ডিয়ানকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে খতম করে ফেলল মার্টি কর্ড। দেয়ালের উপর আরেকজনকে দেখতে পেল জন, তীরে জিম বেনেটকে নিশানা করছে। ঝটপট গুলি করল ও। জায়গামত লাগাতে পারল না বটে, তবে গুলির ধাক্কায় নিশানা নড়ে গেছে অ্যাপাচির, একইসঙ্গে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলায় আঠারো ফুট নীচে মুখ থুবড়ে পড়ল। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙে মারা গেল সে। তৃতীয় অ্যাপাচি উঁকি দিল দেয়ালের উপর।

কিন্তু কীভাবে? আনমনে ভাবছে জন। *এত তাড়াতাড়ি কীভাবে একজনের পর একজন দেয়ালে উঠল ওরা?* বাইরে, আবারও প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো একটা ডিনামাইট। জন চমক সামলে নেওয়ার আগেই বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয়টা।

'দেয়ালের উপর ওই ব্যাটাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও!' আক্রোশে কাঁপা শোনাল জিম বেনেটের কণ্ঠ।

সামনের দরজার কাছাকাছি বসে আছে সে, দরজাটা কাভার করার কথা তারই। তবে দেয়ালের উপর উঠে পড়া অ্যাপাচিকে দেখতে পেয়েছে, নিখাদ মনোযোগ আর পেশাদারিত্বের সঙ্গে গুলি করল। মুহূর্ত খানেক পরই উধাও হয়ে গেল অ্যাপাচি, দেয়ালের ওপাশে আছড়ে পড়েছে লাশটা।

'এ-নিয়ে তিনজনকে শেষ করেছি আমি!' সোৎসাহে বলল র‍্যাঞ্চার। 'একজনকে দেয়ালের উপর, দু'জনকে বাইরে। তিন শটে তিনজন খতম! তুমি ক'টাকে মেরেছ, জন?'

বিস্ফোরণের কান ফাটানো শব্দে উত্তর দেওয়া হলো না জনের। খোলা জানালার কাছে সরে গেল ও। ভাগ্য ভাল, ওখানে কোন অ্যাপাচি নেই। জানালা-পথে উঁকি দেওয়া মাত্র দু'জনকে দেখতে পেল, আঙিনা ধরে ছুটে যাচ্ছে। আরও কয়েকজন ঘোড়ায় চড়ছে, তারপর ঝটপট ঘুরে দুর্গের দিকে ফিরল।

'পিছিয়ে যাচ্ছে ওরা, জন,' উল্লাসে চেঁচাল বেনেট। 'কাজের কাজ করেছি আমরা!'

কর্ডের দিকে দৃষ্টি চালাল জন। কানের কিছুটা উপরে রক্তাক্ত আঁচড় দেখা যাচ্ছে তার, অন্য একটা তীর সম্পূর্ণ ছেঁদা করে ফেলেছে জুয়াড়ীর বাহু। কুৎসিত সুচাল মাথাটা এপাশে পুরো ছয় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেছে, কর্ডের জামার আস্তিন রক্তে সয়লাব। কিন্তু জুয়াড়ীকে দেখে মনে হলো না জখমের ব্যাপারে সচেতন।

হামলার শুরু থেকে এ-পর্যন্ত, লাগাতার চিৎকার করছে ইন্ডিয়ানরা, তীক্ষ্ণ রণহুঙ্কার দিয়ে যেন পরাজিত করবে ওদের। মুহূর্তের জন্যও থামেনি। বারবার চিৎকার উঠছে, চড়া সুরে; ক্ষণিকের জন্য মিইয়ে এলেও পরক্ষণে আবার বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে যোদ্ধাদের হুঙ্কারে।

এখন, আচমকা নীরবতা নেমে আসায় জনের মনে হলো ওর সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। প্রচণ্ড জ্বরের বিকার থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের মত বিহ্বল বোধ করল।

কিন্তু নষ্ট করার মত একটা মুহূর্তও নেই। ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে যা কিছু জানে, বাজি ধরে বলতে পারবে নিজেদের সংগঠিত করে নেবে ওরা, বিপুল বিক্রমে হামলা চালাবে আবার। কতক্ষণ লাগবে, সেটা নির্ভর করবে ওদের সামলে নেওয়ার সামর্থ্য, রণকৌশল আর নৃশংসতার উপর।

জনের বদ্ধমূল ধারণা, বেশি সময় নেবে না ওরা। সে-অনুযায়ী নিজের কর্মপন্থা এবং পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে ওর।

'মার্ট,' চেঁচিয়ে জুয়াড়ীকে ডাকল ও। 'তীরটা বিঁধল কীভাবে?'

কাঁপা হাতে তীরটা স্পর্শ করল সে। আনমনে মাথা নাড়ল। 'কখন লাগল টেরই পাইনি। ব্যথা বোধ করছি না তেমন।'

'এদিকে এসো।'

কর্ড এমনভাবে এগোল যেন ডিমের স্তূপের উপর দিয়ে হাঁটছে, সন্ত্রস্ত যে ভেঙে যাবে ওগুলো। বিক্ষত হাতটা শরীর থেকে দূরে রাখল সে, ভুরু কুঁচকে তাকাল জখমের দিকে। 'ঈশ্বর! কোন ব্যথাই বোধ করছি না! ব্যাপার কী, বলতে পারো?'

মিনিট কয়েকের মধ্যে ব্যথা শুরু হবে, তীরের শলাকা মাংস ফুঁড়ে ঢুকে যাওয়ার অনুভূতি কসাইয়ের ছুরি চালানোর মতই যন্ত্রণাময়। 'মন শক্ত করো,' নির্দেশ দিল জন, দেখল আড়ষ্ট হয়ে গেল জুয়াড়ী। পালক লাগানো শলাকাটা এক হাতে চেপে ধরল ও, অন্য হাতে ধরল কর্ডের কাঁধ। গায়ের জোরে টান দিল এবার। নিঃশ্বাস আটকে গেল কর্ডের, রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। তবে এ-ই। মুহূর্ত খানেক তাকে ধরে রাখল জন, তারপর রুলিয়ার দিকে ঠেলে দিল।

'ব্যান্ডেজ বেঁধে দাও,' রুলিয়ার উদ্দেশে বলল ও।

স্খলিত পায়ে কয়েক পা এগোল কর্ড, সামলে নিয়ে সিধে হলো। এবার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল রুলিয়ার কাছে। ম্যাট্রেসের উপর বসার ইচ্ছে ছিল না তার, তবে রুলিয়ার জোরাজুরিতে বসতে হলো। পিছন থেকে তাকে দেখল জন, আনমনে হেসে উঠল। অদ্ভুত লোক এই জুয়াড়ী। বেশিরভাগ সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে। নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত, জানে না সমর্থ এবং দৃঢ়চেতা একজন মানুষ লুকিয়ে আছে খোলসের ভিতর।

পুরো কামরায় দৃষ্টি চালাল জন। আর কেউ হতাহত হয়নি। কর্ডের ব্যান্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত রুলিয়া। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে সোফিয়া, চোখে শূন্য চাহনি। বেনেটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে মার্থা, আচমকা ধকলের ক্লান্তি সামলে নিতে ব্যস্ত র‍্যাঞ্চার, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে

কপালে। জ্বরে পুড়ছে যেন গা, মুখটা লাল হয়ে গেছে উত্তেজনায়। দুর্বলতা ঢেকে রাখার সামর্থ্য হারিয়েছে।

কিছুক্ষণ আগেও চেঁচামেচি করেছে তিন আউটল, কিন্তু একেবারে চুপ হয়ে গেছে এখন। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তিনটা মুখ, মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে মনে—জনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল ঠিকই। বীল আর থর্টনের কথা মনে পড়ল। *কী অবস্থায় আছে ওরা, কে জানে,* আনমনে ভাবল ও। অপরাধবোধের তীক্ষ্ণ কাঁটা খচ করে বিঁধল মনে, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে ঝেড়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ।

হাতের সব ক'টা তাস ব্যবহার করতে হবে ওকে। সবাইকে কাজে লাগাতে হবে। নিখাদ প্রয়োজনে নিষ্ঠুর হতে হচ্ছে, যাকে যেখানে রাখলে কাজে আসবে, সেখানেই রাখতে হবে। দুর্বলতা দেখালে চলবে না। আবারও হামলা করবে অ্যাপাচিরা। যে-করে হোক ঠেকাতে হবে। চিন্তা ওই একটাই। দুনিয়ার অন্য সবকিছু এখন গুরুত্বহীন। নিতান্ত তুচ্ছ।

সতেরো

হাতে এক ডজন কাজ, সম্ভব হলে একসঙ্গে সারতে হবে সব। তবে একটা একটা করে করা ছাড়া উপায় কী! বেশ কয়েকজন অ্যাপাচি ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল, এবং এদের অন্তত একজন জীবিত আছে এখনও। আহত ইন্ডিয়ান সামান্য টুঁ শব্দও করেনি এ-পর্যন্ত, তবে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে সে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে, একইসঙ্গে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীরের উপরের অংশ; খিঁচুনি হচ্ছে গলা আর চোয়ালের পেশিতে। এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে তুলে নিল জন, ঘর্মাক্ত দেহটা খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। তারপর একে একে সবক'টা লাশ একইভাবে ঘর-ছাড়া করল।

শেষে, সব জানালা পরখ করল। আরও একটা জানালার ব্লক সরিয়ে ফেলেছে ইন্ডিয়ানরা, তবে ওটা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেনি কেউ। অন্য চারটার বাধা দুর্বল হয়ে গেছে। দুই দরজার ব্লক এখনও অটল।

মইয়ে উঠে দেয়াল ছাড়িয়ে তাকাল জন। নীচের আঙিনায় সাত-আটটা দেহ পড়ে আছে। গুরুতর আহত দুই যোদ্ধা ছেঁচড়ে সরে যাচ্ছে নিরাপদ

আশ্রয়ের দিকে। তাদের ছাড়িয়ে, গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে অসংখ্য ইন্ডিয়ান লুকিয়ে আছে, যদিও কাউকে দেখতে পাচ্ছে না জন। এত সহজে হাল ছাড়বে না ওরা। আড়ালে বসে নজর রাখবে, পরিকল্পনা করবে দ্বিতীয় হামলার।

এবার, স্বগতোক্তি করল ও। *যাই ঘটে থাকুক, জানতে হবে।*

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ও, মনে আশঙ্কা। কণ্ঠার পেশিগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। 'বীল?' চিৎকার করল ও। 'কেমন চলছে তোমার?'

'কোমরের একপাশে গুলি খেয়েছি,' সাড়া দিল হার্ভে বীল। 'অত খারাপ নয়। হারামজাদাদের কয়েকটার কাছে রাইফেল আছে। কোত্থেকে জুটিয়েছে, খোদা মালুম! প্রথমে অবশ্য বুঝতে পারেনি এখানে আছি আমি, তবে সবাই টের পেয়ে গেছে এখন।' থামল সে, একটুপর যোগ করল: 'পরের আক্রমণে মনে হয় না টিকতে পারব, জন। সবার আগে আমাকে শেষ করবে ওরা।'

দেয়ালের উপর দু'হাতের ভর রেখে ঝুঁকে এল জন। সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে আর রাখা যাবে না হার্ভে বীলকে।

'দরজা পর্যন্ত যেতে পারবে?' জানতে চাইল ও।

'পারব মনে হয়...হ্যাঁ, পারব।'

'আমি ডাকা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো। দেখি, থর্টনের কী অবস্থা।' নীচে নেমে এল ও, তারপর পিছনের দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো মইয়ের কাছে চলে এল। উপরে উঠে দেয়ালের কিনারা থেকে বাইরে তাকাল। বেশ কয়েকটা লাশ গুনল, তিনটা পড়ে আছে রাস্টি থর্টনের লুকআউটের কাছাকাছি। আঙিনা ছাড়িয়ে, একসময়কার স্টেশন-হাউসের দালানের দগ্ধ কাঠামোর মধ্যে কয়েকটা খুঁটি টিকে আছে, জ্বলছে এখনও। সামান্য ধোঁয়া উঠছে, দূর থেকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

'থর্টন?'

লুকআউটের ছাদ ছাড়িয়ে মাথা তুলল বিশালদেহী হোমস্টিডার। 'টিকে আছি এখনও, জন। ভেবেছ খরচ হয়ে যাব?'

পরেরবার, ভাবল জন। মনে মনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ও। 'ডাকা মাত্র পিছনের দরজার দিকে ছুটবে। বুঝেছ তো?'

'আরও কয়েকটা ডিনামাইট দাও আমাকে,' চ্যালেঞ্জ প্রকাশ পেল দাড়িঅলার কণ্ঠে। 'এখানে থেকে দিব্যি ওদের বারোটা বাজাতে পারব।'

'অত নেই আমাদের কাছে। বুলেট কেমন আছে?'

'প্রায় শেষ।'

এ-ব্যাপারটাই ভয় পাচ্ছিল জন। নীচে নেমে পিছনের দরজা থেকে কাঠ সরাল, তারপর চেঁচিয়ে ডাকল রাস্টি থর্টনকে। এক ছুটে হাজির হয়ে গেল হোমস্টিডার, ভিতরে পা রাখা মাত্র কথার খই ফুটল মুখে। এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিল জন, দরজার ব্লক যথাস্থানে স্থাপন করতে ব্যস্ত।

'বীলকে ভিতরে নিয়ে আসতে হবে,' বলল ও। 'আহত হয়েছে ও। তা ছাড়া, ওর সাহায্য দরকার হবে আমাদের।'

'গোল্লায় যাক বীল!' খেঁকিয়ে উঠল বিশালদেহী। 'ব্যাটা মরুক ওখানে!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হলো জন। 'আমার সঙ্গে এসো, বড়মুখ!'

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে জিম বেনেট, চোখ বোজা। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকে দেখছে মার্থা। মৃদু স্বরে সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলছে রুলিয়া, সম্ভবত সান্ত্বনা দিচ্ছে মহিলাকে। বড়বড় চোখে স্বামীকে দেখছে সোফিয়া। ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত ভাঁজ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে মার্টি কর্ড। সার্মনের দরজার কাছে এসে থামল জন। দুই ফালি কাঠ সরিয়ে একটা জানালার কাছে চলে এল, এখান থেকে স্টকেডের ওদিকটা ভাল চোখে পড়বে।

'বীল?' ডাকল ও।

'এখানেই আছি, জন।'

'হাঁটতে পারবে?'

'চেষ্টা করতে পারি, পারব কি না জানি না।'

লুকআউটের দুটো বোর্ড সরিয়ে কাদার তৈরি ঢালু ছাঁচ ধরে হাঁটতে শুরু করল সে। এলোমেলো পা ফেলছে, তাল সামলাতে ব্যস্ত, এক হাতে চেপে ধরেছে কোমরের বাম পাশ। মুখটা করুণ দেখাচ্ছে।

কোন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল না জন, তবে চেঁচিয়ে তাড়া দিল বীলকে। 'জলদি, ম্যান! আর কয়েক পা বাকি।'

বীল অ্যাডোবির কাছাকাছি পৌঁছতে জানালার কাছ থেকে সরে এল জন, তবে মার্টি কর্ডই আগে দরজায় পৌঁছল। বীলকে ভিতরে টেনে নিয়ে এল সে, সুস্থ হাতে সাহায্য করল স্থির হয়ে দাঁড়াতে।

'তোমাদের সবার জন্য ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি,' বিড়বিড় করল বীল। 'পরেরবার...'

শেষ করতে পারল না সে। একটা তীর বেঁধার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল জন। বাতাসের জন্য খাবি খেল হার্ভে বীল। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল দেহটা, চোখে-মুখে দুনিয়ার বিস্ময় ফুটে উঠল। এক কদম আগে বাড়ল সে,

দড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল ধূলিময় মেঝেয়। তাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো মার্টি কর্ড। দুই শোল্ডারব্লেডের মাঝখানে ঢুকেছে তীরটা।

ঝটিতি উঠে দাঁড়াল সোফিয়া থর্টন। তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তচিৎকার করল সে, কিন্তু শেষদিকে কেঁপে গেল কণ্ঠ। দু'হাতে গলা চেপে ধরল মহিলা, এক পা এগিয়ে এল বীলের দিকে, তারপর যেন জায়গায় জমে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, চোখে পলক পড়ছে না।

পড়ে থাকা বীলের পাশে এসে দাঁড়াল জন, সংক্ষিপ্ত সময়ে নিরীখ করল তাকে। শেষে মাথা নাড়ল বিষণ্ন ভঙ্গিতে। দুনিয়ার সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে হার্ভে বীল।

পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই নীরবতা যার ভাঙা উচিত, সেই রাস্টি থর্টনই প্রথম কথা বলল। 'ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম। ওর জন্য হা-পিত্যেশ কোরো না কেউ। জঘন্য একজন মানুষ ছিল সে।'

'তুমি আবার ঈশ্বর হলে কখন?' নিচু স্বরে জানতে চাইল জন। 'এভাবে ওকে বিচার করার অধিকার কে দিল তোমাকে?'

'আমার যা খুশি বলতে পারি, জন।'

পা ফাঁক করে দাঁড়াল জন, ভঙ্গিটায় উস্কানির স্পষ্ট আভাস। বিশালদেহী হোমস্টিডারকে অসহ্য লাগছে ওর। 'এখনই ফয়সালা করে ফেলবে নাকি, থর্টন? সাহস করো! হিম্মত থাকলে তুলে নাও পিস্তল।'

ঝাড়া একটা মিনিট এক চুলও নড়ল না থর্টন, তারপর আলগোছে নুয়ে পড়ল তার কাঁধ। 'বেশ, পরে হবে। ইনজুনদের সঙ্গে ঝামেলাটা আগে শেষ হোক।'

'তা হলে মার্টের সঙ্গে গিয়ে হাত লাগাও,' নির্দেশ দিল জন। 'জানালায় ব্লক দাঁড় করাও আবার।'

ঘুরে দাঁড়াল জন, নিজের উপর খেপে গেছে। মনে করেছিল শোডাউনে পিছিয়ে যাবে রাস্টি থর্টন, কিন্তু তাকে উস্কানি দিতে গিয়ে আসলে দু'জনের জীবনের ঝুঁকিই নিয়েছে। এখন মাথা গরম করার সময় নয়, বরং ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল না দিতে পারলে ঘাড়ের উপর মাথাটা আস্ত থাকবে না।

কামরার একপাশে বীলের মৃতদেহ সরিয়ে নিল ও। রুলিয়ার কাঁধে মাথা রেখে নিচু স্বরে ফোঁপাচ্ছে সোফিয়া। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল রুলিয়া। দু'জনকে ওখানে রেখে জানালার কাছে কর্ড আর থর্টনের সঙ্গে যোগ দিল জন।

'কাজটা ভাল হয়নি, স্বীকার করল জুয়াড়ী। 'যথেষ্ট সময় পেলে দুই

প্রস্থ কাঠ লাগাতে পারতাম। এখন যা অবস্থা, প্রতি জানালা কাভার করার জন্য একটা করে পিস্তল না হলে টিকতে পারব না।'

'নেই যখন এভাবেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। থর্টনের দিকে ফিরল ও। 'ইন্ডিয়ানরা দেয়ালে উঠল কীভাবে?'

'লম্বা খুঁটি নিয়ে এসেছে ওরা। দুই ফুট দূরে দূরে আড়াআড়িভাবে বার লাগানো ছিল। বানরের মত খুঁটি ধরে উঠে গেল। তখনই শেষ ডিনামাইটটা ব্যবহার করেছি।'

'আরও খুঁটি তৈরি করবে ওরা,' চিন্তিত স্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করল জন।

'সম্ভবত তাই করছে এখন।'

'ক'জন হবে ওরা?'

'একশোর বেশি তো হবেই। অর্ধেকের কাছে রাইফেল আছে, তবে অল্প কয়েকজন ব্যবহার করেছে। হয়তো যথেষ্ট অ্যামুনিশন নেই। ত্রিশজনের মত ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের চারপাশে চক্কর দিচ্ছিল, সমানে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছিল অন্যদের। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হলো আশায় ছিল যে আমরা হয়তো অবস্থা বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ব।'

'যতক্ষণ সময় আছে, জানালার কাজ চালিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল জন। সামনের দরজার কাছে এসে চেরা দিয়ে বাইরে নজর রাখল ও। জুনিপার ঝোপের আড়ালে কিছু একটা নড়ছে। সম্ভবত কোন ইন্ডিয়ান। একবার ভাবল গুলি করে লোকটাকে, পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। শত শত ইন্ডিয়ানকে সামলাতে হবে, এই একজন থাকল কি না-থাকল, তাতে এমন কোন হেরফের হবে না। *তা হলে হেরফের হবে কীসে?* আনমনে ভাবল ও। লুকআউটের চালাকি আর কাজে আসবে না। অবশ্য ওখানে কাউকে রাখাও যাবে না এখন। খুঁটির তৈরি মই দিয়ে দেয়াল টপকাবে অ্যাপাচিরা। এখনও ছয়টা স্টিক বাকি আছে, কিন্তু অন্ধের মত ওগুলো দেয়ালের উপর ছুঁড়ে ফেলা নেহাত বোকামি হবে। দরজা আর জানালা-পথে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, সেজন্য সবাইকে দরকার হবে। মেয়েদের সাহায্য লাগবে। আউটলদেরও বাদ দেওয়া যাবে না।

তারপরও, দেয়ালগুলো বাকি থেকে যাচ্ছে।

একটা মইয়ে চড়ল ও। পুরো উপত্যকায় চকিত দৃষ্টি চালাল। পুবে, সিকি মাইল দূর থেকে দুর্গের উপর নজর রাখছে ঘোড়ায় আসীন কয়েকজন ইন্ডিয়ান। পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে জনশূন্য রাস্তা। পাহাড়ী এলাকা ধরে স্টেজে আসার সময় দেখা অসংখ্য বাঁকের কথা মনে পড়ল ওর, কিন্তু

কোথাও ধুলোর চিহ্ন নেই যা থেকে আগুয়ান রাইডারদের উপস্থিতি বোঝা যাবে।

নীচে নেমে মেয়েদের কাছে চলে এল ও।

কিছুটা হলেও সামলে নিতে পেরেছে সোফিয়া। এখন আর কাঁদছে না। রুলিয়ার দৃঢ়তা অবাক করছে জনকে। ভিতরে ভিতরে নিশ্চই শঙ্কিত মেয়েটা, অথচ আচরণে মোটেও প্রকাশ পাচ্ছে না। চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ওর চাহনি। 'জন, কী করব, বলো তো? এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না আমার!'

'গুলি করেছ কখনও?'

'পিস্তলটা নিশানা বরাবর ধরে ট্রিগার টেপো তোমরা, তাই না?'

স্মিত হাসল জন। 'হ্যাঁ। কিন্তু পিস্তলটা মুঠিতে শক্ত করে না ধরলে রিকয়েলের ধাক্কায় হয়তো হাত থেকে ওটা ছেড়ে দেবে তুমি।'

'এত দুর্বল ভেবো না আমাকে।'

'পিস্তল ব্যবহার করতে জানি আমি,' বলে উঠল সোফিয়া থর্টন।

'তা হলে রুলিয়াকে দেখিয়ে দাও কীভাবে লোড বা গুলি করতে হয়। মিনিট খানেকের মধ্যে আসছি আমি।'

আউটলদের দিকে ফিরল ও, কিন্তু পিছন থেকে ওকে ডাকল মার্টি কর্ড। 'খোলা জায়গার ওপাশে মুক্ত একটা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি, জন।'

'বাজি ধরবে? ঠিকই ওটাকে ধরতে পারব আমি!' চ্যালেঞ্জ করল থর্টন।

ঘোড়ার কথা শুনে মাথা তুলল ব্রুস শল্টো। ব্যাপারটা খেয়াল করেছে জন, তবে মনে মনে রোজার কথা ভাবছে ও। হয়তো···হয়তো কোনভাবে পালাতে সক্ষম হয়েছে মেয়েটা। ইন্ডিয়ানদের হাতে যদি ধরা পড়ত, অন্তত ধারে-কাছে, চিৎকার শুনতে পেত ওরা। কারণ ধরামাত্র অত্যাচার শুরু করত অ্যাপাচিরা। তবে···পাহাড়ের কোথাও যদি রোজাকে ধরে থাকে···

'সাহায্য আনতে যেতে পারি আমি,' প্রস্তাব করল হোমস্টিডার।

'কোথায় যাবে?' জানতে চাইল কর্ড। 'আশপাশে আর্মির চিহ্নও দেখতে পাবে না। বরং এখানেই তোমাকে দরকার আমাদের।'

এগোল জন। তিন আউটলর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'মন দিয়ে আমার কথা শোনো সবাই। যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ করবে অ্যাপাচিরা। হামলা হওয়ামাত্র তোমাদের বাঁধন কেটে দেব। প্রত্যেকে একটা করে পিস্তল পাবে। পিছনের দরজা আর জানালার দায়িত্বে থাকবে তোমরা। একটা কথা ভুলে যেয়ো না। যতক্ষণ তোমাদের হাতে পিস্তল থাকবে, সারাক্ষণ তোমাদের

উপর নজর রাখবে জিম বেনেট। তোমাদের পিছনে থাকবে সে। আমাদের কারও দিকে যদি ঘুরে দাঁড়াও, যদি ঘাড় ফিরিয়েও তাকাও, সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে।'

অধীর ভঙ্গিতে নড করল বেমিস আর বুন, কিন্তু প্রচণ্ড রাগে নাক সিটকাল ব্রুস শল্টো। 'সারারাত আমাদের বেঁধে রেখেছ। হাত দুটো নাড়তে পারছি না আমি। হাতে পিস্তল পেলেও ব্যবহার করতে পারব না এখন।'

'পারবে। ঠেকায় পড়লে সবই সম্ভব।'

'ধ্যেৎ! এখনই বাঁধন কেটে দাও, জন। হাত-পা ঝাড়া দেওয়ার সুযোগ দাও আমাদের। মাথা খাটাও, ম্যান!'

সামান্য ইতস্তত করার পর রাজি হলো জন। 'বলেছি তো কী করব। একজন একজন করে তোমাদের বাঁধন কাটব। হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর সুযোগ পাবে, তারপর আবার বেঁধে ফেলব তোমাদের। অ্যাপাচিরা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেব। চলবে?'

'এত ভয় পাচ্ছ কেন? সব পিস্তল তো তোমাদের হাতে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সামান্য বেতাল করলে চোখের পলক ফেলার আগেই খুন হয়ে যাবে। শল্টো, তোমার বাঁধন খুলছি। ঘরের পিছন দিকে থেকো। কারও কাছাকাছি যেয়ো না। হাত-পায়ের খিল ছাড়িয়ে নাও, ব্যায়াম করো যত ইচ্ছে। তোমার পর বেমিসের বাঁধন খুলব।'

ঝুঁকে শল্টোর বাঁধন কেটে দিয়ে পিছিয়ে এল ও। কর্ড আর থর্টনকে ঘরের সামনের দিকে সরে পড়ার ইঙ্গিত করল।

ধীরে ধীরে উঠে বসল শল্টো, দু'হাত ডলছে পরস্পরের সঙ্গে। একটা হাত বিশ্রী রকমের ফুলে গেছে, রুলিয়ার কামড়ের ফল। ভুরু কুঁচকে ফোলা হাত দেখল সে, নিচু স্বরে বেমিসের উদ্দেশে বলল কী যেন, অন্য কেউ শুনতে পেল না। তারপর উঠে দাঁড়াল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে কামরার পিছন দিকে সরে গেল সে, এলোমেলো পায়ে, শেষে একটা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল। হেঁটে সরে গেল পিছনের দরজায়, ফের দৃষ্টি চালাল বাইরে।

জনের পাশে এসে দাঁড়াল কর্ড। 'ব্যাপারটা ভাল লাগছে না আমার।'

'উপায় নেই। ঘোড়াটা বাইরে আছে এখনও?'

'মিনিট খানেক আগেও দেখেছি।'

বেমিসের দিকে তাকাল জন, দেখল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বস্‌কে দেখছে সে। দরজা থেকে সরে গেছে তস্কর-নেতা। পায়চারি করছে। দেখে মনে হলো না

হাত-পায়ের খিল অবশিষ্ট আছে এখনও।

'ঘোড়াটা ওরা ছেড়ে দিয়েছে কেন, বলো তো?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল কর্ড।

'সঙ্গত কারণ আছে নিশ্চই,' বলল জন। 'থর্টনের কাছে চলে যাও। শল্টো যদি পালানোর চেষ্টা করে, যেতে দিয়ো ওকে। থর্টন যেন না আটকায় তাকে।'

'কেন?'

'বেশিদূর যেতে পারবে না ও। ভেবে দেখো।'

'কিন্তু কেন ওকে সুযোগ দেব আমরা?'

'হজম করে ফেলো, মার্ট। কী করছি জানি আমি।'

শল্টো পায়চারি করে যাচ্ছে। রুলিয়া আর সোফিয়ার সঙ্গে কথা বলল জন, সিক্সগান ধরা ও নিশানা করার সঠিক পদ্ধতি দেখিয়ে দিল। সামনের এক জানালায় ব্লক জুড়তে ব্যস্ত থর্টন আর কর্ড। শুয়ে থেকে ঝিমাচ্ছে জিম বেনেট, পাশে বসে আছে মার্থা ওয়ালেস।

টিকটিক করে সময় চলে যাচ্ছে। যতই সময় গড়াচ্ছে, অস্থিরতা বাড়ছে জনের। কামরার পিছন দিকে, দরজা পেরিয়ে গেল ক্রুস শল্টো, ঘুরে ফিরে এল, আড়চোখে তাকাল বেমিসের দিকে, তারপর খুক করে কেশে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল জর্জ বেমিস, দু'পাশে শরীর ঝাঁকাচ্ছে, যেন ডাঙায় তোলা মাছ খাবি খাচ্ছে।

এদিকে, পিছনের দরজার কাছাকাছি মাটিতে বসে পড়েছে ক্রুস শল্টো। সাপের মত শরীরে মোচড় তুলে ব্লক করা কাঠের নীচ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। সমানে চেঁচাচ্ছে বেমিস, গড়াগড়ি খাচ্ছে; জনদের মনোযোগ ধরে রাখার দায়িত্ব পালন করছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সবাই বোকা বনে গেলেও জন সক্রিয় হলো সময়মত–দৌড়ে পিছনের একটা জানালার কাছে চলে এল। ওকে অনুসরণ করল থর্টন আর কর্ড।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে ঝটিতি উঠে দাঁড়াল শল্টো। এঁকেবেঁকে ছুটল মুক্ত ঘোড়াটার উদ্দেশে। প্রাণপণে ছুটছে। জন আশঙ্কা করল হয়তো পৌঁছতে পারবে না সে, একটা তীর এসে বিঁধবে শরীরে; কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল তস্কর-নেতা। পনিটাকে সামলাতে বেগ পেতে হবে, এটাই স্বাভাবিক, অথচ সেটাও ঘটল না। ঘোড়াটা যেন কোন রাইডারের অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। দৌড়ে কাছে গেল শল্টো, কেশর ধরে এক লাফে পনির পিঠে চেপে বসল। চেঁচিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল সে, দাবড়ে

ঘোড়াকে নিয়ে আঙিনায় পৌঁছে গেল, ছুটল স্টেশন-হাউসের দিকে।

লোকটাকে চলে যেতে দেখল জন্, নিকট ভবিষ্যৎ অনুমান করে অজান্তে শিউরে উঠল।

পনিটার মুক্ত থাকার কারণ বা এত সহজে কীভাবে ওটাকে ধরতে সক্ষম হয়েছে শল্টো, তার কারণও অনুমান করতে পারছে জন। অচল মাল গছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটায় চড়ে মাইল খানেকও যেতে পারবে না শল্টো।

তবে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি সে। চেঁচিয়ে গালাগাল করেছে ঘোড়াকে, খিস্তি করেছে, কিল-চড়-ঘুসি হাঁকিয়েছে, স্পার দাবিয়েছে; কিন্তু কোনটাই কাজে এল না। ভস্মীভূত স্টেশন-হাউস আর বার্নের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছে গেল ঘোড়াটা। সামনে গাছপালার ঘন সারি, তারপর মরু অঞ্চলের শুরু। এ-পর্যন্ত ইন্ডিয়ানদের চিহ্নও দেখা যায়নি। কিন্তু এখন, আচমকা বেরিয়ে এল তারা–পনেরো থেকে বিশজন–সবাই ঘোড়ার পিঠে আসীন। সরাসরি ব্রুস শল্টোর দিকে এগিয়ে এল।

যমদূতের মত উদয় হওয়া ইন্ডিয়ানদের দেখে কষে লাগাম টানল শল্টো। বুঝে গেল কোনভাবেই রক্ষা পাবে না এদের হাত থেকে, কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই! আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরার চেষ্টা করল। তাড়াহুড়ো করায় হুমড়ি খেল ঘোড়াটা, হাড্ডিসার পনির পিঠ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল শল্টো। উঠেই পড়িমরি করে দুর্গের দিকে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু দু'শো গজ দূরে থাকতে অ্যাপাচিদের হাতে ধরা পড়ে গেল।

মাটিতে নেমে এসেছে অ্যাপাচিরা, প্রায় ঘিরে ফেলেছে শল্টোকে। দুর্গের ভিতর থেকে এবার প্রত্যাশিত চিৎকারটা শুনতে পেল জন–একজন মানুষের গগনবিদারী যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। অজান্তে মুখ কুঁচকে গেল ওর, পেটে অস্বস্তি দলা পাকিয়ে উঠছে।

ফের চিৎকার করল শল্টো…আবার…আবার…

'উচিত শাস্তি!' সরোষে মন্তব্য করল কর্ড। 'এমন পরিণতি কারও যদি পাওনা থাকে তো সেই লোক হচ্ছে শল্টো।'

'কিন্তু এভাবে নয়, মার্ট,' বিষণ্ন স্বরে বলল জন। 'এভাবে নয়!'

'তুমি নিজেও জানতে যে ধরা পড়বে ও, তাই না?'

'হ্যাঁ। ভেবেছি ওর উপর অত্যাচার করবে ইন্ডিয়ানরা, ব্যস্ত থাকবে ওকে নিয়ে। এ-সুযোগে বাড়তি কিছু সময় পাব আমরা।'

'বাড়তি কিছু সময় পেয়ে গেছি আমরা। অসুবিধা কী?'

বাইরে, আবারও চিৎকার করছে ব্রুস শল্টো। জানালা দিয়ে তাকাল

জন। টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা, আরও কয়েকজন যোগ দিল দলটার সঙ্গে। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে বসে থেকে দেখছে ঘটনা, কিন্তু অন্তত পঞ্চাশজন ঘিরে ধরেছে শল্টোকে। অ্যাপাচিদের রণহুঙ্কারের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বন্দির আর্তনাদ। ঘুরে দাঁড়াল জন। কানে হাত চাপা দিল, কিন্তু তারপরও ক্রুস শল্টোর করুণ আর্তনাদ শুনতে হলো ওকে।

'একটুও অনুতাপ হচ্ছে না আমার,' সোজাসাপ্টা স্বরে বলল মার্টি কর্ড। 'এমনিতেও ফাঁসি হত ওর। এভাবে মরায় অন্তত কিছুটা হলেও অর্থবহ হচ্ছে ওর মৃত্যু।'

'আমি অন্তত মেনে নিতে পারছি না।'

'কেন? নিজেই নিজের পরিণতি বেছে নিয়েছে ও। ওকে তো ঠেলে বাইরে পাঠাইনি আমরা, কিংবা বাইরে গিয়ে ঘোড়াটায় চড়তেও বলিনি! তা হলে মেনে না নেওয়ার কী আছে? স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেছে সে।'

'সুযোগটা আমি দিয়েছি ওকে,' কামরার অন্য পাশে চলে এল জন। পুব দিকের জানালা থেকে বিস্তীর্ণ বিরান প্রান্তরের দিকে তাকাল। দক্ষিণে মেলপেই অঞ্চলের শুরুতে ঘন গাছপালার সারি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সকালের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র, যদিও ইন্ডিয়ানদের হামলায় বিরতির পর বড়জোর আধ-ঘণ্টা পেরিয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে দিনের অর্ধেকটা পেরিয়ে গেছে। বাস্তবে, সবে শুরু হয়েছে মরু অঞ্চলের রোদ্দুরে ও উত্তপ্ত আরেকটা দিন।

ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল ক্রুস শল্টোর চিৎকার, একসময় মিলিয়ে গেল। হয়তো মারা গেছে সে, কিংবা জ্ঞান হারিয়েছে। এমন কিছুই যেন হয়, আশা করল জন। শল্টোর বাঁধন খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করল ও, নিখাদ বাস্তবতা আর তার পরিণতি অস্বস্তি ধরিয়ে দিল মনে। মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে ধরা পড়বে শল্টো এবং অত্যাচারিত হবে, জেনে-শুনে সেটা ঘটতে দিয়েছে ও। মিনিট কয়েকের জন্য একজন মানুষের জীবন উৎসর্গ করেছে–হয়তো আদপে এই কয়েক মিনিট নিতান্ত মূল্যহীন প্রমাণিত হবে। বিনিময়ে বোধহয় কিছুই পাবে না। সেনাবাহিনী নিশ্চই রিজার্ভেশন থেকে পালিয়ে আসা ইন্ডিয়ানদের খোঁজে চষে বেড়াচ্ছে সমস্ত এলাকা, কিন্তু এমন কী নিশ্চয়তা আছে যে তাদের একটা দল পিউতে ওয়েল্সে খোঁজ নিতে আসবে? এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক জায়গা রয়েছে। হয়তো আরও একদিন পর বা তারও পরে সাহায্য পৌছবে এখানে। যদি তাই হয়, কোন আশাই নেই ওদের।

বাহুতে কারও স্পর্শ অনুভব করল জন। ঘুরে পাশে রুলিয়াকে দেখতে পেল।

'ধরা পড়লে একই পরিণতি আমাদের ভাগ্যেও জুটবে, তাই না, জন?'

গম্ভীর মুখে নড করল ও।

'একটা অনুরোধ করি? আমার ক্ষেত্রে এমন কিছু হতে দিয়ো না, জন। ভীতু হতে পারি আমি, কিন্তু…'

রুলিয়ার হাতে আলতো চাপ দিল জন। 'চিন্তা কোরো না।'

'সময়মত গুলি করবে আমাকে? প্রয়োজনে তাই তো করে পুরুষরা? এমন অনেক গল্প শুনেছি। মরতে চাই না আমি, জন, কিন্তু পালানোর সুযোগ নেই যখন, ওদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার চেয়ে বরং গুলি খেয়ে মরাই শ্রেয়…'

'বাদ দাও, রুলিয়া। এখনও লড়াই করছি আমরা। হয়তো…'

বাইরে, আবারও চিৎকার শুরু করেছে শল্টো। শব্দটা শুনে মুখ কুঁচকে গেল জনের, অস্ফুট স্বরে আঁতকে উঠল রুলিয়া, জনের বাহুতে চাপ বাড়ল। 'শোনার দরকার নেই।'

'না শুনে উপায় কী? আমারই তো শুনতে হবে। কারণ আমিই ওকে বাইরে পাঠিয়েছি, পালানোর সুযোগ দিয়েছি। জানতাম ধরা পড়ে যাবে ও। এও জানতাম যে ওর উপর অত্যাচার চালাবে ইন্ডিয়ানরা। কেমন মানুষ মনে হচ্ছে আমাকে তোমার?'

'তোমাকে বিচার করার অধিকার আমার থাকলে তো! কোন্‌টা সঠিক কোন্‌টা ভুল, জানা নেই আমার। আমাদের সবার হয়ে তুমিই চিন্তা করছ, সিদ্ধান্ত নিচ্ছ। সবার ভালমন্দের কথা ভাবছ। একজন জেনারেল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পাঠান, তিনি জানেন যে কেউ কেউ মারা যাবে, সবাই বাড়ি ফিরে আসবে না। কাজটা সহজ নয়, কিন্তু করা ছাড়াও উপায় থাকে না তাঁর।'

রুলিয়ার যুক্তি শুনে হেসে উঠল জন। 'এখন কী মনে হচ্ছে আমার, জানো? শুনবে, কোন্ জিনিসটা হলে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ ভাবতাম নিজেকে?'

'কী?'

'কলোরাডোয় আমাদের র‍্যাঞ্চে যদি থাকতে পারতাম এখন! খোলা তৃণভূমিতে রাইড করতে ইচ্ছে করছে আমার, মাঠে কাজ করতাম, সারাদিন প্রচণ্ড খেটে ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসতাম ঘরে। তারপর রাক্ষসের মত খেতাম। আর কোন স্টেজ স্টেশন দেখার ইচ্ছে উবে গেছে আমার। এখন

মনে হচ্ছে অপরিচিত জায়গা দেখার আকাঙ্ক্ষাও নেই।'

'এখন না হলেও, পরে হয়তো ইচ্ছে পূরণ হবে তোমার।'

'হয়তো।'

কামরার ওপাশে স্পষ্ট এবং চড়া কণ্ঠে কথা বলছে রাস্টি থর্টন। 'খোদ শয়তানের চেয়েও ধুরন্ধর অ্যাপাচিরা। কত উপায়ে যে মানুষ খুন করতে জানে ওরা! একবার একটা লাশ দেখেছি, রুটির মত টুকরো টুকরো করে লোকটাকে খুন করেছিল অ্যাপাচিরা। প্রথমে পুরো চামড়া খুলে নিয়েছিল। ওকে যখন খুঁজে পাই আমরা, শরীরে এক ইঞ্চি চামড়াও ছিল না, মাংস কেটে ফালা ফালা করে ফেলেছিল। আর ওর বউকে যদি দেখতে...'

'যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো, থর্টন!' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল কর্ড। 'অন্য কোন সময়ের জন্য তুলে রাখো গল্পটা।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জন। খুনে দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখছে থর্টন, দাঁতে দাঁত চেপে বলল: 'মেয়েদের পেলে কী করে অ্যাপাচিরা, জানো তুমি? আমি যা শুনেছি...'

থর্টনের দিকে এগোল জন। তবে কর্ড কাছাকাছি রয়েছে বলে সে-ই আগে বাধ সাধল। এক লাফে হোমস্টিডারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, নিচু স্বরে বলল কী যেন, তারপর বিশালদেহীর গালে সপাটে চড় হাঁকাল। রাগে জ্বলে উঠল থর্টনের চোখজোড়া, কর্কশ স্বরে গর্জে উঠল, যেন খেপা সিংহ গজরাচ্ছে। ঝটিতি পিস্তল বের করে ফেলল সে, কিন্তু ওটা তুলে আনার আগেই কর্ডের হাতের আঘাতে একপাশে সরে গেল নিশানা। এক পা এগিয়ে এল কর্ড, বিস্মিত ও হতচকিত হোমস্টিডারের পেটে ধাক্কা মারল ডান হাতে, তার হাতে প্রায় এক ফুট লম্বা চকচকে একটা ইস্পাতের টুকরো দেখা যাচ্ছে। কোত্থেকে যোগাড় করেছে, বোধহয় কেবল সে-ই জানে।

পেটে ভোঁতা ছুরির খোঁচা অনুভব করছে রাস্টি থর্টন। এক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তার দেহের সঙ্গে লেগে আছে জুয়াড়ী। ততক্ষণে দু'জনের কাছে পৌঁছে গেছে জন।

'পিস্তলটা সরিয়ে রাখো, থর্টন। আর চুপ করো।'

'ঈশ্বর! আমাকে ছুরি দিয়ে গেঁথে ফেলবে ও!' অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল হোমস্টিডার।

'প্রয়োজন হলে গাঁথবে বৈকি। এবার পিছনের দরজার কাছে চলে যাও।'

দরজার দিকে দুই কদম এগোল থর্টন, আচমকা থেমে গেল। ঝটিতি পাশ ফিরল সে। 'শোনো, জন...'

‘বাইরে গিয়ে শল্টোকে সঙ্গ দেবে নাকি?’ দাঁত বের করে হাসল জন। ‘এতে বাড়তি কয়েকটা মিনিট পাব আমরা, বিগ ম্যান।’

বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিশালদেহী, তারপর পিছিয়ে গেল। ‘এমন অমানুষিক কাজ করতে পারো না তুমি, জন। এটা অমানবিক।’

‘দেখতে চাও পারি কি না? বেতাল আরেকটা কিছু করো, দেখবে তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছি।’

দু’বার চোখ পিটপিট করল থর্টন, বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল, শেষে নুয়ে পড়া কাঁধ নিয়ে পিছনের দরজার কাছে চলে গেল। খুকখুক করে কাশল কর্ড, সিল্কের মলিন একটা রুমাল মুখের সঙ্গে চেপে ধরেছে, আসলে হাসি চাপছে।

‘বাউই ছুরিটা পেলে কোথায়, মার্ট?’ জানতে চাইল জন।

‘বার্নে। দেখতে একেবারে নিরীহ জিনিস, তাই না?’

‘তোমার হাতে কিন্তু বেশ মানিয়ে গেছে,’ শুকনো স্বরে বলল ও। ‘মিনিট কয়েক সামনের দিকে নজর রাখবে? বেমিস আর গর্ডনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

‘পরের হামলার সময় ব্যবহার করবে ওদের?’

‘এ-ছাড়া উপায় কী!’

আঠারো

জিম বেনেটের উপর ঝুঁকে পড়ল মার্থা, র‍্যাঞ্চারের মুখ মুছে দিল। ব্যস্ত থাকতে পারছে বলে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করছে, বেনেটের যত্ন নিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে ওর। বাকি জীবনটা সেবিকা হিসাবে কাজ করলে বোধহয় মন্দ হবে না, আনমনে ভাবল। জানে ইন্ডিয়ান হামলা শেষে টুলারোসায় চলে যাবে জিম বেনেট, ওর কথা হয়তো ভুলেই যাবে সে। ওকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মনে থাকবে না তখন। বিখ্যাত স্বনামধন্য মানুষ সে। তার কাছ থেকে কিছু আশা করা বোকামি। করছেও না মার্থা। তবে এখন, কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার কাছে ওর সাহচর্য বা সেবাটুকু অপরিহার্য বলা চলে। ঠিক সেজন্যই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বেনেট। মার্থা শুধু একটা ব্যাপারই গুরুত্ব দিচ্ছে, টেডের মৃত্যুর পর

যে-শূন্যতা বোধ করছিল, জিম বেনেট থাকায় সেটা তেমন প্রকট হয়ে উঠছে না। জীবনের বা বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে ও।

যত হম্বিতম্বিই করুক, মার্থার ধারণা মানুষটাকে পছন্দ করে ফেলেছে ও। স্টেশন-হাউসে যখন জর্জ বেমিসকে খুন করতে গিয়েছিল, বিছানা ছেড়ে ওকে বাধা দেয় সে, জোর করে সরিয়ে আনে। ওর বাবা উপস্থিত থাকলেও একই কাজ করত। সমীহ, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা, মানুষটার প্রতি সবই অনুভব করছে ও। মাথার ঠিক ছিল না তখন, পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। বেমিসের গতি আইনই করবে, সেটাই হওয়া উচিত; কিংবা ইন্ডিয়ানরাও তার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে। কারও বিচারক হওয়া সাজে না ওর।

চোখ মেলে তাকাল জিম বেনেট। 'মার্থা?'

'এই তো, তোমার কাছে আছি আমি, মি. বেনেট।'

'গলা ফাটিয়ে এমন চেঁচাচ্ছে কোন্ বেকুব?'

'শল্টো নামের আউটল পালিয়ে গিয়েছিল। অ্যাপাচিরা ধরে ফেলেছে তাকে।'

'জন কী করছে তা হলে? আমি জেগে থাকলে···'

'আমার তো মনে হয় ইচ্ছে করেই ওকে যেতে দিয়েছে জন।'

'ওর জায়গায় থাকলে কাল রাতে সবক'টাকে খতম করে দিতাম আমি। এদের বাঁচিয়ে রাখাই বোকামি। জন কোথায়? ডাকো ওকে। বোলো আমি কথা বলতে চাই।'

'অন্য দুই আউটলর সঙ্গে কথা বলছে ও,' থেমে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল মার্থা, তারপর আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল: 'কাল রাতে তুমি যা বলেছ, সত্যি মীন করেছ, মি. বেনেট? আমরা যদি এখান থেকে···'

'বেঁচে থাকলে এখান থেকে আমার র‍্যাঞ্চে যাব আমরা,' মার্থার মুখের কথা কেড়ে নিল র‍্যাঞ্চার। 'সমর্থ একজন পুরুষের স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আছে তোমার। আমার তো মনে হয়, পারলে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাবে কেউ কেউ।'

'আমি বরং তোমার কাছেই থাকব আজীবন,' ঘোর লাগা সুরে বলল মার্থা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ও। ঢিলে করে দিল শরীর, আচমকা বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটুকু ভয় নেই মনে। বেনেটের র‍্যাঞ্চে কী করতে হবে জানা নেই ওর, অনুমানও করতে পারছে না, কিন্তু সেটা যদি ঘরদোর ঝাড় দেওয়া বা বাসনকোসন ধোওয়াও হয়, আপত্তি নেই ওর।

SUVOM

*

দুই আউটলর সঙ্গে কথা শেষ জনের। বাঁধন কেটে পিছিয়ে এল ও, তীক্ষ্ণ

নজর রাখল দু'জনের উপর। উঠে দাঁড়াল তারা। হাত ডলছে বেমিস, মাথা উঁচু করল শল্টোর চিৎকার ভাল করে শোনার আশায়। 'অন্তত আমাকে জ্যান্ত ধরতে পারবে না ওরা,' বিড়বিড় করল সে। 'শল্টো আসলে আস্ত বেকুব। বলেছি যে পালাতে পারবে না, অথচ আমার কথা শুনল না।'

'বাইরের পরিস্থিতি দেখো নাও একবার,' বলল জন। 'কিন্তু অন্য কারও দিকে মনোযোগ দিয়ো না। সর্বক্ষণ তোমাদের চোখে চোখে রাখব আমরা।'

'ঝামেলা করব না আমি,' প্রতিশ্রুতি দিল টার্কি বুন।

কামরার পিছন দিকে এসে থর্টনের কাছাকাছি দাঁড়াল জন, জ্বলন্ত বার্নের গুটিকয়েক কাঠামো ছাড়িয়ে গেল ওর দৃষ্টি। শল্টোর চিৎকার থেমে গেছে আবার, তবে ঘিরে থাকা ইন্ডিয়ানদের দেখা যাচ্ছে এখনও। মাঝে মধ্যে হৈহল্লা করছে ওরা, বন্দির চিৎকারের সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ছে বা উল্লাস প্রকাশ করছে।

'কিছুক্ষণ আগে এদিকে এসেছিল কয়েকজন,' জানাল থর্টন। 'কয়েকটা তীর ছুঁড়েছে। জানিয়ে দিল যে আমাদের কথা ভুলে যায়নি ওরা। শল্টো বোধহয় বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না ওদের।'

তস্কর-নেতার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল জন। দেখল হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে মার্থা। সেদিকে এগোল ও। তবে মার্থা নয়, জিম বেনেট কথা বলতে চাইছে, এবং বরাবরের মতই চাঁছাছোলা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো।

'কোন্ আক্কেলে শল্টোকে যেতে দিলে তুমি?'

'এই পরিস্থিতিতে এমন হওয়াই স্বাভাবিক।'

'সেনাবাহিনীর কোন চিহ্ন নেই?'

'না।'

'ইনজুনরা হামলা করবে কখন?'

'যে-কোন সময়ে, বেনেট।'

'মার্থা, পানি দাও তো,' নির্দেশ দিল র‍্যাঞ্চার। মিসেস ওয়ালেস চলে যেতে ফিসফিস করে জনের উদ্দেশে বলল: 'হারামজাদা ইনজুনরা যদি ঘরে ঢুকে পড়ে, মার্থার দিকটা দেখব আমি। কী বলছি নিশ্চই বুঝতে পারছ। অন্য মেয়েগুলোর ব্যাপারে কী করবে?'

'রুলিয়ার দায়িত্ব আমার। সোফিয়ার দায়িত্ব নিতে বলব থর্টনকে,' নিজের নিস্পৃহ, নিরাবেগ স্বর শুনে চমকে উঠল জন। পরক্ষণে পেটে ঘোড়ার লাথি খাওয়ার মত অবস্থা হলো ওর, অস্বস্তি লাগছে। ঢোক গিলে হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল।

'আমরা যে অক্ষত থাকব তার নিশ্চয়তা কী? আমি যদি না থাকি, মার্থার দায়িত্ব নেবে তুমি। খুব ভাল মেয়ে ও। সাহসী। চিন্তা করো, কাল কী জঘন্য অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর, অথচ কত স্বাভাবিক আচরণ করছে মেয়েটা! স্ত্রী না থাকলে হয়তো ওকেই বিয়ে করে ফেলতাম আমি।'

কাপে পানি নিয়ে ফিরে এল মার্থা। যুবতী বলা যাবে না; ধূসর ছোপ লাগতে শুরু করেছে লাল চুলে, রোদপোড়া ত্বক। অপরিপাটি পোশাক। কর্মঠ জীবনের সাক্ষী কড়া পড়া হাতের আঙুল। তবে একজন মহিলাকে দেখতে হলে বাইরের চেহারা ছাড়িয়েও ভিতরটা দেখতে জানতে হয়। কষ্টকর এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছে বুড়ো জিম বেনেট। সদিচ্ছা জেগেছে তার মনে। হয়তো চট করে যা মনে হয়, ভুল সেটা—মানুষ হিসাবে আসলে সে মন্দ নয়।

আবারও ব্রুস শল্টোর চিৎকার শুনতে পেল জন, তবে আগের চেয়ে অনেক ক্ষীণ হয়ে এসেছে; এবং অতি দ্রুত থেমে গেল। তারমানে শিগ্‌গিরই হামলা করবে ইন্ডিয়ানরা। বন্দি নির্যাতনের পর্ব শেষ। মজা খতম। এবার নতুন রোমাঞ্চের খোঁজ করবে ওরা।

গাছপালার ছায়া দেখল জন। খাটো, তবে তেমন নয়। এখনও সাতটা বাজেনি, অনুমান করল ও। দুই আউটলর অবস্থান দেখল একবার। কামরার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা, কেউ কথা বলছে না, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে টার্কি বুনের মুখ। আপাতত মনে হয় না ঝামেলা করবে কেউ। বেনেটকে মার্থার কাছে রেখে রুলিয়ার দিকে এগোল ও। হয়তো মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার এটাই শেষ সুযোগ, ক্ষীণ হাসল রুলিয়ার উদ্দেশে।

'হাউডি, টীচার!' বলল ও।

কেঁপে উঠল রুলিয়ার ঠোঁটজোড়া। 'জীবনে বোধহয় আর ওই কাজটা করতে হবে না।'

'নিশ্চই পারবে। আচ্ছা লড়াই করব আমরা! কাল...'

'এই, জন!' কামরার পিছন দিক থেকে ডাকল রাস্টি থর্টন। 'শল্টোর খেল খতম! যে-কোন মুহূর্তে এদিকে চলে আসবে শয়তানের দল।'

'ওরা ভিতরে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো, থর্টন।'

'আমি জানি কী করতে হবে, মাস্টারগিরি ফলাতে হবে না তোমার!' ত্যক্ত স্বরে গর্জে উঠল সে। যত যাই ঘটে থাকুক, এতটুকু দুর্বল হয়নি লোকটা। 'কিছু ডিনামাইট দাও আমাকে।'

'নাকের সামনে দরজাটা সামাল দাও, ব্যস, তোমার কাজ ওটাই,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল জন। 'মার্ট, বেমিস আর গর্ডনকে একটা করে পিস্তল দাও।

পিছনের জানালায় থাকবে ওরা।'

বিছানায় উঠে বসেছে জিম বেনেট, কষ্টেসৃষ্টে এমন জায়গায় অবস্থান নিল যাতে সামনের দরজা কাভার করতে পারে। তাকে সাহায্য করল মার্থা। দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় আছে রুলিয়া। জন বলল, 'সামনের জানালাগুলো কাভার করবে তুমি আর সোফিয়া। বাইরে উঁকি মারতে যেয়ো না, যদি মনে হয় কেউ কাঠ ঠেলছে বা জানালা খুলতে চাইছে, চেরা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি কোরো। পারবে তো?'

'পারতেই হবে, জন। সোফিয়াকে বলে দেব কী করতে হবে।'

দ্রুত চলে গেল রুলিয়া।

কামরার ওদিকে, কর্ডের কাছ থেকে পিস্তল বুঝে নিয়ে দ্রুত পিছনের জানালার কাছে চলে গেল দুই আউটল। অন্তত এই মুহূর্তে ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ইন্ডিয়ানদের ঠেকানো ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ভাবছে না।

ডিনামাইট বিলি করল জন। ছয়টা স্টিক অবশিষ্ট রয়েছে। ফিউজ কেটে ছোট করে ফেলা হয়েছে, বড়জোর মিনিট খানেক জ্বলবে একেকটা। তিনটা কর্ডকে দিল ও, বাকি তিনটা রেখে দিল নিজের কাছে। 'কতক্ষণ ওদের আটকে রাখতে পারব, সেটা পুরোপুরি আমাদের উপর নির্ভর করছে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'সামনের এক কোণে থাকব আমি। তুমি থাকবে উল্টোদিকের কোণায়। মই বেয়ে উঠে যাব। তো, একেকজন দালানের দুটো পাশ কাভার করব। কিছুক্ষণের জন্য হলেও দরজা বা জানালা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারব ওদের, কিন্তু দেয়াল বেয়ে ওঠা অ্যাপাচিদের ঠেকাতে হলে ডিনামাইট ছাড়া চলবে না।'

'তাও যখন শেষ হয়ে যাবে...'

'আমরাও শেষ হয়ে যাব। এটাই হচ্ছে ব্যাপার, মার্ট।'

'মইয়ের উপর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। সহজ টার্গেট হিসাবে আমাদের পেয়ে যাবে ওরা।'

'বেশিক্ষণ থেকো না তা হলে। দেয়ালের আড়ালে মাথা নিচু করে রেখো। দেয়ালের সঙ্গে ওরা মই ঠেকালে সেকেন্ড কয়েক অপেক্ষা কোরো, তারপর ডিনামাইট ছুঁড়বে।'

মুহূর্ত খানেক কী যেন ভাবল জুয়াড়ী, শেষে নড করল। 'কেউ কিন্তু ঘরের পাশের জানালায় থাকছে না,' মনে করিয়ে দিল সে।

'সবকিছু করতে পারব না আমরা। ওরা যদি আগে পাশের জানালা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে, পিস্তল চালাবে। আরেকটা কথা, মার্ট, যদ্দূর মনে হচ্ছে

ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। সেক্ষেত্রে, মেয়েরা যাতে ওদের হাতে না পড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

'কী বলছ! তারমানে…'

'ঠিকই ধরেছ। তোমার শেষ বুলেটটা সোফিয়ার জন্য রাখবে।'

'মনে হয় না কাজটা করতে পারব।'

'শল্টোর কথা মনে করো তা হলে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল জুয়াড়ীর মুখ। 'এমন জঘন্য কাজ! কোন মহিলাকে গুলি করতে হবে…'

'যাও, দেরি করে লাভ নেই। মইয়ে ওঠো।'

'নিশ্চই,' নড করল সে, কষ্টকৃত ক্ষীণ হাসি ফুটল মুখে। 'যাক্‌গে, একটা কথা। পরে বলার সুযোগ হয় কি না জানি না, তাই আগেই বলে রাখছি। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি ভাল লাগল, জন। এটা আমার জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। তোমার সঙ্গে কাজ করে গর্ব হচ্ছে।'

শেষবারের মত পুরো কামরায় চোখ বুলিয়ে নিল জন। পাশের জানালা কাভার দেওয়ার জন্য আরও দু'জন লোক দরকার। দরকার পর্যাপ্ত পিস্তল, অ্যামুনিশন, ডিনামাইট। কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যাবে না। সামনে রাখা মইটা তুলে নিয়ে কোণে সরিয়ে আনল ও, দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে উঠে এল মইয়ের মাথায়। দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। নীচে তাকাতে রুলিয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। স্মিত হেসে হাত নাড়ল ও। অস্বাভাবিক হলেও, বাড়ির কথা মনে পড়ল ওর। আনমনে ভাবল, *বাড়ি ফিরে যেতে হবে আমার। পরিবারের সঙ্গে কাটানো অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলোই আমার জীবনের বড় সম্পদ। বাড়ি ফিরে যাব আমি।*

মুখে যাই বলুক, অবচেতন মনে আশঙ্কা: এখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়া হবে না ওর।

'জুত হয়ে পজিশন নাও সবাই,' চেঁচিয়ে সতর্ক করল জিম বেনেট। 'আসছে ওরা!'

জনকে সতর্ক করার দরকার নেই। এবারের হামলাও প্রথমবারের মতই হলো–প্রথমে রণহুঙ্কার ছাড়ল নেতা গোছের এক ইন্ডিয়ান, সেটা শেষ হওয়ার আগেই অসংখ্য কণ্ঠ একই সুরে গগনবিদারী চিৎকার জুড়ে দিল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল জনের, কানে রীতিমত ব্যথা বোধ হচ্ছে। মাথা তুলে দেয়ালের উপর দিয়ে তাকাল ও, দেখল আড়াল ছেড়ে দুর্গের দিকে ছুটে আসছে অ্যাপাচিরা। সার বেঁধে ছুটে আসছে, অন্তত ডজন খানেক লোকের সঙ্গে দীর্ঘ

খুঁটি রয়েছে, মই হিসাবে ব্যবহার করবে ওগুলো।

মাথা নিচু করে ফেলল জন। সামনের আর পশ্চিমের দেয়ালের উপর নজর রাখল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে অজান্তে শিউরে উঠল ও, দেখল ঝটপট সামনের দেয়ালে চারটা মই ঠেকাল ইন্ডিয়ানরা, পশ্চিমের দেয়ালে মইয়ের সংখ্যা তারও বেশি। প্রথম ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরাল ও। তারপর সামনের দেয়ালের উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল। দ্বিতীয় ডিনামাইটটা পশ্চিমের দেয়াল বরাবর ফেলল। বিস্ফোরণের পরপরই চড়া কণ্ঠে চিৎকার করল ইন্ডিয়ানরা, রাগে কুৎসিত গালাগাল করছে অ্যাপাচি ভাষায়। কয়েকটা খুঁটি তৎক্ষণাৎ সরে গেল, তবে কয়েকটা রয়ে গেছে এখনও। সামনের দেয়ালের একেবারে শেষ দিকে, দেয়ালের উপর এক অ্যাপাচির মাথা আর কাঁধ দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করল জন। পড়ে গেল লোকটা, কিন্তু দ্বিতীয়জন তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। সামনের দেয়ালে আরও দুটো মই দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের দেয়াল বরাবর দৃষ্টি চালাল জন। ইতোমধ্যে দেয়ালের উপর উঠে গেছে দু'জন অ্যাপাচি, ভিতরে লাফ দেবে এখনই। পিছনে আরও কয়েকজন ইন্ডিয়ান উঠে আসছে মই বেয়ে।

শেষ ডিনামাইটটা ব্যবহার করল ও। মার্টি কর্ডের ডিনামাইটের বিস্ফোরণের শব্দ আবছাভাবে কানে এল, আসলে অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত নেই। মই বেয়ে নামার সময় আরও একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেল জন। জানে যে ডিনামাইট কিছুটা ক্ষতি করেছে, তবে আক্রমণ বন্ধ হয়নি, বরং ইন্ডিয়ানরা মরিয়া হয়ে উঠেছে এখন। এ-মুহূর্তে দেয়ালের উপর অ্যাপাচিদের সংখ্যা বেশি নয়, অল্প কয়েকজন, কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যে বেড়ে যাবে। মাছির মত আসবে ওরা।

নিশ্চিত বলা যায়, হেরে গেছে ওরা।

চকিতে পুরো কামরায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। দেয়াল থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়া দুই ইন্ডিয়ানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টার্কি বুন, ঝটপট দুই গুলিতে ফেলে দিল তাদের। তারপর দেয়ালের উপর উঠে আসা তৃতীয় অ্যাপাচিকে নিশানা করল আউটল। পিছনের দরজা সামলে রেখেছে থর্টন। জর্জ বেমিস ভূপতিত হয়েছে একটা স্পিয়ারের আঘাতে, সম্ভবত দেয়ালের উপর উঠে পড়া কোন ইন্ডিয়ানের কাজ। সামনের দরজা আগলে রেখেছে জিম বেনেট। কাছাকাছি জানালার উপর ঝুঁকে পড়েছে সোফিয়া থর্টন। দশ কদম দূরে আরেক জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুলিয়া। এক অ্যাপাচি দেয়াল থেকে ঠিক ওর পিছনে লাফিয়ে পড়ল।

চিৎকার করে রুলিয়াকে সতর্ক করল জন। তবে এমনিতেই অ্যাপাচির উপস্থিতি টের পেয়েছে মেয়েটা। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল, একই মুহূর্তে ওর উদ্দেশে লাফ দিয়েছে ইন্ডিয়ান। দু'হাত দিয়ে নিশানা করল রুলিয়া, ট্রিগার টেনে দিল। পায়ের কাছে পড়ল ইন্ডিয়ানের লাশ। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রুলিয়া, ফ্যাকাসে ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে মুখ।

দেয়াল থেকে লাফিয়ে পড়ল আরও দু'জন। রুলিয়ার কাছাকাছি। ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেছে জন। এত কাছ থেকে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। দু'বার গর্জে উঠল ওর পিস্তল। পেট চেপে ধরে বসে পড়ল এক অ্যাপাচি, অন্যজন বুকে গুলির ধাক্কায় পিছনে হেলে পড়ল। নিজের শরীর দিয়ে রুলিয়াকে আড়াল করল জন।

দেয়ালের উপর, সর্বত্র ইন্ডিয়ানদের দেখা যাচ্ছে। কামরার শেষ দিকে, টার্কি বুনের উপর চড়াও হয়েছে তিন অ্যাপাচি। সাহায্যের জন্য চেঁচাচ্ছে আউটল। পিছনের দরজা সামাল দেওয়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে ফেলেছে রাস্টি থর্টন। পিছিয়ে আসছে সে। একপাশে, পুরোপুরি একা হয়ে পড়েছে মার্টি কর্ড, ছুটে আসা দুই ইন্ডিয়ানের একজনকে গুলি করল ঠাণ্ডা মাথায়। দেয়াল থেকে লাফিয়ে ওর পিছনে পড়ল আরেক অ্যাপাচি। ঝটিতি মুখে উল্কি আঁকা বয়স্ক ইন্ডিয়ানের উদ্দেশে গুলি করল জন, কিন্তু জায়গামত লাগল না। ফের গুলি করল ও, শূন্য চেম্বারে ভোঁতা শব্দে আঘাত করল ট্রিগার।

পিস্তলটা ফেলে দিল জন। পকেট থেকে আরেকটা বের করল—এটাই শেষ—ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। গাট্টাগোট্টা শরীরের এক ইন্ডিয়ান ধরাশায়ী হলো কর্ডের গুলিতে, কিন্তু অন্য দু'জন মুহূর্তে ভূপতিত করে ফেলল তাকে। পড়ন্ত অবস্থায় ছুরি চালাল সে, হাল ছেড়ে দেয়নি—দূর থেকে বাউই ছুরির ঝিলিক চোখে পড়ল জনের।

এরপর, হাতাহাতি লড়াই একটা দুঃস্বপ্নময় লুকোচুরি খেলায় রূপ পেল। শব্দ শুনে সক্রিয় হচ্ছে ওরা, গুলি করছে বা মল্লযুদ্ধ লড়ছে প্রাণপণে। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে জিম বেনেট, ধীর স্থির ভঙ্গিতে গুলি করে যাচ্ছে। গুলি শেষ হয়ে যেতে র‍্যাঞ্চারের হাতে আরেকটা পিস্তল ধরিয়ে দিল মার্থা, শূন্য পিস্তল রিলোড করল। বেনেটের প্রতি মহিলার আন্তরিকতায় কোন খাদ নেই, এমনকী বরাদ্দের বাইরেও তার জন্য বুলেট চুরি করেছে মার্থা।

সোফিয়াকে চেপে ধরেছে এক অ্যাপাচি। ইন্ডিয়ানদের চিৎকার, হুঙ্কার বা আহতদের আর্তনাদ ছাড়িয়েও সোফিয়ার ভয়ার্ত চিৎকার শুনতে পেল জন।

মুহূর্তে শীতল হয়ে গেল ওর সারা দেহ, অবচেতন মনে একটা বার্তা

পৌঁছে গেল—লড়াই শেষ! নিকট ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা থেকে রুলিয়া বা মেয়েদের রক্ষা করতে এখনই সক্রিয় হওয়া উচিত ওর। রুলিয়ার দিকে ঘুরল ও, হঠাৎ মাথার পাশে আঘাত পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ানকে ছুটে আসতে দেখে এড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু সময় নেই। স্রেফ রিফ্লেক্সবশত সামনে নিয়ে এসেছে পিস্তলধরা হাত। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল ও।

গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু ঠিকই ওর গায়ের উপর এসে পড়ল অ্যাপাচি, একসঙ্গে মাটিতে আছড়ে পড়ল দু'জন। ইন্ডিয়ানের লাশ ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল জন, সবিস্ময়ে দেখল আরও দু'জন এই সুযোগে চড়াও হয়েছে ওর উপর। সপাটে একজনের মাথায় পিস্তল চালাল ও, কিন্তু অন্যজন মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরল ওকে। মাথার উপর ছুরি তুলেছে ইন্ডিয়ান, ওটাকে নেমে আসতে দেখে ঝটিতি একপাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জন। ভোঁতা শব্দে মাটিতে গেঁথে গেল ছুরির ধারাল ফলা।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ কোত্থেকে কী ঘটছে, কিছুই মনে রাখা সম্ভব হলো না কারও পক্ষে। প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত সবাই। ছুরিঅলা ইন্ডিয়ানের কী হলো, কখনোই জানা হলো না জনের। জিম বেনেটের চিৎকার কানে এল ওর, রাস্টি থর্টনের তীব্র খিস্তি শুনতে পেল।

ইন্ডিয়ানের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল জন, তারপর ঝাড়া মেরে গায়ের উপর থেকে ফেলে দিল ইন্ডিয়ানের লাশ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকাল রুলিয়ার খোঁজে, কিন্তু দেখতে পেল না মেয়েটাকে। হঠাৎ একেবারে সামনে আরেক অ্যাপাচিকে দেখতে পেল, যেন মাটি থেকে উঠে এসেছে! খাটো সে, বয়স্ক, সেনাবাহিনীর একটা হ্যাট মাথায়; মুখের উল্কি সহ তাকে দেখাচ্ছে ধাড়ি র‍্যাকূন*-এর মত।

পরস্পরকে জাপটে ধরল ওরা, মাটিতে পড়ল, গড়ান খেল বার কয়েক; এরইমধ্যে একে অন্যকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে। আশপাশে এতক্ষণ যে চিৎকার বা চেঁচামেচি ছিল, সেটা যেন মিইয়ে এসেছে; তবে অস্ত্রের গর্জন বেড়ে গেছে। রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জন অস্বাভাবিক লাগল জনের কাছে, কারণ জিনিসটা ওদের কাছে তো নেইই, অ্যাপাচিদের কাছে যা আছে তাও সংখ্যায় নিতান্তই অল্প।

যে-অ্যাপাচি ওর সঙ্গে লড়ছে এখন, বুড়ো হলেও দানবীয় শক্তি রয়েছে

---

* র‍্যাকূন (Raccoon) : আমেরিকার ভল্লুক জাতীয় প্রাণী বিশেষ।

শরীরে, পঁচিশ বছরের যুবকের মতই শক্তি ধরে বাহুতে। পিস্তলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে জনের। দু'হাতে অ্যাপাচির গলা চেপে ধরেছে ও। চাপ বাড়াল, কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না। ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অ্যাপাচি, পিছিয়ে গেল এক পা, তারপর ছুরি তুলল। আচমকা আড়ষ্ট হয়ে গেল তার দেহ, এক পাশে হেলে পড়ল। ধাক্কা দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিল জন। গড়িয়ে সরে গেল দু'হাত, শেষে উবু হয়ে উঠে বসার প্রয়াস পেল। সারা শরীর এত দুর্বল যে ওর মনে হলো উঠতে পারবে না।

শেষে, কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল ও। মাথার ভিতর দপদপে ব্যথা, ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র; এত তীব্র ব্যথা যে আচ্ছন্ন বোধ করছে। আচমকা অপরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, চিৎকার করছে লোকটা: 'আরে, এদের কেউ কেউ দেখছি বেঁচে আছে এখনও! লেফটেন্যান্টকে ডাকো তো!'

কণ্ঠ যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে তাকাল জন। চোখে ঝাপসা দৃষ্টি, কিন্তু বাজি ধরতে রাজি আছে ভুল দেখেনি—দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটার পরনে মলিন নীল শার্ট, ক্যাভালরি ইউনিফর্ম...

উনিশ

সার্জেন্ট এমিলি হফারের নেতৃত্বে আটজন ট্রুপারকে পিউতে ওয়েল্সে রেখে ফিরে গেল সেনাবাহিনীর বড়সড় দলটা। হফারের কাঁধে দুটো দায়িত্ব বর্তেছে: মৃতদের সৎকার, এবং উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা আসার আগ পর্যন্ত আহতদের শুশ্রূষা করতে হবে। সেনাবাহিনীর মূল দলটা অ্যাপাচিদের পিছু নিয়ে পশ্চিমে মেলপেই অঞ্চলের গভীরে চলে গেছে। দলে ডাক্তার নেই, তবে সার্জেন্ট হফারের অভিজ্ঞতা রয়েছে এ-ব্যাপারে। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ভয়াবহ লড়াইয়ে বেঁচে যাওয়া গুটিকয়েক মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তার অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত প্রমাণিত হলো।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হফার। চোখ কুঁচকে সকালের সূর্যের দিকে তাকাল। প্রায় দশটা বাজে, কিন্তু খরতাপে পুড়ছে পৃথিবী, মাটির উপর সবকিছু যেন খাক হয়ে যাবে। হাতের তালু দিয়ে মুখ মুছল সে, সৎকারের

দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যদের কাজ তদারক করল, তারপর দুর্গে প্রবেশ করল। অস্থায়ী হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে মূল কামরাটা, ক্যানভাসের পর্দা দিয়ে খোপ তৈরি করা হয়েছে রোগীদের জন্য। সবার উপর দৃষ্টি বুলাল হফার, সন্তুষ্টির সঙ্গে হাসল। 'কেমন বোধ করছ তোমরা? যত ব্যথা বা যন্ত্রণাই থাকুক, আমার মনে হয় প্রাণ খুলে হাসতে আপত্তি নেই কারও। তোমরা সত্যিই ভাগ্যবান মানুষ।'

নড়ল না জন। মনে মনে চাইছে সবক'টা দাঁত দেখানো সার্জেন্ট চলে যাক। সবার মত ভাগ্যদেবীর অতটা আনুকূল্য পায়নি ও। ও ছাড়াও আরও তিনজন আহত হয়েছে। রুলিয়া নেই তাদের মধ্যে। একটু আগে কিছুটা হলেও আশা ছিল মনে, এক মহিলার মৃদু স্বর কানে এসেছিল। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে মার্থা ওয়ালেসকে দেখতে পেয়েছে। আহত অন্য দু'জন হচ্ছে জিম বেনেট আর রাস্টি থর্টন।

'সুপের ব্যবস্থা হচ্ছে,' জানাল হফার। 'আহত অবস্থায় তরল খাবার খাওয়াই ভাল হবে তোমাদের জন্য। পানি লাগবে কারও?'

'হুইস্কি আছে নাকি?' জানতে চাইল থর্টন।

'না। থাকলেও তোমাকে দিতাম না। ওই জিনিস তোমার না খাওয়াই মঙ্গল।'

'তোমার স্যাডলব্যাগে নিশ্চই আছে ওই জিনিস। চাইলে তোমাকে দাম দিতে পারব...'

'নিজের পায়ে আগে খাড়া হও, তারপর নিজেই হুইস্কি যোগাড় করে নিয়ো,' গম্ভীর মুখে পরামর্শ দিল হফার। 'আজ শুধু সুপ খাবে। ব্যস, আর কিছু না। ভাল লাগবে তোমার।'

'লাগবে না।'

চলে গেল সার্জেন্ট। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার কথা ভুলে গেল জন। চোখ বুজতেই রুলিয়ার কথা মনে এল। খারাপ লাগছে মেয়েটির জন্য। অদ্ভুত হলেও, পাঁজরের পাশে ইন্ডিয়ানের উপহার দেওয়া ছুরির গভীর ক্ষতের চেয়েও বেশি তীব্র মনে হলো মেয়েটিকে হারানোর ব্যথা। মাত্র এক কি দেড় দিনের পরিচয়, কিন্তু ওর মনে জায়গা করে নিয়েছিল সাহসী, নিঃসঙ্গ মেয়েটি।

পাশে কারও উপস্থিতি টের পেল জন, হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে। কপালে হাতের স্পর্শ পেল ও। ঠাণ্ডা, কোমল হাত। চোখ মেলল না ও, ভয় পাচ্ছে হয়তো অন্য কাউকে দেখতে পাবে।

'খুব লাগছে, জন?' নিচু কোমল স্বর। 'সার্জেন্টের কাছে শুনলাম তোমার জখমটা খুব খারাপ, কিন্তু...'

চোখ মেলে তাকাল জন। রুলিয়ার মুখের বাম পাশ এখনও ফোলা, ব্রুস শল্টোর উপহার। কপালে নতুন একটা আঁচড় চোখে পড়ল, তবে গভীর নয় ওটা। উজ্জ্বল রুলিয়ার চোখের চাহনি। চাপা আনন্দে ভরা। 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম...'

মাথা ঝাঁকাল রুলিয়া, জন শেষ না করলেও বুঝতে পারছে। 'কাউকে তো রান্না করতে হবে, নাকি?' সহাস্যে বলল ও। 'একটা চমক আছে তোমার জন্য, জন! এটাই বোধহয় তোমার জন্য সবচেয়ে খুশির খবর।'

'কী?'

'রোজা বেঁচে আছে!'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। একটা ঘোড়া ধরে এখান থেকে পালাতে পেরেছে ও। ওকে অনুসরণ করে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল ইন্ডিয়ানরা। তবে কীভাবে যেন বেঁচে যায় ও। ঘোড়া হারানোর পর পায়ে হেঁটে এগোতে থাকে। আজ সকালে টুলারোসার ফোর্ট থেকে রওনা দেওয়া সৈন্যরা পথে খুঁজে পায় ওকে, ওদের খোঁজে কষ্টেসৃষ্টে এগোচ্ছিল রোজা। রোজার সঙ্গে দেখা না হলে ওরা এখানে আসতই না। সেনাবাহিনীর ধারণা ছিল ইন্ডিয়ানরা দক্ষিণে চলে গেছে।'

'রোজা এতকিছু করেছে?'

নড করল রুলিয়া। 'কেন এত কিছু করল ও, কারণটা জানো?'

'আন্দাজ করতে পারছি। আমাদের জন্য। কিন্তু তারচেয়েও বড় কারণ, ওর স্বামীর জন্য এত কষ্ট করেছে রোজা—স্বামীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।'

'একজন সৈনিকের যোগ্য স্ত্রী হলে যা করা উচিত, তাই করেছে ও। নিজের সম্মানের পাশাপাশি স্বামীর মর্যাদাও রক্ষা করেছে। আমার তো মনে হয়, রোজাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না ওর স্বামীর। বোধোদয় হয়েছে ওর।'

'দারুণ!'

অন্যদের দিকে তাকাল জন। জিম বেনেট ঘুমাচ্ছে। মার্থার অস্পষ্ট স্বরের প্রলাপ কানে আসছে, সম্ভবত জ্বরের প্রকোপ। থর্টনের কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাচ্ছে তার জখম মারাত্মক নয়। কিন্তু অন্যদের কী হলো? উঁহুঁ, জিজ্ঞেস করা বোকামি হবে। সোফিয়ার আর্তচিৎকার শুনতে পেয়েছিল ও। মার্টি কর্ডকেও ধরাশায়ী

হতে দেখেছে।

'মি. বেনেটকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, বলল রুলিয়া। 'লড়াইয়ের একেবারে শেষ দিকে একটা তীর এসে বিঁধেছে ওর বুকে। তারপর থেকে জ্ঞান ফেরেনি ওর।'

'মার্থা?'

'সেও আহত হয়েছে। জখমটা খারাপ। সার্জেন্ট অবশ্য বলেছে সেরে যাবে। মি. বেনেটের খারাপ কিছু হলে বেচারী মার্থা একেবারে অসহায় হয়ে পড়বে। মি. বেনেট বলেছিল মার্থাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, র‍্যাঞ্চে কাজ দেবে।'

'তোমার ব্যাপারে তো কিছু বললে না।'

'মি. বেনেটের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব আমি। ও-ই আমার জীবন বাঁচিয়েছে। এক ইন্ডিয়ান আমাকে ধরে ফেলেছিল। গলায় ছুরি চালাবে, ছুরিটা মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে, এ-সময় গুলি করে তাকে মেরে ফেলে মি. বেনেট। অ্যাপাচিটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে যাই, মেঝেয় পড়ে থাকা কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম সার্জেন্ট হফারকে। একমাত্র আমিই অক্ষত, অথচ সবাই...'

হাত বাড়িয়ে রুলিয়ার কাঁধে রাখল জন, সামান্য চাপ দিয়ে সান্ত্বনা দিল মেয়েটিকে। রুলিয়ার অনুভূতি অনুমান করতে অসুবিধা হচ্ছে না ওর। বেশ কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না ওরা। জুয়াড়ী মার্টি কর্ডের অভাবটা বড় বেশি বাজছে। কী এমন ক্ষতি হত সে বেঁচে গেলে? রাস্টি থর্টনের মত সন্দেহপ্রবণ ঝগড়াটে মানুষ বেঁচে থাকে, অথচ এমন দুঃসাহসী একজন লোক বাঁচল না? হার্ভে বীল এবং সোফিয়া থর্টনের মৃত্যুও পীড়া দিচ্ছে ওকে।

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল জন। প্রাণের অপচয়! কিন্তু কিছুই করার নেই। জীবন-মৃত্যুর রহস্য কখনও অঙ্কের হিসাবে মেলানো যায় না। পৃথিবীর নিয়মই এটা—মার্টি কর্ডের মত মানুষ মারা যায়, থর্টনের মত মানুষ দিব্যি টিকে থাকে। এসব না ভেবে বরং অন্য কিছু ভাবা উচিত—যেটা ভাবলে বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করা যায়।

নড়ে উঠল বেনেট। কথা বলতে চাইছে বোধহয়। দু'জনেরই মনোযোগ চলে গেল সেদিকে। র‍্যাঞ্চারের পাশে চলে গেল রুলিয়া, ঝুঁকে কান পাতল।

'মার্থা?' ফিসফিস করল বেনেট।

'শিগ্‌গিরই এসে পড়বে ও, মি. বেনেট।'

চোখ তুলে রুলিয়াকে দেখল সে, জ্বরে পুড়ছে চোখ। 'ও কি আহত হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তবে জখমটা মারাত্মক নয়।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল,' দুর্বল স্বরে বলল সে। 'আমার স্ত্রীকে বোলো ওর দায়িত্ব নিতে–র‍্যাঞ্চে যেন কাজ দেয়। আমার দুই ছেলেকে বোলো যেন ওর দিকে খেয়াল রাখে। এটা আমার আদেশ।'

'বলব ওদের,' প্রতিশ্রুতি দিল রুলিয়া।

'কাজটা আমার নিজেরই করার ইচ্ছে। এখনও মরিনি আমি।' চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। তার কপাল মুছে দিল রুলিয়া।

'শুনেছ, জন, কী বলল ও?'

'হ্যাঁ। সাহসী মানুষ ও। আমার মনে হয় শেষপর্যন্ত টিকে যাবে সে।'

'ওর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে হতে পারে আমাদের,' বিষণ্ন স্বরে বলল রুলিয়া। 'কি জানি, মার্টি কর্ডের কোন আত্মীয় আছে কি না! সোফিয়া বা মি. বীলের ক্ষেত্রেও একই কথা।'

হঠাৎ মুখ খুলল থর্টন, কণ্ঠে নির্জলা বিতৃষ্ণা আর তাচ্ছিল্য: 'তোমাদের কথা শুনে অসুস্থ বোধ করছি আমি! উচিত পরিণতি হয়েছে বীলের। শুনতে হয়তো খারাপ লাগবে, কিন্তু সোফিয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আরেকটা সত্যি কথা বলি...'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল জন। 'থর্টন, দু'একদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠব আমি। তার আগেই চলে যেয়ো এখান থেকে। সুস্থ হয়ে যদি ধারে-কাছে দেখি, পিটিয়ে ছাতু বানাব তোমাকে। কসম!'

'গোল্লায় যাও তুমি, জন!'

বুকের পাশে তীব্র ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে বসার চেষ্টা করল জন। ছুটে এসে ঠেলে ওকে শুইয়ে দিল রুলিয়া। 'জন, অযথা মাথা গরম করছ। ওর কথা ভুলে যাও। কারও গালমন্দ খাওয়ারও যোগ্যতা নেই ওর।'

বিছানায় শরীর শিথিল করে দিল জন, সামান্য হাসল। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ল। কত দিন যায় না! সবার সঙ্গে বসে খাওয়া হয় না, বা জোছনা-রাত্রিতে পোর্চে বসে গল্প করা হয় না। *নাহ্, এবার যেতেই হবে, অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে...*

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ তানজিনুর রহমান,
বোয়ালিয়া, ফরিদপুর।

সেবার সব ধরনের বই আমার ভাল লাগে, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন। কাজী মায়মুর হোসেনের ওয়েস্টার্নের রক বেনন সিরিজের আমি অন্ধ ভক্ত। মাঝে মাঝে পড়ার এতো চাপ থাকে যে কখন কোন বই বের হলো তা ধরতে পারি না। একারণে রক বেনন সিরিজের কিছু কিছু বই পড়তে পারিনি। যদি সম্ভব হয় তা হলে কাজী মায়মুর হোসেনের রক বেনন সিরিজের শুরু থেকে সব বইয়ের নাম এবং এর মূল্য তালিকা পাঠালে খুশি হবো।

❁ সেবা প্রকাশনীর ম্যানেজারের কাছে নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিয়ে মূল্য-তালিকার জন্য চিঠি দিন, আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

এ.কে.এম মাহ্ফুজুল ইসলাম মিথুন,
বেরীর চর, মৌলভীবাজার।

অনেকদিন অপেক্ষার পর হাতে পেলাম 'ঘেরাও' ও 'নীল নকশা'। খুব ভাল লাগল পড়ে। বিশেষ করে 'ঘেরাও' বইটির কোন তুলনাই হয় না। এই প্রথম পড়লাম শওকত হোসেনের বই।

গোলাম মাওলা নঈমের গল্প সংকলন প্রকাশ করায় যার-পর-নাই আনন্দিত হলাম। গল্পগুলো সত্যি সংগ্রহে রাখবার মতো। লেখককে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ 'তালাশ' বইটির জন্যও। 'সেয়ানে সেয়ানে' ছাড়া তাঁর সব বই আমার সংগ্রহে আছে। হারডিনকে নিয়ে লেখক আরেকটি বই লিখবেন কি?

❁ আশা করি লিখবেন।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু),
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

আশা করি সেবা প্রকাশনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলেই ভাল আছেন। এই মাত্র 'চালবাজ' বইয়ের নয়টি গল্পই শেষ করলাম। প্রত্যেকটা কাহিনীই ভাল লেগেছে, এজন্য লেখককে ধন্যবাদ। 'লরেডো কিড' আগে রহস্যপত্রিকায় পড়েছিলাম। গল্পটা পুনর্মুদ্রণ করায় লেখককে আবারও শুভেচ্ছা।

✿ শুভেচ্ছা পৌঁছে দিলাম।

এ.বি.এম ফকরুল আলম (রুবেল),

ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

সালাম নিবেন। আমি গারো পাহাড়ের পাদদেশে সীমান্ত এলাকা ধোবাউড়ার এক ওয়েস্টার্ন পাগল, যে ওয়েস্টার্ন পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। কিন্তু ক'মাস ধরেই খুব অস্বস্তিতে আছি। 'সেই এরফান' আর 'দস্যু বেনন'কে কারা 'হরণ' করে নিয়ে গেল তা একমাত্র মাহবুবদা আর মায়মুর মামুই ভাল বলতে পারবেন। শীঘ্রি তাদের ফেরত না পেলে কিন্তু আমার মতো কিং কোল্টের বিরুদ্ধে ড্র করতে বাধ্য করাব। শেষে বুটহিলেও জায়গা হবে না লুণ্ঠনকারীদের। অতএব সাবধান!

✿ সব কথা ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলেই তো ভুলটা করলেন। আপনার মামু, দা ও হরণকারী–তিনজনই শহর ছেড়ে পালিয়েছে।

মোঃ জসিম উদ্দিন,

বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

'চালবাজ' বইয়ে লেখা ওটা গল্প সংকলন। আচ্ছা, গল্প সংকলন কি পুরোনো গল্প দিয়ে ছাপা হয়? বইটিতে মোট নয়টি গল্প আছে। সবগুলোই অসাধারণ। কিন্তু সেদিন আমি বইটি পড়তে গিয়ে বুঝলাম কয়েকটি গল্প পুরোনো লাগছে। পরে মনে পড়ল, ওগুলো রহস্যপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। একবার র.পতে প্রকাশের পর বইয়ে তা পুনর্মুদ্রণ করবার দরকারটা কী? সাহস গল্পটি নিয়ে আরেকটি কথা। র.পতে এটির লেখকের নাম ছিল আশরাফুল কবীর, এখন দেখছি গোলাম মাওলা নঈম। লেখাটির মূল লেখক কে তা জানতে চাই।

সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

✿ আপনিও আমাদের শুভেচ্ছা নিন।...হ্যাঁ, হয়। প্রায় সব গল্প-সঙ্কলনেই দুটো কি তিনটে নতুন গল্প থাকে, বাদ-বাকি আগে কোনও বই বা পত্রিকায় ছাপা হওয়া পুরনো গল্প।...পুনর্মুদ্রণের দরকার পড়ল এই জন্য যে, আপনার মত সবাই রহস্যপত্রিকার পাঠক নয়।...আশরাফুল কবীর গোলাম মাওলা নঈমেরই ছদ্মনাম।

ইকরাম,

রাউজান, চট্টগ্রাম।

কাজীদা, ভাল আছেন তো? অনেকদিন পর কাজী মায়মুর হোসেনের ওয়েস্টার্ন 'খলনায়ক' পেলাম। বইটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। কী যে ভাল লেগেছে, কাজীদা, বোঝাতে পারব না। মায়মুরদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

✿ ভালো আছি, ভাই। খলনায়ক ভালো লেগেছে জেনে আমরা আনন্দিত। ধন্যবাদ পৌঁছে দিলাম।